অধ্যাপক গোলাম আযমের

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

অধ্যাপক গোলাম আযমের সংগ্রামী জীবন

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

www.bjilibrary.com

প্রকাশক :
মুহাম্মদ হাসান ইকবাল
১৪/ডি, মিরবাগ, ঢাকা

প্রকাশকাল :

ফাল্গুন	১৩৯৫
রজব	১৪০৯
ফেব্রুয়ারী	১৯৮৯

মূল্য : চল্লিশ টাকা মাত্র

মুদ্রণ :
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
১) জন্ম ও বংশ পরিচয়	৭
২) শিক্ষা জীবন	১১
৩) ছাত্র রাজনীতি	১৫
৪) ডাকসুতে গোলাম আযম	১৮
৫) ভাষা আন্দোলন	১৯
৬) শিক্ষক হিসাবে গোলাম আযম	৩২
৭) তাবলিগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসে	৩৪
৮) জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান	৩৭
৯) লেখক ও চিন্তাবিদ গোলাম আযম	৪৬
১০) স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গোলাম আযম	৫১
১১) সত্তরের নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর রাজনীতি	৫৪
১২) কারাগারে অধ্যাপক আযম	৬২
১৩) ইসলামী ঐক্য গড়ে তোলায় অধ্যাপক গোলাম আযম	৬৪
১৪) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গোলাম আযম	৬৯
১৫) ১৯৭১ সালের রাজনৈতিক ভূমিকা	৭১
১৬) নাগরিকত্ব সমস্যা	৮৪
১৭) নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী	৯২
১৮) নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার কমিটির আন্দোলন	৯৮
১৯) জাতীয় সংসদে অধ্যাপক গোলাম আযম প্রসংগ	১০৯
২০) জাতীয় রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ভূমিকা	১২১
২১) গোলাম আযমের ঐতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলন	১৩৯
২২) অধ্যাপক আযমের কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	১৫৪
২৩) ষড়যন্ত্রের শিকার অধ্যাপক গোলাম আযম	১৬১
২৪) পরিশিষ্ট : বইয়ের তালিকা-১	১৬৮
২৫) সংবাদপত্রের মতামত	১৭১

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

লেখকের কথা

অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের জনগণের নিকট একটি সুপরিচিত নাম। ১৯৪৮, ৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে এদেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে তাঁর নাম বিশেষভাবে জড়িত রয়েছে। অন্য অনেকের সাথে অধ্যাপক আযমের বড় পার্থক্য এটাই যে তিনি আদর্শের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। ইসলামী আদর্শই মানুষের সত্যিকার কল্যাণ ও মুক্তি দিতে পারে–একথার উপরই আবর্তিত তাঁর জীবন ও রাজনৈতিক সংগ্রাম। আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্যের মধ্যেই যে মানুষের প্রকৃত সাফল্য এবং মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্ব খতম করে আল্লাহর প্রভূত্ব কায়েমই যে দুনিয়ার সার্বিক সমস্যার সমাধান, দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতে নাজাতের একমাত্র পথ – এই চিরন্তন সত্যকে গ্রহণ করে নিষ্ঠার সাথে ইসলামী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছেন অধ্যাপক গোলাম আযম।

ইসলামী আন্দোলন যেমন কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিলোনা তেমনি এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের উপর নেমে আসে পরীক্ষা, যুলুম ও নিপীড়ন। সর্বোপরি তাঁর রাজনীতি এবং আন্দোলনের ভূমিকাকে করে তোলা হয় বিতর্কিত। কুটিল চক্রান্তের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শের অনুরাগী, দেশপ্রেমিক এ সাহসী ব্যক্তিত্বকে আজ দেশের সবচাইতে বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রচারণার বদৌলতে অধ্যাপক আযমের মত একজন বলিষ্ঠ নেতা এবং সংগঠককে বিভ্রান্তির অসহায় শিকারে পরিণত করা হয়েছে। পর পর দুই সেশনের জন্য ডাকসুর জি,এস হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবীতে প্রদত্ত স্মারকলিপি পাঠক ও বহু গুণে গুণান্বিত এই বিশাল ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি শেষ করার জন্য একতরফা মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে। সাত পুরুষ যাবত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় যাঁর পরিবার ও পূর্বপুরুষরা বসবাস করে আসছেন এবং যাঁর জন্ম ঢাকার বিখ্যাত শাহ সাহেব বাড়ী মাতুলালয়ে সেই ব্যক্তিটি সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এ বলে যে তিনি ভিনদেশী নাগরিক! বিচিত্র এ দেশ আমাদের। ছাত্র তরুণরা মিথ্যা প্রচারণায় এতটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন যে, 'অধ্যাপক গোলাম আযম কি বাংলা বলতে পারেন', এমন ধরনের প্রশ্নও লেখককে জিজ্ঞেস করেছেন। আবার

www.bjilibrary.com

অনেকে হতবাক হয়েছেন এ কথা শুনে যে, তিনি বাংলাদেশী। বাংলাদেশে তাঁর জন্ম। এসব বিভ্রান্তি ও মিথ্যাচার দেখে অনেকবার চিন্তা করেছি কি করা যায়। আবার সেদিকে অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব ফেরত না দেয়ার ফলে তিনি নিজেও জনগণের সামনে হাজির হতে পারছেন না। তিনি নিজে যদি জনগণের সামনে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত মিথ্যা অভিযোগ ও বিভ্রান্তির জবাব দিতে সক্ষম হতেন তাহলেই সর্বোত্তম হতো। দেশে যেখানে নেতৃত্বের তীব্র সংকট ও শূন্যতা চলছে সেখানে অধ্যাপক গোলাম আযমের মত বলিষ্ঠ নেতৃত্বের গুণে গুণান্বিত এক ব্যক্তি চক্রান্ত ও মিথ্যা বিভ্রান্তির শিকার হবেন এটা হতে পারে না। তাই অগ্রজতুল্য এডভোকেট নজরুল ইসলাম ও অন্যান্যের উৎসাহে এ লেখায় হাত দিয়েছিলাম। পেশাগত ও নানান ব্যস্ততার মধ্যে অনেকটা তাড়াহুড়া করেই একাজ সম্পাদন করতে হয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই অনেক কমতি থেকে যাবে। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংযোজন সম্ভব হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

বইটি প্রকাশ করতে পারায় মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং সেই সাথে যারা এ কাজে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ তায়ালা পুরস্কৃত করুন – এ দোয়াই করছি।

বিনীত

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

www.bjilibrary.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এই জগত সংসারে এমন অনেক মহান ব্যক্তিদের আগমন ঘটে যারা সামগ্রিক জীবন সাধনার মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে যান। দুনিয়ার সুখ্যাতি, প্রতিষ্ঠা লাভ ও ক্ষমতার মোহ ছেড়ে শুধু আদর্শের সংগ্রামে তিলে তিলে খরচ করেন জীবনের প্রতিটি মূল্যবান মুহূর্ত। বাংলাদেশের অধ্যাপক গোলাম আযম এমনই এক বিরল ব্যক্তিত্ব।

ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের উত্থান-পতনের প্রতিটি ঘটনায় এবং এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অধ্যাপক গোলাম আযম একটি সুপরিচিত নাম। বাংলাদেশের মাটি, আলো-বাতাস এবং মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে আছে তাঁর জীবন, তাঁর সংগ্রাম।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯২২ সালের ৭ই নভেম্বর মংগলবার (বাংলা ১৩২৯ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ) ঢাকা শহরের লক্ষ্মীবাজারস্থ বিখ্যাত দ্বীনি পরিবার শাহ সাহেব বাড়ী (মিঞা সাহেবের ময়দান নামে পরিচিত) মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার প্রথম সন্তান হিসেবে নানার বাড়ীতে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম মাওলানা গোলাম কবির। মাতার নাম সাইয়েদা আশরাফুন্নিসা। তাঁর পিতামহ মাওলানা আব্দুস সোবহান। তাঁদের আদি নিবাস ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বীরগাঁও গ্রামে। ইউনিয়নের নামও বীরগাঁও। অধ্যাপক গোলাম আযমের পিতা ১৯০৮ সালে ঢাকা মহানগরীতে রমনা থানার পূর্ব দিকে মগবাজার এলাকায় এক খন্ড জমি কেনার পর ঢাকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

অধ্যাপক আযমের পূর্বপুরুষগণ কমপক্ষে ৭ পুরুষ যাবত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বীরগাঁওয়ের বাসিন্দা। মাতৃল বংশের দিক থেকে অধ্যাপক গোলাম আযম ঢাকার ঐতিহ্যবাহী শাহ সাহেব পরিবারের সাথে সম্পর্কিত। তাঁর মাতামহ ছিলেন মরহুম শাহ্ সৈয়দ আব্দুল মোনয়েম। প্রপিতামহ শাইখ শাহাবুদ্দিন। শাইখ শাহাবুদ্দিন একজন বড় আলেম এবং বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। অধ্যাপক আযমের দাদা মাওলানা আব্দুস সোবহান

www.bjilibrary.com

একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত ছিলো যে, মেঘনার পূর্ব পারে অতবড় আলেম তখন কমই ছিল। ঢাকার মোহসিনিয়া মদ্রাসা থেকে ডিগ্রী নেয়ার পর অধ্যাপক আযমের পিতা গোলাম কবির ১৯২১ সালে এন্ট্রান্স পাশ করেন। এন্ট্রান্স পাশের পর মাওলানা গোলাম কবির হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করলেন। অধ্যাপক আযমের দাদা মাওলানা আব্দুস সোবহানও ঢাকার মোহসিনিয়া মদ্রাসায় পড়াশুনা করেন এবং পরে শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপক আযমের পিতা মাওলানা গোলাম কবিরও মোহসিনিয়া মদ্রাসায় পড়াশুনা করেন। ঘটনাক্রমে মোহসিনিয়া মদ্রাসা পরবর্তী সময়ে গভর্ণমেন্ট ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজে পরিণত হয় এবং গোলাম আযম সেই কলেজেই শিক্ষা লাভ করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রপিতামহ শাইখ শাহাবুদ্দিন তাঁর পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন এবং শাইখ শাহাবুদ্দিনের পিতাও তাঁর পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। শাইখ শাহাবুদ্দিনের একমাত্র পুত্র মাওলানা আব্দুস সোবহান অর্থাৎ অধ্যাপক আযমের পিতামহও ছিলেন একমাত্র পুত্র। একারণেই শাইখ শাহাবুদ্দিন হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে গমনের প্রাক্কালে বলে যান যে আল্লাহর ঘরে গিয়ে দোয়া করবো যাতে আল্লাহ তায়ালা আমার পুত্র আব্দুস সোবহানের ঘরে চারটি পুত্র সন্তান দেন। আল্লাহর কি ইচ্ছা, মাওলানা আব্দুস সোবহান একে একে পাঁচটি সন্তান লাভ করেন। তাঁর পাঁচ সন্তানের মধ্যে একজন তদানীন্তন ঢাকা কলেজে অধ্যয়নকালে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। মাওলানা আব্দুস সোবহান সাহেবের যে চার সন্তান জীবিত ছিলেন তারা হচ্ছেন– (১) মাওলানা গোলাম কবির (২) গোলাম কিবরিয়া (৩) জহিরুল হক (৪) এ,কিউ,এম শফিকুল ইসলাম। অধ্যাপক আযমের পিতা মাওলানা গোলাম কবির ইসলামী এবং আধুনিক শিক্ষা লাভ করে হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। কিছুকাল পর তিনি (মাওলানা আব্দুস সোবহানের ইন্তেকালের পর) ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মাওলানা আব্দুস সোবহান প্রথমে শিক্ষক ও পরে ম্যারেজ রেজিষ্টার ছিলেন। অধ্যাপক আযমের এক চাচা গোলাম কিবরিয়া নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীকালে এটি হাইস্কুলে পরিণত হয়। দ্বিতীয় চাচা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে সিলেটে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। ছোট চাচা শফিকুল ইসলাম আইন শাস্ত্রে অধ্যয়ন করে আইনজীবীর পেশা গ্রহণ করেন। এছাড়া ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। এদেশে তিনি মুসলিম লীগের নেতা হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত।

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক আযমরা চার ভাই এবং চার বোন। তাঁদের সবকটি ভাইবোনই মেধাবী। অধ্যাপক আযম পিতামাতার প্রথম সন্তান। তাঁর দ্বিতীয় ভাই ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মোয়াজ্জম কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম,বি,বিএস পাশ করেন কৃতিত্বের সাথে। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজের গোল্ড মেডালিষ্ট। পিজির ডিরেক্টর প্রফেসর নুরুল ইসলামও একই ব্যাচের ছাত্র ছিলেন। অনেক দিন পর্যন্ত তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। ডাঃ গোলাম মোয়াজ্জম বাংলাদেশে প্যাথলজির প্রখ্যাত অধ্যাপক। প্রফেসর নুরুল ইসলামের সাথে তিনি পিজিতে পাকিস্তান আমলে কর্মরত ছিলেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর তাঁকে সিলেট মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল করে পাঠানো হয়। এরপর তিনি লিবিয়ায় কিছুদিন কনসালট্যান্ট হিসেবে চাকুরী করেন। সেখান থেকে কমনওয়েল্থ এক্সপার্ট হিসেবে বাহামায় কিছুদিন ছিলেন। বাহামা থেকে ফিরে আসার পর আবার তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল করে পাঠালে তিনি যোগদান করে অবসর নেন। সম্প্রতি তিনি আবার কমনওয়েল্থের আহ্বানে ঘানায় আক্রা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। ডাঃ গোলাম মোয়াজ্জম ইসলামী বিষয়েও একজন সুপন্ডিত। তাঁর লেখা বই কুরআনে বিজ্ঞান এবং কুরআন ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বাংলা ভাষায় বিশেষ অবদান এবং এই বিষয়ের উপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

অধ্যাপক আযমের তৃতীয় ভাই একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। বিসিআইসি–এর একটি বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সম্প্রতি তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। চতুর্থ ভাই ডক্টর মাহদিউজ্জামানও একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বিলেতে পি এইচ ডি করেন এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করতেন। এখানে তিনি সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৮৬ সালে তিনি ICTVTR এ সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর হিসেবে যোগ দিয়েছেন।

অধ্যাপক আযমের ৪ বোনের মধ্যে ৩ জন জীবিত আছেন। একজন আনোয়ারা বেগম। তাঁর স্বামী এডভোকেট মসিহুর রহমান। দ্বিতীয় জন জাহানারা আজহারী, মরহুম মাওলানা আলাউদ্দিন আল-আজহারীর স্ত্রী। কনিষ্ঠ বোন জান্নাত আরা। তাঁর স্বামী মাওলানা কাযী শরিয়তুল্লাহ বাংলাদেশ কাযী সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী।

রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনাকালে গোলাম আযম ১৯৫১ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর বগুড়ার মাওলানা মীর আব্দুস সালামের কন্যা সৈয়দা আফিফা খাতুনের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সৈয়দা আফিফা খাতুন মাদ্রাসায় শিক্ষা

www.bjilibrary.com

লাভ করেন। মাওলানা মীর আব্দুস সালাম দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় প্রবীণ আলেম ও হাদিসবেত্তা। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজিদের বাংলা তরজমা কুরআনুল করিমের অন্যতম অনুবাদক। বংশানুক্রমে তাঁদের পরিবার দ্বীন ইসলামের চর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছেন। মাওলানা আব্দুস সালাম নওগাঁ ডিগ্রী কলেজে আরবীর অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি বিভিন্ন মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি এখনও ৯৩ বছর বয়সে বোখারী শরীফ পড়ান। তাঁর অনূদিত আমপারার বংগানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কুরআনের তাফসির রচনা সমাপ্ত করেছেন এবং তা এখন প্রকাশের অপেক্ষায়। তাঁর রচিত আরও কিছু পুস্তিকাও রয়েছে।

মাওলানা মীর আব্দুস সালাম বগুড়া জিলার সৈয়দপুরের বিখ্যাত আহলি হাদীস পরিবারের সদস্য। বাংলাদেশ জমিয়তে আহলি হাদীসের সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ আব্দুল বারী তাঁর আপন ভাগ্নে এবং ছাত্র। সুপ্রীম কোর্টের প্রবীণ এড্‌ভোকেট এ,টি, সাদী তাঁর প্রথম সন্তান।

অধ্যাপক গোলাম আযমের ৬ ছেলে। কোন মেয়ে নেই। ১ম ছেলে মাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স ও এম, এ ডিগ্রী নিয়ে লন্ডনে চাকুরী করছেন। ২য় ছেলে গার্মেন্টস শিল্পে অভিজ্ঞ হয়ে বৃটেনেই নিজস্ব কারখানা পরিচালনা করছেন। ৩য় ছেলে দেশেই একটি ট্রাভেল এজেন্সীতে কাজ করেন। ৪র্থ ছেলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে একজন অফিসার। ৫ম ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, কম পাশ করে এম,বি,এ পড়ছে। ৬ষ্ঠ ছেলে ঢাকা কলেজ থেকে এইচ, এস, সি পাশ করার পর ভর্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

www.bjilibrary.com

শিক্ষা জীবন

আলীগড় আন্দোলনের পর মুসলমানগণ সাধারণভাবে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করলেও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ চাইতেন তাদের ছেলেমেয়েরা প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষাও লাভ করুক। ঐতিহ্যবাহী ইসলামী পরিবারের সদস্য হিসেবে তাই অধ্যাপক আযমের প্রাথমিক শিক্ষার সূচনাতেই ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। নিজ গ্রামের বীরগাঁও প্রাইমারী স্কুলে তিনি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। অতঃপর পার্শ্ববর্তী বড়াইল গ্রামে বড়াইল জুনিয়ার নিউস্কীম মাদ্রাসায় তিনি ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ৭ম ও ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত কুমিল্লা শহরে হুচ্ছামিয়া হাই মাদ্রাসায় (এখন যা হাইস্কুল) পড়াশুনা করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি জুনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

৯ম শ্রেণী থেকে ইন্টারমেডিয়েট পর্যন্ত তিনি ঢাকা সরকারী ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজেই পড়াশুনা করেন। বর্তমানে এ কলেজের নাম কবি নজরুল কলেজ। হাই মাদ্রাসা অর্থাৎ এস,এস,সি পরীক্ষার মাত্র ১৫ দিন আগে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। সে বছর ব্যাপক আকারে ম্যালেরিয়া দেখা দেয়। ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল তখন গোলাম আযমকে চিকিৎসার জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতালে প্রেরণ করেন। হাসপাতালের সুপারকে তিনি একটি চিঠি দেন। চিঠিতে লিখেন–আমার এই ছাত্র স্কলার। তাকে এমনভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সে কয়েকদিনের মধ্যেই পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। গোলাম আযমের চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার ফলে আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে এক সপ্তাহের মধ্যে জ্বর ভালো হয়ে যায়। তবে শরীর খুবই দুর্বল ছিল। ঐ দুর্বল শরীর নিয়েই গোলাম আযম হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় অংশ নেন। ফলে একমাত্র অংক ছাড়া আর কোন বিষয়েই তিনি শতকরা ৮০ নম্বরের বৈশী উত্তর দিতে পারেননি। পরীক্ষা শেষে আবার তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাপারে তিনি বৃত্তি পাওয়ার মোটেই আশা করেননি। কিন্তু একদিন টেলিগ্রাম পৌঁছে তাঁর কাছে যে তিনি ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করেছেন এবং অংকে লেটার পেয়েছেন। এসময় তিনি তাঁর আব্বার সাথে বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। ছেলের পরীক্ষার ফলের কথা শুনে আব্বা মাওলানা গোলাম কবির

www.bjilibrary.com

বিস্ময় বোধ করেন। কারণ এত অসুস্থ অবস্থায় এ ফল তাঁরা আশা করেননি। এভাবে এস,এস,সিতে ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করে মেধাবৃত্তি লাভ করার পর গোলাম আযম বিজ্ঞান পড়তে জেদ ধরেন। কিন্তু আলেম পিতা চান যে তাঁর বড় ছেলে আরবী এবং ইসলামী বিষয়ে যাতে জ্ঞান লাভের সুযোগ পায় সেজন্য কলা বিভাগে পড়তে হবে। অসাধারণ মেধার অধিকারী গোলাম আযম অংকে সর্বদাই ১০০ নাম্বারই পেতেন। বিজ্ঞান পড়ার অদম্য আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পিতার ইচ্ছাই তিনি মেনে নেন এবং ইন্টারমেডিয়েটে আর্টস বিভাগেই ভর্তি হন।

এস,এস,সি পরীক্ষার ফলসহ টেলিগ্রাম যেদিন পান সেদিনের একটি ঘটনা। টেলিগ্রামটি যখন পৌঁছে তখন গোলাম আযমের ১০৩^0 জ্বর। ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করার খবর পেয়েই তিনি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়েন এবং ঘাম দিয়ে তাঁর জ্বর ছেড়ে যায়। এই যে তিনি জ্বর থেকে সুস্থ হয়ে উঠেন এরপর দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর জ্বর হয়নি।

১৯৪৪ সালে গোলাম আযম ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজ থেকেই আই,এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ঢাকা বোর্ডে দশম স্থান অধিকার করেন ও ফার্স্ট গ্রেড স্কলারশীপ লাভ করেন। তিনি আই,এ -তে ইংরেজী অফসনাল সাবজেক্ট হিসেবে নিয়েছিলেন। বৃহত্তর বাংলায় আই,এ-তে ইংরেজী অফসনাল নিয়ে তিনিই প্রথম ফাস্ট গ্রেড বৃত্তি লাভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সে সময় অবিভক্ত বাংলার সকল হাই মদ্রাসা এবং ইন্টারমেডিয়েট কলেজ ঢাকা বোর্ডের অধীনে ছিল।

ইংরেজীর অধ্যাপক সৈয়দ মুঈনুল আহসানের উৎসাহে গোলাম আযম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী অনার্সে ভর্তি হন। এ যাবত ভবিষ্যতে কোন দিকে যাবেন তা নিয়ে তাঁর সুনির্দিষ্ট চিন্তা ছিলনা। আরবীর ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্পেশাল বেংগলীর ক্লাস করার অনুমতি নিয়ে যথারীতি ক্লাস করতেন। বাংলার প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক প্রবণতা ছিল। ফলে বাংলায় তিনি বি,এ পরীক্ষায় গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বাংলায় তাঁর এই অসাধারণ ফলাফল দেখে অধ্যাপক বিশ্বরঞ্জন ভাঁদুড়ী তাঁকে বাংলা বিভাগের প্রধানের কাছে নিয়ে যান এবং বাংলায় এম,এ পড়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি পলিটিকেল সাইন্সের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার আরবী পড়াশুনার ধরন এবং মান দেখে তিনি হতাশ হন। ইংরেজী মিডিয়ামে আরবী পড়ানোর এক অদ্ভূত ব্যবস্থা চালু ছিল। ক্লাসে লেকচার থেকে যাবতীয়

www.bjilibrary.com

বিষয় ইংরেজীতে চলতো। ফলে প্রতিভাধর গোলাম আযম বুঝতে পারেন যে এইভাবে আরবী পড়ে আরবীতে খুব ভালো করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু ইতিমধ্যেই বছর একটি কেটে গেছে। আরবী শিক্ষার ব্যাপারে আপোষহীন পিতাকে তিনি কি করে বিষয়টি বুঝাতে পারেন তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেন যে রাষ্ট্র বিজ্ঞানেই পড়বেন। বুকে অনেক সাহস সঞ্চয় করে তিনি তাঁর আব্বাকে গোটা বিষয়টি যুক্তি সহকারে বুঝিয়ে বলেন। অনেক যুক্তি ও আলোচনার পর তাঁর পিতা সম্মত হন তবে শর্ত দেন যে আরবী এবং ইসলামী বিষয়ে পড়াশুনা করতে হবে। তিনিও রাযী হন এবং বলেন যে, যারা আরবী অনার্স পড়বেন তাদের চেয়ে তিনি অন্য বিষয়ে অনার্স পড়েও ভালো আরবী শিখবেন।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অনার্স পড়ার জন্য গোলাম আযম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডি,এন, ব্যানার্জী – দেবেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর সাথে দেখা করেন। এক বছর অতিবাহিত হওয়ায় তাঁকে অনার্সের অনুমতি না দিয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞান নিয়ে পাস কোর্সে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন। ১৯৪৬ সালেই তিনি বি,এ পাশ করেন। বি,এ পরীক্ষার সময় তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে কোলকাতায় যেতে হয়। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি হল ভিত্তিক বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়েন। অসুস্থতার দরুন বি,এ-তে আরবীর তৃতীয় পত্র পরীক্ষা তিনি দিতেই পারেননি। ১ম ও ২য় পত্রের নাম্বার দিয়েই কভার করেন।

এম,এ-তে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান নেন। ১৯৪৮ সালেই গোলাম আযমের এম,এ পরীক্ষা দিবার কথা। কিন্তু এ সময় ছাত্র সংসদ ও ভাষা আন্দোলনের কাজে জড়িয়ে পড়ায় পরীক্ষার প্রস্তুতি ভালো না থাকায় সেবার পরীক্ষা দেয়া থেকে বিরত থাকেন। ১৯৪৯ সালে সাম্প্রদায়িক দাংগাজনিত উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কোন পরীক্ষা অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। ১৯৫০ সালের মার্চে গোলাম আযম এম,এ পরীক্ষায় উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সেই বছর কেউই প্রথম বিভাগ পাননি। মাত্র চারজন ছাত্র উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগ লাভ করেন। গোলাম আযম সেই চারজনের একজন ছিলেন। একটি সম্ভ্রান্ত এবং ঐতিহ্যবাহী আলেম খান্দানে জন্মলাভ করায় পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে আধুনিক শিক্ষার সাথে ইসলামী ও আরবী শিক্ষাও লাভ করেন। ডিগ্রী পর্যন্ত আরবী থাকায় আরবীতে তাঁর এই জ্ঞান পরবর্তীকালে কুরআনের তাফ্সীর চর্চায় এবং ইসলামী বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জনে সহায়ক হয়েছে।

www.bjilibrary.com

গোলাম আযম স্কুলে পড়াশুনার সময় থেকেই স্কাউটের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি তাঁর স্কুলের ট্রুপ লিডার ছিলেন। ঐ সময় মুসলিম হাইস্কুলের স্কাউটের ট্রুপ লিডার ছিলেন তাজুদ্দিন আহমদ। তাজুদ্দিনের সাথে তাঁর পরিচয় হয় জয়দেবপুর স্কাউট ক্যাম্পে।

গোলাম আযম কলেজে পড়ার সময় থেকে ভলিবল এবং ব্যাডমিন্টন খেলার প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং খেলতেনও ভালো। কলেজে গোলাম আযম এবং আমিন উদ্দিন ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন হন। তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হন। তাঁদের টিমের নাম দিয়েছিলেন hopeless.

www.bjilibrary.com

গোলাম আযম সাহেবের নিজের কথা, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে হল ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক কর্মকান্ডেই আমি সবসময় বেশী ব্যস্ত থাকতাম। তবে আমার পাশের কক্ষের মোহাম্মদ তোয়াহাকে এবং তাজুদ্দিন আহমদ, নাঈমুদ্দিন ও অলি আহাদকে দেখতাম ছাত্রকর্মী হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে অত্যন্ত বেশী সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।"

www.bjilibrary.com

ডাকসুতে গোলাম আযম

ছাত্র হিসেবে যেমন ছিলেন মেধাবী তেমনি সাধারণ ছাত্রদের সমস্যা এবং দেশের সমস্যা নিয়েও সচেতন ভূমিকা পালন করতে সচেষ্ট ছিলেন তিনি ছাত্র জীবন থেকেই। স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই আদর্শবান তরুণ শুধুমাত্র পাঠ্য পুস্তকেই মনোনিবেশ না করে সমাজ সচেতন এবং দেশপ্রেমিক একজন কর্মী হিসেবে ছাত্রাবাসে, ক্যাম্পাসে সর্বত্র ছিলেন সদা তৎপর। ঐ সময় মেধাবী এবং যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্ররাই সংসদ নির্বাচন থেকে শুর করে রাজনৈতিক সংগ্রামের ময়দানে নেতৃত্ব দিতেন। তাই ফজলুল হক মুসলিম হলের এই কর্মচঞ্চল যুবক ১৯৪৬-৪৭ সেশনে হলের ছাত্র সংসদের জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। ফজলুল হক মুসলিম হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী গোলাম আযম সকল প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং রেকর্ড ভোট লাভ করেন। কিন্তু মজার ব্যাপার ছিল তাঁর প্যানেলের আর সবাই নির্বাচনে পরাজিত হন। ভি পি ছিলেন মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী। পরবর্তীকালে সি,এস,পি।

অধ্যাপক আযম পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই এ সংগঠন গড়ে উঠে। ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন (পরবর্তীতে জাতীয় অধ্যাপক) বরাবর এর সভাপতি ছিলেন। অধ্যাপক আযমের পূর্বে জনাব শামসুল আলম এবং সরদার ফজলুল করিম পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভাগুণেই আরো বৃহত্তর অংগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসুর জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সেশনে। ১৯৪৮-৪৯ সালেও তিনি ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় ডাকসুর সহ-সভাপতি ছিলেন মিঃ অরবিন্দ বোস।

www.bjilibrary.com

ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন শুধু আমাদের ইতিহাসেরই এক বিস্ময় নয় বরং ভাষার জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়ার ইতিহাস এটাই প্রথম। বিশ্বের আর কোথাও নিজ ভাষা মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্য এতবড় ত্যাগ স্বীকারের ঘটনা ঘটেনি। তদানীন্তন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা বাংলা ন্যায়সংগতভাবেই রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু অপরিণামদর্শী ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। বাংলা ভাষাকে সঠিক মর্যাদা প্রদানের দাবীতে পাকিস্তান কায়েম হওয়ায় পরের বছরই প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমসহ ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত একদল তরুণের প্রচেষ্টায় তমদ্দুন মজলিসের নেতৃত্বে এক আন্দোলন গড়ে উঠে। গোড়া থেকেই ভাষা আন্দোলনের স্থপতিদের একজন সহযোদ্ধা হিসেবে গোলাম আযম সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

ভাষা আন্দোলনের পক্ষে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ ও মিছিলে তিনি নেতৃত্ব দেন এবং তৎপর ভূমিকা পালন করেন। সেই সময়কার একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট এক বামপন্থী নেতা মরহুম মোহাম্মদ তোয়াহা। ঢাকা ডাইজেস্টের সাথে ভাষা আন্দোলনের উপর নেয়া এক সাক্ষাৎকারে ১৯৭৮ সালের মার্চ সংখ্যায় বলেন, "রাষ্ট্র ভাষা বাংলার সপক্ষে ইশতেহার বিলি করতে ছাত্ররা চকবাজারে জনতা কর্তৃক ঘেরাও হয়। তখন পরিস্থিতি খুবই প্রতিকূল ছিল। ছাত্ররা উত্তেজিত জনতার সামনে অসহায় অবস্থার সম্মুখীন। এসময় গোলাম আযম সাহস করে এগিয়ে যান। তিনি চীৎকার করে জনতার উদ্দেশে বলেন, আরে ভাই, আমরা কি বলতে চাই, তা একবার শুনবেন তো। এ বলেই তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কি উপকার হবে তার উপর ছোটখাট বক্তৃতা দিয়ে উপস্থিত জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। পরিস্থিতি শান্ত হলো। গোলাম আযম সাহেব তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসুর জি, এস, ছিলেন। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন মেধাবী। স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন অমায়িক এবং ভদ্র। ভালো সার্কেলের ছাত্ররা যেমন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, তেমনি আমরা সহজাতভাবে একত্রিত হয়ে ভাষা আন্দোলনে কাজ করেছি।"

www.bjilibrary.com

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক কাজী গোলাম মাহবুব অনুরূপ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "গোলাম আযম, মৌলভী ফরিদ আহমদ এরা অনেকে প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে অবদান রেখেছেন। কিন্তু কে কার কথা বলে বলুন। অন্যের অবদানের স্বীকৃতি দেয়ার মত হৃদয়বৃত্তি আমাদের আছে কি? আমরা তো সবাই আত্মপ্রচারে ব্যস্ত। অরবিন্দ বোস ছিলেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভি,পি এবং গোলাম আযম ছিলেন জি,এস। অত্যন্ত চরিত্রবান এবং আদর্শ প্রকৃতির ছাত্র ছিলেন তিনি।"

ভাষা আন্দোলনের আরেকজন বিশিষ্ট নেতা ঢাকা ডাইজেস্টের জুন '৭৮ সংখ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "১৯৪৮ সালের শেষের দিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান ঢাকা সফরে আসেন। তদানীন্তন ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রভোষ্ট ডঃ মাহমুদ হোসেনের পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়াম গ্রাউন্ডে জনাব লিয়াকত আলী খানের যে জনসভা হবে, তাতে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের জি, এস জনাব গোলাম আযম (অধ্যাপক গোলাম আযম) ছাত্রদের পক্ষ থেকে একটি মানপত্র পাঠ করবেন। সে মানপত্রে উর্দুর সাথে বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার জোরালো দাবী সন্নিবেশিত থাকবে। সিদ্ধান্ত অনুসারে জনাব গোলাম আযম মানপত্র পাঠ করেন। গোলাম আযম সাহেব যখন মানপত্রে বাংলাকে, রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবী পাঠ করছিলেন, তখন ছাত্ররা তুমুল করতালির মাধ্যমে এ দাবীর প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে।"

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী তার সাক্ষাৎকারে লিয়াকত আলী খানের সভায় ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে পঠিত স্মারকলিপি সম্পর্কে বলেন, "রাষ্ট্রভাষার দাবী সম্বলিত মেমোরেন্ডামের খসড়া তৈরীর ভার আমার উপর অর্পিত হয়েছিল। ডাকসুর তৎকালীন জি, এস, গোলাম আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়াম মাঠে তা পাঠ করেন এবং ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে লিয়াকত আলী খানকে প্রদান করেন।"

স্মারকলিপি ঃ ফটোকপি সহ

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত এই স্মারকলিপিতে শুধুমাত্র বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবীই করা হয়নি বরং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক সমস্যা এবং দাবী এতে প্রতিফলিত হয়। এ স্মারকলিপিতে বৃটিশ প্রবর্তিত গোলামী যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে স্বাধীন জাতির উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর দাবী জানানো হয়। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত এবং কারিগরি, প্রকৌশল, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও কৃষি শিক্ষা বিষয়ে জনগণের যাবতীয় দাবী তুলে ধরা হয়। উচ্চতর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং মহিলা শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের দাবীও ঐ স্মারকলিপিতে জানানো হয়। এই অঞ্চলের যুবকদের সামরিক বাহিনীতে যোগদানের উৎসাহের জন্যে সেনা, নৌ ও বিমান একাডেমী স্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এজন্য এখানকার যুবকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবী জানানো হয়। স্মারকলিপিতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, ভূমি সংস্কার, কৃষিতে বৈজ্ঞানিক ও সমবায় পদ্ধতি চালুর দাবী করা হয়।

দুর্নীতি ও চোরাচালানী প্রতিরোধে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণেও সরকারকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। শিল্পায়নে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার সংরক্ষণের দাবী জানানো হয়।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সাথে সাথে স্মারকলিপিতে সর্বস্তরে বাংলা চালু এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা প্রবর্তনের যাবতীয় পদক্ষেপের দাবী জানানো হয়। শতকরা ৬২ ভাগ জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করানোর জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করে বলা হয়, বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়া না হলে এই অঞ্চলের জনগণের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে।

স্মারকলিপিতে রাজনৈতিক নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণের উল্লেখ করে সেনাবাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে লোক নিয়োগের দাবী জানানো হয়। স্মারকলিপিতে জনগণের রায় নিয়ে জন প্রতিনিধিত্বশীল শাসন এবং গণতন্ত্র বিকাশের স্বার্থে অবিলম্বে দেশে সর্বাত্মক সাধারণ নির্বাচন দাবী করা হয়। ইসলাম ছাড়া কম্যুনিজম ও অন্যান্য বিদেশী তন্ত্র-মন্ত্র প্রত্যাখ্যান করা হয়।

বিষয়বস্তুর বিবেচনায় এই স্মারকলিপিটি ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবীর প্রতিধ্বনি। নিঃসন্দেহে এই স্মারকলিপিটিকে শুধু ভাষা আন্দোলনই নয়, আমাদের দেশের জনগণের স্বাধিকার ও আত্মপ্রতিষ্ঠা আন্দোলনের প্রথম ঐতিহাসিক দলিল।

www.bjilibrary.com

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন যখন নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে এবং ব্যাপক জনগণ এ আন্দোলনে শরীক হন তখন কর্মক্ষেত্র থেকেই অধ্যাপক গোলাম আযম সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি যখন রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনা করছিলেন তখনও সেখানে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হন। রংপুর জেলে তাঁকে আটক করে রাখা হয়।

রংপুরে ভাষা আন্দোলনে অধ্যাপক আযমের সাথে আরও দুটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তারা হচ্ছেন অধ্যাপক জমিরুদ্দিন (বাংলা) এবং অধ্যাপক কলিমুদ্দিন আহমদ (দর্শন)। গোলাম আযম সাহেবের সাথে অধ্যাপক জমিরুদ্দিনও গ্রেফতার হন।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী অভিযান উপলক্ষে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী রংপুর সফরে যান। জনসভা শেষে রংপুর মিউনিসিপ্যাল হলে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সুধী সমাবেশে অন্যদের মধ্যে অধ্যাপক গোলাম আযমকেও দাওয়াত দেয়া হয়। সেখানে শেখ মুজিবও সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের সাথে ছিলেন। শেখ মুজিবই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে অধ্যাপক গোলাম আযমকে এই বলে পরিচয় করিয়ে দেন যে, "ইনি আমাদের ভাষা আন্দোলনের নেতা গোলাম আযম যিনি ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের কাছে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী জানিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন।।"

www.bjilibrary.com

ঢাকা ডাইজেস্টে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ঃ কোন সময় হতে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয় বলে আপনি মনে করেন? সূচনার লগ্ন থেকেই কি আপনি এ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ তমদ্দুন মজলিস এ আন্দোলনের সূচনা করে। তবে ঠিক কোন সময় তা সঠিক খেয়াল নেই। যতদূর মনে পড়ে কায়েদে আযমের আগমনের পূর্বে '৪৮-এর মার্চের শুরুতে আমি এর সাথে জড়িত হই।

প্রশ্ন ঃ এ আন্দোলনের উদ্যোক্তা কারা ছিলেন?

উত্তর ঃবিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে গঠিত তমদ্দুন মজলিসই এর উদ্যোক্তা। কায়েদে আযমের আগমনের পূর্বে রাষ্ট্রভাষার দাবী প্রথম আন্দোলনের রূপ নেয়। ১১ই মার্চের পর সরকারের সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের চুক্তি এবং কায়েদে আযমের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আন্দোলন স্তিমিত হয়। কিন্তু ব্যাপক আন্দোলনে রূপ না নিলেও ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের '৫২ সালের পল্টনের ঘোষণার পর পরই এ আন্দোলন সত্যিকার অর্থে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের রূপ নেয় এবং গুলিবর্ষণের পর সর্বপ্রথম গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি কোন্ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন? কোন্ সালে আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) G.S. নির্বাচিত হন? তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের তৎপরতা কিরূপ ছিল?

উত্তর ঃ ১৯৪৪ সালে আই,এ পাশ করার পরই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। '৪৬ সালে বি,এ পাশ করি এবং '৪৬-৪৭ শিক্ষা বর্ষে যখন এম,এ-র ছাত্র তখন ফজলুল হক মুসলিম হলের জি,এস নির্বাচিত হই। ৪৭–৪৮ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) G.S. নির্বাচিত হই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু থেকেই আবাসিক ছিল। হলগুলোতে Extra Academic Activities এতো বেশী ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের তৎপরতার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। দুটো মুসলিম হল এবং দুটো হিন্দু হলের নিয়মিত সাহিত্যানুষ্ঠান, ড্রামা এবং স্পোর্টস ছাড়াও ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান হলগুলোকে কর্মচঞ্চল রাখতো।

পাকিস্তান আন্দোলন হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রদেরকে সুস্পষ্ট দুটি ক্যাম্পে বিভক্ত করায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর সর্ব-প্রথম

www.bjilibrary.com

'৪৬ সালের শেষ দিকে আবার শুরু হয় এবং এর পরবর্তী বছর আমি G.S. নির্বাচিত হই। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের তেমন কোন রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না। রাজনৈতিক তৎপরতা হলগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রশ্ন ঃ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী প্রথম ছাত্রদের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে?

উত্তর ঃ কায়েদে আযমের '৪৮-এর মার্চের আগমনের পূর্বে এ বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে তেমন খবরই ছিল না। রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ১১ই মার্চের প্রচেষ্টা এদিকে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্র মহলে এর বিরোধিতা দেখা যায়নি। হয় সমর্থন না হয় নির্লিপ্ততা ছিল। ব্যাপক প্রতিক্রিয়া '৫২ সালেই হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি তমদ্দুন মজলিসের সাথে জড়িত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ ছাত্র জীবনে আমি প্রত্যক্ষভাবে মজলিসের সাথে জড়িত ছিলাম না। রংপুরে আমি যখন কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনা করি, তখন '৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার দায়ে গ্রেফতার হই। জেল থেকে বের হওয়ার কিছুদিন পর মরহুম সুলায়মান ভাইয়ের মাধ্যমে প্রথম দাওয়াত পাই এবং মজলিসে যোগদান করি। '৫৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মজলিসের রংপুর জেলা শাখার প্রধান ছিলাম। তখন নিয়মিত মজলিসের সম্মেলন ও শিবিরে অংশগ্রহণ করতাম।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন কবে থেকে এবং কিভাবে?

উত্তর ঃ ১৯৪৮ সালে মার্চ থেকে ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে শরীক হই। মনে পড়ে ১১ই মার্চ আমরা হলের একদল ছাত্র সংগঠিত হয়ে T & T অফিসের সামনে (বর্তমান টেলিফোন একচেঞ্জ ভবন) পিকেটিং করতে যাই। সেখানে আমরা ১০/১২ জন গ্রেফতার হই। আমাদের গ্রেফতার করে তেজগাঁ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এমন এক ঘরে আমাদের আটক রাখে, যার চালা ভাংগা ছিল। এক সময় বৃষ্টি এলে আমরা সবাই ভিজে যাই। আরো মনে পড়ছে, আশেপাশের মানুষ আমাদের জন্য গুড়-মুড়ি নিয়ে আসে। তা খেয়েই আমরা সারাদিন কাটিয়ে দেই। সন্ধ্যায় আমাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষার দাবীর প্রশ্নে প্রথমে যেসব বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে একটু আলোকপাত করুন। পুরোনো ঢাকায় সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার কিছু জানা আছে? সে সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনার কথা বলুন।

উত্তর ঃ অন্যেরা এ বিষয়ে যা বলেছেন তাই যথেষ্ট। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় থেকেই সিদ্দিক বাজার, বংশাল ও চকবাজার এলাকা

www.bjilibrary.com

মুসলিম প্রধান বিধায় যে কোন আন্দোলনের প্রতি জনসমর্থনের জন্য সেখানে যেতে হতো। একদল ছাত্র নিয়ে মিছিল সহকারে একদিন চকে গিয়েছিলাম। চুংগা ফুঁকে রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে শ্লোগান দিচ্ছি। জেলের প্রধান ফটক অতিক্রমকালে জেলের ভেতর থেকেও আমাদের গ্রেফতারকৃত সাথীরা শ্লোগানে সাড়া দিয়ে আমাদের সমর্থন জানালো। চক পর্যন্ত যেতে যেতে আমরা তাদের শ্লোগান শুনলাম।

চকবাজার মসজিদের পাশে যখন ভাষার দাবীতে চুংগার মাধ্যমে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম, তখন সরকার সমর্থক এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার কিছু বিরোধী লোক হামলা করে আমার হাত থেকে চুংগা কেড়ে নিয়ে মাথায় ও গায়ে চুংগা দ্বারা মারতে থাকে। আমরা বুঝিয়ে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করি। যারা সেদিন ভাষা প্রশ্নে এমন ব্যবহার করেছে আজো তাঁদের অনেকে বেঁচে আছেন। কর্মজীবনে কারো কারো তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে।

টিনের চুংগা ফুঁকে পুরোনো ঢাকার আরো অনেক জায়গায় বক্তৃতা করেছি। শ্লোগান দিয়েছি– 'বাংলা উর্দু ভাই ভাই, উর্দুর সাথে বাংলা চাই'। ঢাকার আদি অধিবাসীদের ভাষা ছিল এক ধরনের অশুদ্ধ উর্দু, তাই ভাষা প্রশ্নে তাদের সমর্থন পাওয়া যায়নি। তবে বাংলার বিপক্ষে সব জায়গা থেকে হামলা হয়নি। পুরোনো ঢাকায় মাওলানা দ্বীন মুহাম্মদ, মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী ও মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী প্রমুখের প্রভাব থাকায় এখানকার অধিবাসীরা উর্দুর পক্ষে ছিল।

তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকার রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটিকে ভারতের উস্কানী ও হিন্দুদের আন্দোলন বলে প্রচার করায় জনমনে এ সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এ আন্দোলনে সবাই একই উদ্দেশ্যে শামিল হয়নি।

আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। পূর্ব-পাক সাহিত্য সংসদের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে সৈয়দ আলী আহ্সানের সাথে আমার পরিচয় ছিল। সে সূত্রে তাঁর সাথে পুরোনো রেডিও অফিসে (বর্তমান বোরহান উদ্দীন কলেজ) রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে একবার কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তখন তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিরোধী ছিলেন। এমনি ধরনের আরো অনেকে ছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় অনেক বুদ্ধিজীবী এবং সুধী মহলের সমর্থন তখনও বাংলার পক্ষে ছিল না।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনের পেছনে কী যুক্তি ছিল? তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

উত্তর ঃ পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগণ ছিল বাংলাভাষী। তাই বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে এটাই ছিল যুক্তি সংগত দাবী।

www.bjilibrary.com

উর্দু যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মাতৃভাষা নয় এটা বাংলা ভাষীরা অনেকেই জানতেন না। আর এজন্যই কায়েদে আযম যখন ঘোষণা করেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা,' তখন এটাকে পূর্ব পাকিস্তানীদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা বলে গণ্য করা হয়। অবাঙালী পাকিস্তানীরা যেহেতু উর্দুতেই কথা বলতেন, তাই এটাকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ভাষা মনে করা হতো। এতে স্বভাবতঃই ছাত্র সমাজের মনে তীব্র বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে।

পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে দুটো গ্রুপ ছিল। এক গ্রুপের নেতা ছিলেন নাজিমুদ্দীন–নূরুল আমিন এবং অন্য গ্রুপের নেতৃত্ব দেন সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম। নাজিমুদ্দীন গ্রুপ উর্দুর পক্ষে ছিল এবং তাই সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব বাংলার পক্ষাবলম্বন করেন। আমরা শামসুল হকের সহকর্মীরা এ গ্রুপেই ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ শামসুল হক সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তর ঃ তিনি ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের একজন অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী। পরবর্তীকালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। ভাষা আন্দোলনে তার বিশেষ অবদান ছিল।

প্রশ্ন ঃ বাংলা ভাষার বিরোধিতা করেছেন কারা? কোন্ মানসিকতা তাঁদেরকে একাজে উদ্বুদ্ধ করে?

উত্তর ঃ এদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লোক ছিলেন। কেউ কেউ কায়েদে আযমের অন্ধ অনুরাগী। কায়েদে আযম যা বলেছেন এর বিরোধিতা করার কথা এঁরা চিন্তাও করতে পারতেন না।

এ দেশের ওলামা সমাজ উর্দুর পক্ষে ছিলেন। এর কারণ হয়ত তাঁদের পরিচিতি বাংলার চেয়ে উর্দুর সাথে ছিল ঘনিষ্টতর। এ প্রসংগে পল্টনে মাওলানা দীন মোহাম্মদ সাহেবের এক জনসভার কথা মনে পড়ে। তিনি সভায় উর্দুতে বক্তৃতা শুরু করলে আমরা ছাত্ররা 'বাংলায় বলুন' বলে ধ্বনি তুলি। তখন তিনি বলে উঠেন 'সিনেমা হলে উর্দু ছবি না হলে মন ভরে না, এখন চান বাংলায় বক্তৃতা'। আমরা চুপ করে যাই। সভায় আমাদের তেমন সমর্থকও ছিল না। তখন তিনি উর্দুতেই বক্তৃতা করেন।

নাজিমুদ্দীন সাহেবের সমর্থকরা উর্দুর পক্ষে ছিলেন। কারণ পাকিস্তানের সংহতির জন্য তাঁরা একটা রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতেন এবং এজন্য ভাষা আন্দোলনকারীদের তাঁরা হিন্দু কমিউনিষ্টদের এজেন্ট মনে করতেন।

আর একটা শ্রেণীও বাংলা ভাষার বিরোধিতা করেছে। এরা সর্ব ভারতীয়

www.bjilibrary.com

প্রেক্ষাপটে উর্দুকে হিন্দির বিরুদ্ধে মুসলিম জাতির সাধারণ ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন।

প্রশ্ন : ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের ঘটনা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে কতটুকু তাৎপর্যবহ? ১১ই মার্চের পূর্বে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে কোন গণ-বিক্ষোভ বা ধর্মঘট পালিত হয়েছিল কি?

উত্তর : ১১ই মার্চের পূর্বে ভাষা প্রশ্নে কোন গণবিক্ষোভ বা ধর্মঘটের কথা মনে পড়ছে না। কায়েদে আযমের আগমনের পূর্বে এই দাবীর যথার্থতা তুলে ধরার জন্যই প্রথম গণদাবী হিসাবে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন শুরু হয়। ১১ই মার্চ সে বিচারে ঐতিহাসিক মর্যাদা পাওয়ার দাবী রাখে। '৪৮ সালে এটা ছাত্র প্রধান বিক্ষোভই ছিল।

প্রশ্ন : নাজিমুদ্দীনের সাথে ছাত্রদের ৭ দফা চুক্তি কিভাবে কোন্ পরিস্থিতিতে সম্পাদিত হয়? এই চুক্তি কি ১১ই মার্চের ফলশ্রুতি?

উত্তর : পরিস্থিতিকে শান্ত করার জন্য নাজিমুদ্দীন সরকার ছাত্রদের সাথে সাত দফা চুক্তি সম্পাদন করেন। কায়েদে আযমের সফর উপলক্ষে পরিস্থিতিকে শান্ত করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। ১৫ই মার্চ এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। হ্যাঁ, এই চুক্তি ১১ই মার্চের আন্দোলনের ফল।

প্রশ্ন : ১১ই মার্চে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তর : আপনাদের পূর্বের সাক্ষাৎকারগুলোতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। নতুন করে আর তেমন কিছু বলার নেই।

প্রশ্ন : কায়েদে আযম কখন ঢাকা সফরে আসেন? কায়েদে আযমের আগমন উপলক্ষে ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে অপ্রীতিকর কিছু ঘটেছিল কি?

উত্তর : '৪৮ সালের ১৯শে মার্চ তিনি ঢাকা আগমন করেন। ২১শে মার্চ তিনি রেসকোর্সে বক্তৃতা করেন। কায়েদে আযম ইংরেজীতে ভাষণ দিয়েছিলেন। আমি মঞ্চের পেছনের দিকে এক পাশে বসেছিলাম। পেছন থেকে বক্তৃতারত কায়েদে আযমকে লক্ষ্য করছিলাম। তিনি কখনো কখনো হাত নেড়ে খানিক পা উচিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। একমাত্র উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হবে শুনার পর আমি ক্ষুব্ধ হয়ে হলে ফিরে আসি এবং সেখানেই রেডিওতে বাকী বক্তৃতাটুকু শুনি।

কার্জন হলে 'No, No,' প্রতিবাদ ছাড়া অপ্রীতিকর আর কিছু ঘটেনি।

প্রশ্ন : রেসকোর্সের জনসভায় প্রতিবাদ উঠেছিল কি?

উত্তর : আমি কোন প্রতিবাদ উঠতে দেখিনি। অবশ্য আমার বসার স্থান থেকে বিশাল জনসভার সামান্য অংশই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। তেমন কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি। আমি ক্ষুব্ধ মনে চলে আসার সময়ও কোথাও থেকে কোন

www.bjilibrary.com

আওয়াজ শুনিনি। পরেও কেউ এ প্রসঙ্গে বলেনি।

প্রশ্ন ঃ কায়েদে আযমের সঙ্গে ছাত্র প্রতিনিধি দলের যেসব সাক্ষাৎকার হয়েছিল, তাতে আপনি উপস্থিত ছিলেন কি? সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্পর্কে কিছু আলোচিত হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ শুধু হল ইউনিয়নের V.P. ও G.S.-রাই উক্ত সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলেন। আমি উপস্থিত ছিলাম না। আমাদের হলের V.P. ছিলেন তোয়াহা সাহেব। আমরা একই দলের ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষা দাবী সম্বলিত কোন স্মারকলিপি দেয়া হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, স্মারকলিপি দেয়া হয়েছিল। শুনেছি, একাধিক রাষ্ট্রভাষার নজীর দেখালে তিনি তা অবগত আছেন বলে জানান। কিছুটা বিরক্ত হয়ে তিনি বলেন, "Now leave it to me.'

প্রশ্ন ঃ কার্জন হলের কনভোকেশনে আপনি উপস্থিত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ ওটা ছিল বিশেষ কনভোকেশন। আমি তখন এম,এ পড়ি। তাই সে কনভোকেশনে উপস্থিত ছিলাম না। সেখানকার ঘটনা পরে বন্ধুদের কাছে জেনেছি।

প্রশ্ন ঃ তোয়াহা সাহেব আপনার হলের V.P. ছিলেন বলেছেন। তাঁর সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তর ঃ পূর্বেই বলেছি তখন আমরা একই দলে ছিলাম। আমাদের মাঝে খুবই ভাল সম্পর্ক ছিল। একই সাথে ওঠা-বসা, চলাফেরা ছিল। হল কেন্টিনে একসাথে নাস্তা খেতে যেতাম। তোয়াহা সাহেব খুব ভাল কুরআন তেলাওয়াত করতেন। নামাযও পড়তেন।

প্রশ্ন ঃ লিয়াকত আলী খান কখন ঢাকা সফরে আসেন? তিনি ঢাকায় কোন ছাত্র সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন কি?

উত্তর ঃ '৪৮ সালে তিনি ঢাকা সফরে আসেন। কোন মাসে ঠিক মনে নেই। তবে শীতকাল ছিল বলে মনে পড়ে। হ্যাঁ, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়াম মাঠে এক বিরাট ছাত্র সমাবেশে ভাষণ দেন। সভাপতি ছিলেন কার্যরত ভাইস চ্যান্সেলর জনাব সুলতান উদ্দীন আহমদ।

প্রশ্ন ঃ ছাত্রদের পক্ষ হতে লিয়াকত আলী খানকে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত কোন মেমোরেন্ডাম প্রদান করা হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ছাত্রদের পক্ষ হতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্বলিত একটি মেমোরেন্ডাম প্রদান করা হয়। ডাকসুর জি,এস, হিসাবে আমি ঐ মেমোরেন্ডাম পাঠ করি। ভাষার কথাটা ছিল প্রায় শেষের দিকে। এর পূর্বে আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতার নিন্দা ছিল। মনে পড়ে, ভাষার দাবীর প্যারাটা দু'বার

www.bjilibrary.com

পড়েছিলাম। একবার পড়ার পর ছাত্র সমাবেশে তুমুল করতালি পড়ে। করতালি শেষ হলে আমার কানে এলো-বেগম রানা লিয়াকত আলী রাষ্ট্রভাষার সংক্রান্ত প্যারাটি শুনে লিয়াকত আলী খানকে বলছেন, "ল্যাঙ্গুয়েজকে বারে মে সাফ সাফ বাতা দেনা।" আমি যেখানে দাঁড়িয়ে স্মারকলিপি পাঠ করছিলাম, তার পাশে রানা লিয়াকত বসেছিলেন। তাঁর কথা শুনে, আমি 'Let me repeat this' বলে আবার ভাষার দাবীর প্যারাটা পড়লাম। আবারও এ দাবীর সমর্থনে সমাবেশে তুমুল করতালি পড়ে।

প্রশ্ন : সমাবেশে রাষ্ট্রভাষার স্মারকলিপিটি পাঠ করার দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পিত হলো কিভাবে?

উত্তর : চারটি হল ইউনিয়নের ছাত্র নেতৃবৃন্দ সংগত কারণেই ডাকসুর কাউকে দিয়ে স্মারকলিপি পেশ করতে ঐক্যমতে পৌঁছেন। V.P. অরবিন্দু বোস ছিলেন হিন্দু। তাঁকে দিয়ে পাঠ করালে সরকার তা ভিন্নভাবে চিত্রিত করতে পারেন। তাই ডাকসুর জি,এস, হিসাবে দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়।

প্রশ্ন : ভাষা প্রশ্নে লিয়াকত আলী খান কি মন্তব্য করেছিলেন?

উত্তর : বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি বলেন, "If it is not provincialism, then wh[illegible] provincialism? তাঁর একথাগুলো শুনে আমরা [illegible]ত ভাষা প্রশ্নে সুস্পষ্ট কোন মন্তব্য রাখবেন। কিন্তু না, [illegible] বলেননি। গোটা প্রসংগটাই এড়িয়ে গেলেন।

[illegible] : '৪৮-এর ১১ই মার্চের কর্মসূচীর উদ্যোক্তা কারা ছিলেন?

উত্তর : হল ইউনিয়ন সমূহের নেতৃবৃন্দ এবং প্রথম রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের নেতৃবৃন্দের যৌথ উদ্যোগেই ১১ই মার্চের হরতাল ও গণবিক্ষোভের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন : পরবর্তী পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি ছিল?

উত্তর : '৪৮ সালের পর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো পাকিস্তানের তদানীন্তন উজীরে আযম খাজা নাজিমুদ্দীনের পল্টনের ঘোষণা। '৫২ সালে পল্টন ময়দানে তিনি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত কায়েদে আযমের উক্তির পুনরাবৃত্তি করার পরই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন প্রথম গণ-দাবীতে পরিণত হয়।

প্রশ্ন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি কখন গঠিত হয়?

উত্তর : এ সম্পর্কে আমি অবগত নই। আমি তখন অধ্যাপনা করি।

প্রশ্ন : ভাষা আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা কিরূপ ছিল।

www.bjilibrary.com

উত্তর ঃ বামপন্থীরা পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী থাকায় তাতে মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য ছিল। বামপন্থীদের কোন প্রকাশ্য তৎপরতা ছিল না। '৫২ সালের পর তাঁরা সক্রিয় হন। কিন্তু তখনও উল্লেখযোগ্য কোন সংগঠন গড়ে ওঠেনি। অধিকাংশই আওয়ামী মুসলিম লীগের মাধ্যমে কাজ করতেন। সুতরাং আন্দোলনে তাদের ভূমিকা পৃথক করে দেখার কোন উপায় নেই।

প্রশ্ন ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মতৎপরতায় শেখ মুজিবের সাথে আপনার কোন আলাপ-পরিচয় গড়ে উঠেছিল কি?

উত্তর ঃ শেখ মুজিব তখন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তাঁর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারের প্রাক্কালে। '৫৪ সালে রংপুর নির্বাচনী সফরে সোহরাওয়ার্দী সাহেব এক গণতান্ত্রিক কর্মী শিবিরে ভাষণ দিতে যান। শেখ মুজিবও তাঁর সাথে ছিলেন। আমি তখন অধ্যাপনা করি। সে সময় শেখ মুজিব আমাকে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন– 'ইনি হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের প্রাক্তন জি,এস। '৪৮ সালে লিয়াকত আলী খানের নিকট রাষ্ট্রভাষা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি ইনিই পেশ করেছিলেন।' শেখ মুজিব আমার তখনকার পরিচিতিও ত

প্রশ্ন ঃ আপনি ঢাকা ডাইজেস্টে প্রকাশিত ভাষা বিশেষ সাক্ষাৎকারগুলো পড়েছেন কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, পড়েছি খুব মনোযোগ দিয়ে, আগ্রহের সাথে।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার ব্যা ডাইজেস্ট যে উদ্যোগ নিয়েছে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে বলে মনে করেন কি?

উত্তর ঃ এ প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত হচ্ছে কিনা জানি না। ঢাকা ডাইজেস্টে প্রকাশিত বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে কিছু পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কারণ ইতিহাসের একই ঘটনাকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন।

প্রশ্ন ঃ '৫২ সালে আপনি কোথায় ছিলেন? সেখানে আন্দোলনের পরিস্থিতি কেমন ছিল?

উত্তর ঃ রংপুর কারমাইকেল কলেজে। সেখানে কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক এবং ছাত্রনেতা ও রাজনীতিক এ আন্দোলন চালান। আমি ও বাংলার অধ্যাপক জমির উদ্দীন (বর্তমানে কুমিল্লায় আছেন) এবং বেশ কয়েকজন ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মী গ্রেফতার হই।

www.bjilibrary.com

প্রশ্ন ঃ আন্দোলন সম্পর্কে আপনার আর কোন বক্তব্য আছে কি?

উত্তর ঃ বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও একে এতদিন সরকারী পর্যায়ে মর্যাদা দেয়া হয়নি। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হওয়ায় সে সুযোগ এসেছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ জানুয়ারী ১৯৭৯। ভাষা আন্দোলন ঃ সাত চল্লিশ থেকে বায়ান্ন/মোস্তফা কামাল।

www.bjilibrary.com

শিক্ষক হিসাবে গোলাম আযম

পিতৃ আদেশ ও উৎসাহেই অধ্যাপক আযম এম,এ, পরীক্ষার পর তাবলীগ জামায়াতের সাথে চিল্লায় বের হয়ে পড়েন। এসময় তিনি সারা বাংলাদেশ সফর করে ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ পান। তাঁদের দলটি এক পর্যায়ে রংপুর কেরামতিয়া জামে মসজিদে পৌছে। ঐ মসজিদে বসেই তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের কয়েক পুরুষ যাবত শিক্ষকতার পেশা। সিদ্ধান্তের পর ঢাকায় এসে তদানীন্তন কালের সবচাইতে বড় বড় ৪টি কলেজে অর্থাৎ বরিশাল বি,এম, কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ এবং ময়মনসিং কলেজে অধ্যাপনার চাকুরীর জন্য দরখাস্ত পাঠিয়ে দেন। অবশ্য কোন পদ খালি আছে কিনা তা না জেনেই তিনি দরখাস্ত পাঠান। কিছুদিন পর রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে ডাকযোগে তাঁর নামে একটি এপয়েন্টমেন্ট লেটার আসে। রংপুর গিয়ে তিনি জানতে পারেন ইন্টারভিউয়ে যারা হাজির হয়েছিলেন তাদের সবার রেজাল্টের চাইতে তাঁর রেজাল্ট ভালো থাকায় কর্তৃপক্ষ তাঁকেই যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। ১৯৫০ সালের ৩রা ডিসেম্বর তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন।

কর্মজীবনের সূচনা হলো। তিনি ১৯৫০ সালের ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে রংপুর কারমাইকেল কলেজে কর্মরত ছিলেন। নিজ বিভাগের ছাত্ররা ছাড়াও তাঁর লেকচারের সময় অন্যান্য ক্লাসের ছাত্ররা তাঁর ক্লাসে যোগদান করতো। বিষয়বস্তুর উপর তাঁর স্বচ্ছ ধারণা, প্রখর যুক্তিবাদিতা, অসাধারণ সহজ উপস্থাপনা ছাত্র-শিক্ষক সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। কঠিন বিষয়কে অত্যন্ত সহজ ভাষায় সকলের বোধগম্য করে পরিবেশনের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের কথা অনস্বীকার্য। শ্রেণীকক্ষে তন্ময় হয়ে ছাত্ররা তাঁর আলোচনা শ্রবণ করতো।

কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষকতার কাজ নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। স্বভাবসুলভ কর্মচাঞ্চল্য এবং দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ, শোষণ জুলুম নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জাগ্রত অনুভূতি তাঁকে আরও বৃহত্তর অংগনে টেনে এনেছে। মুসলিম সমাজের দুঃখজনক অধোগতি ও রাজনৈতিক অংগনের আদর্শহীনতা এবং অস্থিরতা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে তাঁর নির্ধারিত ভূমিকা পালনের জন্য। এ ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি বৃহত্তর রাজনৈতিক অংগনে তাঁর ভূমিকা নিষ্ঠার সাথে পালনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

১৯৫২ সালে যখন কলেজ শিক্ষক সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয় তখন রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে তিনি শিক্ষক সম্মেলনে যোগদান করেন। ফলে সারা দেশের কলেজ শিক্ষকদের সাথে তাঁর একটা পরিচিতি হয়ে যায়। আর এই কারণেই তিনি যখন তমদ্দুন মজলিসের কাজে বিভিন্ন কলেজে যেতেন তখন ছাত্র-শিক্ষকসহ বড় হলে আলোচনার ব্যবস্থা হতো। তাঁর আলোচনার প্রিয় বিষয়টি ছিল 'আল্লাহর সার্বভৌমত্ব'। বক্তৃতা শেষে তিনি প্রশ্নের জবাব দিতেন।

www.bjilibrary.com

তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসে

গোলাম আযম

শিক্ষাজীবন শেষে অধ্যাপক গোলাম আযম অনুভব করেছিলেন সমাজের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করে দেশবাসীর আশা-আকাংখা বাস্তবায়ন সামষ্টিক প্রয়াস ছাড়া সম্ভব নয়। মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য যেহেতু খোদা প্রদত্ত বিধানই একমাত্র বিকল্প তাই তিনি ১৯৫০ সালেই তাবলীগ জামায়াতের তৎপরতার সাথে জড়িত হন। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি তাবলীগ জামায়াতের রংপুরের আমীর ছিলেন। তাবলীগ জামায়াত যেহেতু ধর্মীয় প্রচার ও মিশনারী দায়িত্ব পালন করছিলো তাই তিনি শুধুমাত্র তাবলীগ জামায়াতের কাজ করেই তৃপ্তি পাননি। সুনির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মসূচী তাবলীগ জামায়াতের ছিল না। তমদ্দুন মজলিসের কার্যক্রমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে বক্তব্য থাকায় জনাব গোলাম আযম তমদ্দুন মজলিসের কাজেও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন ১৯৫২ সালেই। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তিনি তমদ্দুন মজলিসের রংপুর জেলার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযমের মানস গঠনে তাঁর পরিবার, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ) সাহেবদের মতো বিশিষ্ট আলেমের সাহচর্য, তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিস এবং সবশেষে এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)-এর বিখ্যাত তফসীর তাফহীমুল কুরআন বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, "আমার দাদা অধ্যবসায়ী আলেম ছিলেন। কুরআন শরীফ পড়া তাঁর কাছ থেকেই শিখেছিলাম। কিন্তু আমি ৫ম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে তাঁর এন্তেকাল হওয়ায় তাঁর ছোহবত থেকে ফায়দা উঠাবার সৌভাগ্য হয়নি। আমার মরহুম আব্বা আলেম ও আধুনিক শিক্ষিত ছিলেন এবং বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুসরণের উপর এত গুরুত্ব দিতেন যে, আমাদের কোন ভাইকেই ছাত্র জীবনেও দাড়ি পর্যন্ত কামাতে দেননি, যদিও আমরা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছিলাম।"

আব্বার তাগিদ ও অনুপ্রেরণায়ই ৭ম শ্রেণী থেকেই ইসলাম সম্বন্ধে বই-পুস্তক পড়ায় মনোযোগী হই। তখন থেকে মাসিক নিয়ামত পত্রিকার নিয়মিত

www.bjilibrary.com

পাঠক ছিলাম। তাতে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর কুরআন-হাদিস ভিত্তিক বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ ওয়াজ আমাকে এত অভিভূত করতো যে, বাংলা ভাষায় থানবী (রঃ)-এর সব বই যোগাড় করে পড়তাম। এভাবেই ছাত্রকাল থেকে মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ)-এর সাথে এত মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এম,এ, ফাইনাল পরীক্ষার কয়েকমাস পূর্বে আমার আব্বারই নির্দেশে তাবলীগ জামায়াতে যোগদান করি। পরীক্ষার পর একটানা তিন চিল্লায় বেরিয়ে পড়ি এবং দিল্লীতে যেয়ে এক জামায়াতের সাথে এক চিল্লার বেশী সময় হিন্দুস্তানে কাটাই। রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনাকালে তমদ্দুন মজলিসের সাথে ঘনিষ্ঠ হই। চার বছর একযোগেই তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসে কাজ করি। ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান মনে করার ফলে তাবলীগ জামায়াতে ইসলামের ধর্মীয় দিক এবং তমদ্দুন মজলিসে ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক মিলিয়ে আমি পূর্ণ দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে চর্চা করতাম।১

"কিন্তু আল্লাহ পাকের অসীম মেহেরবানীতে দেশ-বিদেশের বহু বড় বড় আলেমের চরিত্র, ছোহবত ও কিতাবাদির মাধ্যমে দ্বীনকে সাধ্যমতো জানা ও বুঝার সৌভাগ্য লাভ করেছি। দ্বীনের এ আলো এককভাবে কোন মহল থেকে আমি পাইনি। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)–এর তফসীর 'বায়ানুল কুরআন' ও অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য আমাকে দ্বীনি বিষয়ে নকলী ও আকলী দলিলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার কৌশল শিক্ষা দিয়েছে। তাবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রঃ)-এর আজীবন তাবলীগ সাধনা এবং তাবলীগ জামায়াতের বাংলাদেশের আমীর হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজের সাথে দীর্ঘ তাবলীগী সফর আমার জীবনে ইসলাম প্রচারে সত্যিকার প্রেরণা যুগিয়েছে। আর হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) থেকে আমি পেয়েছি ইসলামের ব্যাপক ধারণা, জীবন সমস্যার ইসলামী সমাধান, এ যুগের উপযোগী ইসলামী সংগঠনের বিজ্ঞান সম্মত কাঠামো ও বাতিল শক্তিকে অগ্রাহ্য করে ইসলামের বিজয়ের জন্য নির্ভীকভাবে কাজ করার অদম্য সাহস। এছাড়াও বহু বিশিষ্ট ওলামার সান্নিধ্যে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীর গুরুত্ব উপলব্ধি করার সুযোগ হয়েছে এবং তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে মুসলিম জীবনের বিভিন্ন গুণাবলী দ্বারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্যও হয়েছে।

www.bjilibrary.com

আমি হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের বড় বড় আলেমগণের কয়েকজনের সাথে মিলবার সুযোগ পেলেও তাঁদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারিনি। কিন্তু বাংলাদেশের কয়েকজন আলেমের চরিত্র চিরদিন আমার অন্তরে প্রেরণা যোগাবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁদের একজনও বর্তমানে দুনিয়ায় নেই। তাঁদের পরিচয় অনেকে জানেন। আমি তাঁদের নাম অতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি– (১) হযরত মাওলানা সাইয়েদ মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানী শহীদ (রঃ), (২) হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ), (৩) হযরত মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রঃ), (৪) হযরত মাওলানা মুফতী দীন মুহাম্মদ (রঃ) ও (৫) হযরত মাওলানা মুফতী সাইয়েদ আমিনুল ইহসান (রঃ)।২

অধ্যাপক আযম তার লিখিত বই A guide to the Islamic Movement এর ভূমিকায় লিখেছেন – "Thus I learned Islam from my father as a religion, from Maulana Thanvi (R) as a national religion, from Maulana Ilyas (R) and his Jamaat–e–Tabligh as a noble mission and last of all from Maulana Maudoodi (R) and Jamaat–e–Islami as a Revolutionary Movement".

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান

বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনকে প্রাথমিক সময়ে যারা এগিয়ে নেন এবং নিজেদের শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে জামায়াতের বিপ্লবী দাওয়াত দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তরে পৌঁছিয়ে দেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা নিবাসী মরহুম আব্দুল খালেক তাঁদের অন্যতম। ইসলামী আন্দোলনের এই নিষ্ঠাবান কর্মীই অধ্যাপক গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামীতে শামিল করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি সামগ্রিক আন্দোলনের সন্ধানে অধ্যাপক আযম তৎপর ছিলেন। জামায়াতের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের সন্ধান পেয়ে অধ্যাপক আযম অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অবিরাম সাধনা শুরু করেন। তাকওয়া, পরহেজগারী, আধ্যাত্মিকতা থেকে শুরু করে মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান, দুনিয়ার মানবতার কল্যাণ ও আখেরাতে নাজাতের পথের যে সন্ধান জামায়াতে ইসলামী দিয়েছে মূলতঃ অধ্যাপক আযম যেন তাই দীর্ঘদিন থেকে সন্ধান করছিলেন। জামায়াতের আন্দোলনে শরীক হওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, "তমদ্দুন মজলিসের মারফতেই সর্বপ্রথম আমি মাওলানা মওদূদীর (রঃ) কয়েকখানা বই বাংলা ও ইংরেজীতে পড়ার সুযোগ পাই। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে সর্বপ্রথম গাইবান্ধায় জামায়াতে ইসলামীর সংগঠক জনাব আব্দুল খালেক মরহুমের নিকট জামায়াতের দাওয়াত পাই। তিনিই জামায়াতের সংগঠনে আমাকে শামিল করে রংপুর শহর ও কলেজে জামায়াতের শাখা পরিচালনা শিক্ষা দেন।

"জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হবার এক বছর পর ইসলামের ধর্মীয় ও সামাজিক দিকসহ পূর্ণ দ্বীনের খেদমত একসাথেই করার প্রেরণা নিয়ে চাকুরী জীবন ছেড়ে ইসলামী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করি। জামায়াতে ইসলামীর বিপুল সাহিত্য বিশেষ করে মাওলানা মওদূদীর (রঃ) বিপ্লবী তাফসীর 'তাফহীমুল কোরআন' অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্যে বাধ্য হয়ে উর্দু ভাষা শিখি। এভাবেই উর্দু ভাষায় বিশাল ইসলামী সাহিত্যের নাগাল পাই। (৩) [১, ২, ৩, বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন, ৪৫–৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

অধ্যাপক আযমের জামায়াতে যোগদানের ঘটনাটি বড় চমৎকার। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে একদিন গাইবান্ধা জামে মসজিদে জুমআর নামাজের পর মসজিদের মোতাওয়াল্লী ঘোষণা করলেন যে তাবলীগ জামায়াতের পক্ষে বক্তৃতা করবেন অধ্যাপক গোলাম আযম এবং জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আলোচনা করবেন জনাব আবদুল খালেক। এ ঘোষণার পর প্রথম আলোচনা

www.bjilibrary.com

করলেন অধ্যাপক গোলাম আযম এবং পরে আলোচনা করেন (মরহুম) আবদুল খালেক সাহেব। আবদুল খালেক সাহেব তাঁর আলোচনায় অধ্যাপক সাহেবের বক্তব্যের প্রেক্ষিতেও কিছু কথা বলেন। আবদুল খালেক সাহেবের যুক্তিপূর্ণ আলোচনা তাঁর কাছে খুবই ভালো লাগে।

আলোচনা শেষে আবদুল খালেক সাহেব অধ্যাপক সাহেবকে জামায়াত অফিসে নিয়ে যান। এখানেই তিনি জামায়াতের সংগঠন ও আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। জামায়াত যে একটি ইসলামী সংগঠন হিসেবে আন্দোলন করে যাচ্ছে তা তিনি আগে জানতেন না। ইতিপূর্বে তিনি জামায়াতের নাম শুনেছিলেন এবং মাওলানা মওদূদীর দুটি বইও পড়েছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন এরা কিছু ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ করে থাকে। ১৯৫৩ সালে তমদ্দুন মজলিসের কর্মী হিসেবে একবার তিনি নওয়াবপুরস্থ জামায়াত কার্যালয়েও গিয়েছিলেন। লাহোরের দৈনিক তাসনীম পত্রিকার সম্পাদক জনাব নসরুল্লাহ খান আজিজকে তমদ্দুনের সম্মেলনের অতিথি হিসেবে কার্জন হলে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হয়েছিল। এ উদ্দেশ্যেই জামায়াতের অফিসে তাঁকে যেতে হয়।

গাইবান্ধা জামায়াত অফিসে আলোচনা কালে (মরহুম) আবদুল খালেক সাহেব দুটি প্রশ্নের ব্যাপারে অধ্যাপক সাহেবকে চিন্তা করতে অনুরোধ করেন। প্রশ্ন দুটো ছিলোঃ (১) তাবলীগি জামায়াতের দাওয়াতে গোটা ইসলামের বক্তব্য আছে কিনা? (২) যত নবী-রসুল (আঃ) দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন বাতিলের সাথে তাঁদের টক্কর হয়েছে। জামায়াত যে আন্দোলন করছে তাতে জামায়াতের সাথেও বাতিল শাসকগোষ্ঠীর টক্কর হচ্ছে। তাবলীগি জামায়াতের প্রধান কেন্দ্র দিল্লীতে এতদিন যাবত তাঁদের কাজ হচ্ছে কিন্তু বাতিলের সাথে তাঁদের কোন টক্কর হচ্ছে না কেন?

এই প্রশ্ন নিয়েই তিনি রংপুর চলে এসেছিলেন। এসব অধ্যাপক সাহেবের নিজেরই প্রশ্ন ছিলো। যার ফলে তিনি পূর্ণাংগ ইসলামের অনুসরণের জন্য তমদ্দুন মজলিসেও কাজ করে যাচ্ছিলেন। মিশনারী ব্যাপারে তাবলীগি জামায়াত এবং রাজনৈতিক দিকে তমদ্দুন মজলিস–এই দুইয়ে মিলে তিনি ইসলাম অনুশীলনের চেষ্টা করছিলেন। প্রথম প্রশ্নের জবাবের জন্যই তিনি তমদ্দুনের সাথে জড়িত ছিলেন। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব তাঁর নিজের কাছেও ছিলনা, যদিও তিনি সে সময় রংপুর তাবলীগি জামায়াতের আমীর এবং নেতৃস্থানীয় কেন্দ্রীয় ব্যক্তিদের একজন হিসেবে গণ্য ছিলেন।

www.bjilibrary.com

গাইবান্ধা থেকে ফেরার সময় আবদুল খালেক সাহেব তাঁকে দুটো বই দিয়েছিলেন উর্দুতে– (১) ইসলামের দাওয়াত ও কর্মনীতি (২) ভাংগা ও গড়া। উর্দু শিখা শুরু হয়েছিল তাঁর তাবলীগি জামায়াতের মাধ্যমেই। তাঁর জীবনে তাবলীগি জামায়াতের দুটো বড় অবদানের কথা তিনি প্রায়ই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। তার একটি হচ্ছে উর্দু ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা এবং অপরটি হচ্ছে মিশনারী জযবা। রংপুরে ফিরে আসার পর পনের দিন একটানা জামায়াত সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলেন এবং এ সময়ের মধ্যে তিনি অধ্যাপক সাইয়েদ ইসহাক আহমদ এবং রংপুর কেরামতিয়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আলী আহমাদ রিজভীর সাথে আলাপ করেন। এ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁরাও জামায়াতের সমর্থক-শুভাকাংখীতে পরিণত হলেন। এ সময় একদিন আবদুল খালেক সাহেবের একটি চিঠি পেলেন। সেই চিঠিতে জানতে পারলেন যে গাইবান্ধায় জামায়াতের দুই দিন ব্যাপী এক আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের শেষের দিনে জনসভা আহবান করা হয়েছে। এতে উপস্থিত থাকার জন্য খালেক সাহেব অধ্যাপক সাহেবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অধ্যাপক সাহেব জামায়াতের সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেন।

ঘটনাক্রমে যেদিন তাঁর গাইবান্ধায় যাবার কথা সেদিনই তাবলীগি জামায়াতের আমীর মাওলানা আবদুল আজিজের রংপুর পৌছার কথা ঢাকা মেইলে। মাওলানা আবদুল আজিজ যথারীতি রংপুর পৌছলে অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁকে রংপুর ষ্টেশনে রিসিভ করেন। এরপর তাঁর ছোট ভাই মাহদিউজ্জামানকে সাথে দিয়ে মাওলানা আবদুল আজিজকে তাবলীগের কেন্দ্রীয় মসজিদে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। নিজে ষ্টেশন থেকেই ছুটি নিয়ে গাইবান্ধা চলে যান। মাওলানা আবদুল আজিজ অধ্যাপক সাহেবের এভাবে চলে যাওয়ায় বিস্মিত হলেন এবং উদ্বিগ্নও হলেন।

গাইবান্ধায় বিকেলের জনসভায় জামায়াত নেতা আসাদ গিলানী সাহেব সভাপতিত্ব করছিলেন। আসাদ গিলানী তখন উত্তরবংগ জামায়াতের দায়িত্বশীল। অধ্যাপক আযম শ্রোতা হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবের বক্তৃতার সময় অধ্যাপক সাহেবের অনেক ছাত্র এবং ভক্ত বার বার মঞ্চে স্লিপ পাঠাচ্ছিলেন যেন অধ্যাপক সাহেবকে আলোচনা করতে দেয়া হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রংপুরে অধ্যাপনা কালে বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া এই তিন জেলার বিভিন্ন স্কুলের বার্ষিক মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে তাঁর ঐসব এলাকার ছাত্রদের উৎসাহ ও উদ্যোগেই তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করায় ছাত্র ও সুধী মহলে

www.bjilibrary.com

ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। একারণেই গাইবান্ধায় জামায়াতের সভায় উপস্থিত থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবেই শ্রোতারা তাঁর আলোচনা শোনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। তবে জামায়াতের সভা সমাপ্ত করে ঘোষণা করা হয় যে অনেক শ্রোতা অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের আলোচনা শুনতে চেয়েছেন–এখন তিনি আলোচনা করবেন। এই বলে তাঁকে আলোচনায় আহবান করায় তিনি বিব্রত হলেও সবাইকে এবং ব্যবস্থাপকদের ধন্যবাদ জানিয়ে ১৫ থেকে বিশ মিনিট আলোচনা করেন। ইতিমধ্যেই তিনি জামায়াতের সংস্পর্শে এসে যা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তমদ্দুন মাজলিস ও তাবলীগি জামায়াতে কাজ করে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা হয়েছিল তার আলোকে আলোচনা করেন।

রাতে জামায়াতের নেতাদের পাশাপাশি এক কক্ষে অধ্যাপক সাহেবের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। খাওয়া-দাওয়ার পর মাওলানা আবদুর রহীম, আসাদ গিলানী, অধ্যাপক ওজায়ের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক) এর সাথে গোলাম আযম সাহেবের আলাপ-পরিচয়ের ব্যবস্থা করা হয়। জনাব আবদুল খালেক সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তবে অধ্যাপক ওজায়ের সাহেব বেশী কথা বলছিলেন এবং নানা প্রশ্ন উত্থাপন করছিলেন। তার প্রশ্ন অত্যন্ত তীব্র এবং আক্রমণাত্মক ছিল। এভাবে অনেক রাত হয়ে যায়। আবদুর রহীম সাহেব এক পর্যায়ে আলোচনা থেকে অব্যাহতি নিয়ে শুয়ে পড়েন। তাঁদের আলাপ-আলোচনা রাত ২টা পর্যন্ত চলে। রাত ২ টার পর গোলাম আযম সাহেব ঘুমাতে যান।

ওজায়ের সাহেবের সাথে তাঁর স্বল্প পরিচয় ছিলো। একবার নওয়াবপুর রোডে জামায়াত অফিসে রংপুর কলেজের লাইব্রেরীর জন্য ইসলামী বই কিনতে গিয়েছিলেন। রংপুর কলেজের মিলাদ অনুষ্ঠানে যে অর্থ ব্যয় করা হতো তা মিষ্টান্নের জন্য খরচ না করে সেই অর্থ দিয়ে কলেজ পাঠাগারের জন্য ইসলামী বই-পুস্তক কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন গোলাম আযম সাহেব। মিলাদ মাহফিলের নাম পরিবর্তন করে সিরাতুন্নবী মাহফিল করেন এবং আপ্যায়নের টাকা বাঁচিয়ে বই কেনার প্রস্তাব দেয়ায় ছাত্র-শিক্ষক সকলে খুশী মনে তা গ্রহণ করেন। রংপুর কলেজে যোগদানের কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্র সংসদের শিক্ষক ইনচার্জ করা হয় গোলাম আযম সাহেবকে। তার ফলেই এধরনের কাজ করা তাঁর জন্য সহজ হয়। ওজায়ের সাহেবের সাথে বই কিনতে এসে জামায়াত অফিসে পরিচয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে জামায়াতের দাওয়াত দেননি। সেই ওজায়ের সাহেব আজ এত প্রশ্ন তাঁকে করছেন যে নতুন লোক হিসেবে তার প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত ছিলো। কিন্তু চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি

www.bjilibrary.com

হওয়ায় গোলাম আযম সাহেব অধ্যাপক ওজায়েরের কথায় কোন রাগ করতে পারেননি কেননা যেসব প্রশ্ন তিনি করছিলেন তার কোন জবাব তাঁর কাছে ছিল না। আর প্রকৃতপক্ষে ভিতরে ভিতরে তিনি তো বদলে যাচ্ছিলেন এবং জামায়াতের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন।

গোলাম আযম সাহেবকে যে কামরায় ঘুমাতে দেয়া হয় সেখানে বগুড়ার শেখ আমিন উদ্দিন সাহেব নামে জামায়াতের একজন প্রবীণ রুকনও ছিলেন। এই শেখ আমিন উদ্দিন সাহেব ছিলেন জামায়াতের একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং মাওলানা ভাসানীর বিশিষ্ট বন্ধু। মাওলানা মওদূদী একবার মওলানা ভাসানীকে একটি চিঠি লিখেছিলেন এবং শেখ আমিন উদ্দিনকে দিয়ে সে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। শেখ আমিন উদ্দিনের সাথে আলাপ-পরিচয়ে অধ্যাপক সাহেব খুব মুগ্ধ হন। ভদ্রলোকের আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার, সরলতা এবং নিরহংকার মেজাজ, চেহারা সবকিছু মিলিয়ে এক চমৎকার ব্যক্তিত্ব। স্বল্প কথাবার্তার পর তারা নিজ নিজ বিছানায় ঘুমাতে যান। কিন্তু কোনক্রমেই গোলাম আযম সাহেব ঘুমাতে পারছিলেন না। তিনি চরম মানসিক দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু পেরেশানি কিছুতেই কমছিলো না। শুধু চিন্তা করছিলেন যে, একটি সিদ্ধান্ত নিতেই হবে তাঁকে। কারণ তাবলীগি জামায়াত বা তমদ্দুন মাজলিসে যেকোন একটিতে তিনি যা চাচ্ছিলেন তাতো পাচ্ছিলেন না। আবার জামায়াতে যোগদান করা সঠিক হবে কিনা তাও বুঝতে পারছিলেন না। এমনই পেরেশানির মধ্যে রাত তিনটার পর উঠে অজু করে তাহাজ্জুদ পড়ে খুব কাতর কণ্ঠে দোয়া করছিলেন। দোয়ায় বলছিলেন, হে আল্লাহ, আমার প্রভু তোমার দ্বীনের জন্যেই তাবলীগি জামায়াতের সাথে কাজ করছি, তোমারই জন্য তমদ্দুন মাজলিসের সাথে জড়িত আছি। কিন্তু পুরাপুরি এতমিনান হচ্ছে না এতে। আবার এটাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা যে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত কবুল করবো কিনা, এটা সঠিক হবে কিনা। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সঠিক ফয়সালা গ্রহণ করার তওফিক দান কর। পেরেশানি দূর করে আমার মনে প্রশান্তি দাও।" এইভাবে দোয়া করতে করতে ফজরের আজান হয়ে গেল। তারপর সবার সাথে ফজরের জামায়াতে নামাজ পড়লেন।

ফজরের নামাজের পর শেখ আমিন উদ্দিন সাহেব আবার অধ্যাপক সাহেবকে জামায়াত নেতাদের কক্ষে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁকে বসিয়েই শেখ আমিন উদ্দিন সাহেব আবদুল খালেক সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, ভাই খালেক সাহেব, মুত্তাফিক ফরম নিয়ে আসেন তো। খালেক সাহেব মুত্তাফিক ফরম নিয়ে এলে ফরমখানা হাতে দিয়ে আমিন উদ্দিন সাহেব বললেন, পড়ে দেখেন তো আপনি যা চাচ্ছিলেন তা এখানে আছে কিনা। অধ্যাপক সাহেব

www.bjilibrary.com

ফরম হাতে নিয়ে ভালোভাবে পড়লেন এবং বললেন যে, জ্বি তা আছে। আমিন উদ্দিন সাহেব তাঁকে বললেন, তাহলে এবার এটা পূরণ করে দিন। কোন কথা না বলে গোলাম আযম সাহেব তা পূরা করা শুরু করলেন। এ ঘটনার আকস্মিকতায় প্রায় সকলেই হতবাক। মাওলানা আব্দুর রহীম তো ভাবতেই পারেননি যে অধ্যাপক সাহেব এত সহজে মুত্তাফিক ফরম পূরণ করবেন। পরে গোলাম আযম সাহেব জানতে পারেন যে, শেখ আমিন উদ্দিন সাহেব তাঁর দোয়ার কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন এবং তাঁর পেরেশানি বুঝতে পেরেছিলেন। একথাও তিনি পরে জানেন যে, অধ্যাপক ওজায়ের সাহেব ধরেই নিয়েছিলেন যে, এই লোক কট্টর তাবলীগি, সুতরাং তাঁর জামায়াতে আসা সম্ভব নয়। আর এই ভেবেই তিনি সেই আলোচনায় তাঁকে আক্রমণাত্মক প্রশ্ন করেছিলেন।

অধ্যাপক গোলাম আযমের মুত্তাফিক ফরম পূরণ করতে দেখে আব্দুল খালেক সাহেব বড় খুশী হচ্ছিলেন। ফরম পূরণ করার পর অধ্যাপক সাহেব খুবই প্রশান্তি লাভ করেন। এ সম্পর্কে এখনও কোন আলাপ হলে তিনি বলেন যে, বিরাট কোন বোঝা আমার মাথা থেকে নেমে গেল, আমি হালকা অনুভব করলাম। প্রশান্তিতে মন ভরে গেল। দিনটি ছিল মংগলবার, ১৯৫০ সালের ২২শে এপ্রিল। জামায়াতে যোগদান করাকে তিনি নিজে বলেন, আমার যেন নবজন্ম লাভ হলো, দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ চলে গেল। ঘটনাক্রমে উল্লেখ্য যে, তাঁর জন্মদিনও ছিল মংগলবার। আর জামায়াতেও তিনি যোগদান করলেন মংগলবারে।

যেদিন জামায়াতে যোগ দিলেন ঐদিনই গাইবান্ধা থেকেই চিঠি লিখলেন তিনি তাঁর 'কাশেম ভাইকে'। প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমকে তিনি 'কাশেম ভাই' বলেই অভিহিত করেন। প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমকে তিনি তমদ্দুন থেকে তাঁর ইস্তেফার কথা লিখে জানালেন। কারণ তিনি রংপুরে তমদ্দুনেরও দায়িত্ব পালন করছিলেন। তমদ্দুন থেকে তিনি এটা শিখেছিলেন যে, ইসলাম একটি আন্দোলন। ১৯৫৩ সালে চুয়াডাংগায় অনুষ্ঠিত তমদ্দুনের ১৫ দিনব্যাপী ক্যাম্পেও তিনি যোগদানকারীদের একজন ছিলেন। প্রিন্সিপাল আবুক কাশেম তখন তমদ্দুনের প্রধান। অধ্যাপক আবদুল গফুর ছিলেন অন্যতম দায়িত্বশীল। ঐ ক্যাম্পে বেশ কয়েকজন অধ্যাপকসহ ৩১ জন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তমদ্দুনের পক্ষ থেকে ঐ সময় ক্যাম্প উপলক্ষে কুষ্টিয়া শহরে একটি জনসভা আয়োজন করা হয়। মাওলানা মাওদূদীকে ঐ সময় ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছিল। জনসভার বক্তৃতায় প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম অত্যন্ত জোরালো ভাষায় মওদূদীর ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

www.bjilibrary.com

রংপুর ফিরেই অধ্যাপক আযম মাহিগঞ্জ মসজিদে তাবলীগি জামায়াতের সাপ্তাহিক এজতেমায় শরীক হয়ে তাদের সাথে আলোচনা করে তাবলীগি জামায়াতের দায়িত্ব থেকে তাঁর অব্যাহতি নেয়ার কথা জানালেন এবং সেখানেই অন্য একজনের উপর রংপুরের দায়িত্ব দিলেন। এরপর থেকেই মূলতঃ শুরু হলো জামায়াতে তাঁর কর্মব্যস্ত সাংগঠনিক জীবন। রংপুর শহরে দুটো ইউনিট কায়েম করা হলো। চারজন অধ্যাপককে নিয়ে কারমাইকেল কলেজ ইউনিটের দায়িত্ব দেয়া হলো গোলাম আযমের উপর। অপর ইউনিট পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় রংপুর কেরামতিয়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আলী আহমদ রিজভীকে।

আব্দুল খালেক সাহেব জামায়াতের কাজের তদারকীর জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে রংপুরে যেতেন এবং অধ্যাপক সাহেবের বাসাতেই আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন। তাঁর কাছ থেকেই অধ্যাপক সাহেব জামায়াতের সাংগঠনিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা হাসিল করতেন। একবার তিনি কলেজ শিক্ষক মিলনায়তনে অধ্যাপকদের সমাবেশে আব্দুল খালেক সাহেবের বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন। আলোচনা শেষে বক্তা বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নের জবাবও দিলেন। অধ্যাপকদের অনেকে খালেক সাহেব সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চাইলেন যে তিনি কোন বিষয়ের এম,এ। গোলাম আযম সাহেব জবাবে বলতেন কোন বিষয়েরই ডিগ্রী তাঁর নেই। শিক্ষকগণ খুবই বিস্মিত হতেন এবং বলতেন এটা কি করে সম্ভব। তিনি এত জটিল বিষয়ে সুন্দর জবাব দেন। জ্ঞানগর্ব আলোচনা রাখেন। তাদের কেউ কেউ বেশী পীড়াপীড়ি করলে গোলাম আযম সাহেব জবাব দিতেন সিম্পল মেট্রিক পাশ। আর আমাদের নেতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বড় কোন ডিগ্রী নেই। কুরআন-হাদিস এবং ইসলামের এলমের চর্চা ও অনুশীলন করেই তাঁরা এই পান্ডিত্য অর্জন করেছেন।

আব্দুল খালেক সাহেবের কুরআনের তাফসীর শুনে অধ্যাপক সাহেব খুবই বিমুগ্ধ হয়ে একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি এত সুন্দর তাফসীর কিভাবে করেন? খালেক সাহেব জবাবে বললেন, আমার কোন কৃতিত্ব নেই, সবই মাওলানা মওদূদীর লেখা তাফহীমুল কুরআনের কেরামতি। এরপর অধ্যাপক সাহেব খালেক সাহেবকে অভিযুক্তই করে বসলেন, এতদিনতো আপনি তাফহীমের কথা আমাকে বলেননি। খালেক সাহেব জানালেন যে, ঐ তাফসীর উর্দুতে তাই বলিনি। গোলাম আযম সাহেব ইতিপূর্বে কুরআন অধ্যয়ন করে বুঝতে চেষ্টা নিয়ে হতাশ হয়েছিলেন। তাফহীমের সন্ধান পাওয়ার পর আবার শুরু করলেন নতুন উদ্দীপনায়। উর্দু পড়ার সামান্য চর্চা পূর্বে ছিল। আর বাকীটা তাফহীম পড়ার গরজেই তাঁকে শিখতে হলো। এভাবেই তিনি জ্ঞান

www.bjilibrary.com

সমুদ্রে প্রবেশ করে সরাসরি মাওলানার লিখা তাফসীর ও অন্যান্য বিপুল সাহিত্য তাঁর নিজ ভাষায় চর্চা করতে থাকলেন।

তাফসীর চর্চায় তিনি এতটা অনুরক্ত হয়ে পড়লেন যে, ১৯৫৪ সালে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হলে তিনি তাফহীমুল কুরআন সাথে নিয়েই জেল গেটে যান। জেলের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী এস,পি-র অনুমতি ছাড়া কোন বই ভেতরে নিতে দেয়া হয়না। কিন্তু তিনি জেদ ধরলেন যে, তাফহীমুল কুরআন সাথে নিয়েই তিনি জেলে ঢুকবেন। অবশেষে জেলার জনাব ওয়াহিদুজ্জামানের হস্তক্ষেপে তাঁকে তাফহীম ভিতরে নিতে দেয়া হলো। জেলার সাহেব ছিলেন অধ্যাপক জমিরুদ্দিন সাহেবের বন্ধু। তিনি প্রায়ই কলেজে যেতেন। এই সুবাদে গোলাম আযম সাহেবের সাথে তাঁর পরিচয় ও হৃদ্যতা ঘটে। জমিরুদ্দিন সাহেবও ততদিনে জামায়াতে শামিল হয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। তাফহীমুল কুরআন পেয়ে জেলে তাঁর সময় বড় ভালো কেটেছে।

১৯৫৪ সালের এপ্রিলে জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী (মুত্তাফিক) হিসেবে শরীক হওয়ার পর মাত্র একবছর সময়ের মধ্যেই জামায়াতের রুকনিয়াত (সদস্য) পদ লাভ করেন তিনি। ১৯৫৫ সালে গ্রেফতার হয়ে রংপুর কারাগারে অবস্থান কালেই জামায়াতের রুকন হন। জামায়াতের দায়িত্ব ও কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পরই তিনি তাবলীগ জামায়াত এবং তমদ্দুন মজলিসের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর নিজেকে ইসলামী আন্দোলনের কাজে পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন।

নিষ্ঠা ও নিরলস পরিশ্রম এবং সাংগঠনিক যোগ্যতার কারণে তাঁর উপর সাংগঠনিক দায়িত্ব দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে তিনি রাজশাহী বিভাগীয় জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এর একবছর পর তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী এবং রাজশাহী বিভাগীয় জামায়াতের আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসেই অধ্যাপক গোলাম আযমকে তদানীন্তন পূর্ব পাক জামায়াতের জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। একাধিক্রমে ১২ বছরকাল তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সালের শেষদিকে তাঁর উপর পূর্বপাক জামায়াতের আমীরের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

১৯৫৫ সালে জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয়ভাবে পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতান্ত্রিক পরিষদের (Constituent Assembly of Pakistan) সদস্যদেরকে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে সংগঠিত করার জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট যে কমিটি গঠন করে অধ্যাপক গোলাম আযম তার সদস্য ছিলেন। গণপরিষদ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ ও আলোচনার মাধ্যমে অধ্যাপক আযম ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে জোরালো যুক্তি প্রদান করেন।

www.bjilibrary.com

১৯৫৬ সালে প্রথমবারের মত জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ৪০ দিনব্যাপী এক দীর্ঘ সফরকালে অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর সফর সংগী ছিলেন। এই সফরে মাওলানা মওদূদী জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত জনগণের নিকট পেশ করেন। এ সফরে জনসভা, সুধী ও কর্মী সমাবেশে মাওলানা মওদূদীর (রঃ) প্রদত্ত বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ করেন অধ্যাপক আযম।

www.bjilibrary.com

লেখক এবং চিন্তাবিদ গোলাম আযম

আন্দোলন ও সাংগঠনিক কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও অধ্যাপক গোলাম আযম লেখা এবং চিন্তার জগতে তাঁর অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৫৮ সালে তিনি দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকার সম্পাদনা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন। তিনি সম্পাদকীয়সহ বিভিন্ন কলামে নিয়মিত লিখতেন।

মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা তাঁকে সবচেয়ে বেশী আলোড়িত করেছে। এতদসত্ত্বেও আন্দোলন ও সংগঠনের প্রয়োজনে তিনি বেশ কিছু বই ও পুস্তিকা রচনা করেছেন যাতে তাঁর স্বকীয় চিন্তার পরিচয় খুবই সুস্পষ্ট। তাছাড়া বাংলাদেশী প্রেক্ষাপটে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে প্রগতিশীল চিন্তা–ভাবনার স্বাক্ষর বহন করছে তাঁর লেখা। খুবই সহজ ভাষায় জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে তিনি কটি পুস্তিকা পাঠক সমাজকে উপহার দিয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকটে মৌলিক চিন্তা এবং সমাধানের দিক নির্দেশ করে অধ্যাপক আযম সচেতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ইকামাতে দ্বীন, বাইয়াতের হাকীকত তাঁর দু'টি মৌলিক রচনা। 'ইকামাতে দ্বীন' নামক বাংলায় রচিত তাঁর এই ৮৪ পৃষ্ঠার বই ইকামাতে দ্বীনের মর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে এক অতি প্রয়োজনীয় রচনা। পবিত্র কুরআন মজিদ এবং মহানবী (সাঃ)–এর জীবন থেকে ইসলাম কায়েমের দায়িত্ব যে অবশ্যই ফরজে আইন তা তিনি প্রমাণ করেছেন। এই পুস্তক পাঠে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে অনেক আলেমেরও বিভ্রান্তির অপনোদন হয়েছে।

'ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন' অধ্যাপক গোলাম আযমের রচিত ৫৬ পৃষ্ঠার বইটি বাংলাদেশের বিশেষ প্রেক্ষাপটে ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য ইসলামী ঐক্যের একটি বাস্তব নমুনা এবং দিক নির্দেশনা। বাংলাদেশের সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে সম্মিলিত সংগ্রাম রচনা ছাড়া যে ইসলামী আন্দোলন বিজয় লাভ করতে পারে না–এ সত্যের স্বীকৃতি তাঁর এই বই। মাদ্রাসা, মসজিদ, পীর-মুরিদী, ওয়াজ-নসিহত, বাংলায় ইসলামী সাহিত্য রচনা ও প্রকাশ, তাবলীগ জামায়াত, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী রাজনৈতিক দল সমূহ, ইসলামপন্থী মহিলা ও ছাত্রীদের সংগঠন ও বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠান সবকিছু মিলে বাংলাদেশে ইসলামের এক বিশাল শক্তি রয়েছে। এই শক্তি সমূহের সমন্বয় প্রয়োজন। সমন্বয় ও পারস্পরিক সমঝোতা ও শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে কার্যকর ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের জনগণ আল ইসলাম পন্থীদের মধ্যে একটি কার্যকর ঐক্যই কামনা করে। তাঁর এই ঐক্য প্রচেষ্টা পরিবেশকে অনেকটা উন্নততর করেছে। ইসলাম পন্থীদের মধ্যে

www.bjilibrary.com

অতীতের ন্যায় কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে বলা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে একতরফা প্রচারণা চালু থাকলেও ফতোয়াবাজি অচল হয়ে পড়েছে। সকল মহলে তাঁর এই পুস্তিকাটি সমাদৃত হয়েছে।

নবী জীবনের আদর্শ, বিশ্বনবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি, বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি, ইসলামে নবীর মর্যাদা, কিশোর মনে ভাবনা জাগে, কুরআন বুঝা সহজ এসব পুস্তিকাও পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। তাছাড়াও তিনি লিখেছেন জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য, ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য ও বিভ্রান্তি, ইকামতে দ্বীনের সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরিণতি, মুসলিম মা-বোনদের প্রতি, রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পবিত্র কুরআনের তাফসীর চর্চাকে ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি তাফহীমুল কুরআনের ২৮, ২৯ ও ৩০ পারার সহজ ভাষায়–সার সংক্ষেপ রচনা করেছেন।

রাজনীতি ও সমসাময়িক প্রসংগের উপর তাঁর লেখা 'আমার দেশ বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশের রাজনীতি', 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসংগে' বই ক'টি রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য খুবই উপযোগী। আমার দেশ বাংলাদেশ বইটিতে অধ্যাপক আযমের স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ, পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও দেশপ্রেমের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

"প্রত্যেক মানুষই তার একখানা নিজস্ব বাড়ী কামনা করে। ছোট একটি কুঁড়ে ঘরও গৃহহীনের নিকট কামনার বস্তু। আপন বাড়ীর মত আপন দেশও মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন। পৃথিবীর কোন একটি ভূখন্ডকে 'আমার দেশ' হিসাবে গণ্য করার সৌভাগ্য যাদের হয়নি তারাই এর অভাব সত্যিকারভাবে অনুভব করতে পারে।" [পৃষ্ঠা–১ আমার দেশ বাংলাদেশ]

"মাতৃভাষা ও জন্মভূমি মানুষ নিজের চেষ্টায় অর্জন করে না। মহান স্রষ্টার সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই এ দু'টো বিষয় অর্জিত হয়। তাই এ দুটোর আকর্ষণ জন্মগত ও মজ্জাগত। আমি নিজের ইচ্ছায় বাংলাদেশে জন্মলাভ করিনি। আমার খালিক ও মালিক আল্লাহ পাক নিজে পছন্দ করে যে দেশে আমাকে পয়দা করেছেন সে দেশই "আমার দেশ" হবার যোগ্য এবং যে মায়ের গর্ভে আমাকে পাঠিয়েছেন তার ভাষাই আমার প্রিয়তম ভাষা।" [পৃষ্ঠা–৩ ঐ]

"জন্মভূমির ভালোবাসা মানুষের সহজাত। যারা কখনও বিদেশে দীর্ঘদিন কাটায়নি তারা এ ভালোবাসার গভীরতা সহজে অনুভব করতে পারেনা।" [পৃষ্ঠা–৫ ঐ]

"মানুষের জন্মভূমির মতো মাতৃভাষাও আল্লাহর দান। নিজের ইচ্ছায় যেমন কেউ কোন এলাকায় জন্মলাভ করতে পারেনা, তেমনি মাতৃভাষাও কেউ বাছাই করে দিতে পারেনা। যে মায়ের কোলে আমার মহান স্রষ্টা আমায় তুলে দিয়েছেন

www.bjilibrary.com

সে মায়ের ভাষাই আমার শিখতে হয়েছে। এব্যাপারটা মোটেই ঐচ্ছিক নয়। জন্মভূমির আবহাওয়ার মতই মাতৃভাষা প্রত্যেকের জন্মগত। দুনিয়ায় যত ভাষা খুশী শিখুন। সেসব ভাষার যোগ্যতা অর্জন করুন। কিন্তু আপনার শৈশব ও কৈশোর যদি জন্মভূমিতে কাটিয়ে থাকেন ও বিশেষ করে ছাত্র জীবন যদি নিজের দেশেই যাপন করে থাকেন তাহলে সব ভাষা ছাপিয়ে মাতৃভাষাই আপনার মন-মগজকে চিরদিন দখল করে থাকবে।" [পৃষ্ঠা-৭ ঐ]

"বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের সহজবোধ্য যে ভাষা তাই আমার ভাষা। এর নাম যদিও বাংলা ভাষাই তবু পশ্চিম বংগের ভাষা থেকে এর পরিচয় ভিন্ন–এ ভাষা 'বাংলাদেশের বাংলা ভাষা' যেমন আমেরিকান ইংরেজী ভাষা দেখতে ইংরেজী হলেও ইংল্যান্ডের ইংরেজী ভাষা থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।" [পৃষ্ঠা–১২ ঐ]

স্বাধীনতার তাৎপর্য প্রসংগে তিনি লিখেন, "ইসলাম মনে করে বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি কিংবা দেশী লোকের শাসন হলেই প্রকৃত স্বাধীনতা হয়না। মানুষের মনগড়া যাবতীয় বিধি-বন্ধন থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ সত্যিকারভাবে স্বাধীন হয়না।"

একমাত্র আল্লাহর বিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম হওয়া সম্ভব। আল্লাহর দেয়া আইনকে জনগণের সঠিক প্রতিনিধিদের দ্বারা জারী করাতে পারলেই সম্পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করে জনগণ তাদের মৌলিক অধিকার পেতে পারে, তথা স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারে।" [পৃষ্ঠা-১৮ ঐ]

"পৃথিবীর বড় রাষ্ট্রগুলোর ভয়ে আজকে ছোট দেশগুলো আতংকগ্রস্ত। দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে আমরা এর বাস্তব নজির দেখতে পাই। বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালে স্বাধীনতা প্রাপ্ত এমন একটি রাষ্ট্র যার আযাদী এবং নিরাপত্তা যেকোন সময়ে বিপন্ন হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এ হামলা কোন্ দিক থেকে আসতে পারে? সরাসরি (সম্ভাব্য) হামলাকারী কে হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমতঃ প্রত্যেকেই একথা বলবেন যে, একমাত্র পার্শ্ববর্তী কোন রাষ্ট্র দ্বারাই একাজ সম্ভব। দূরবর্তী কোন রাষ্ট্রের পক্ষে একাজ আদৌ সম্ভব নয়। এদিক থেকে বিচার করলে একমাত্র ভারতের পক্ষ থেকেই এ আক্রমণ আসতে পারে। বাংলাদেশের সম্পূর্ণ পশ্চিম ও উত্তর সীমান্ত এবং পূর্বদিকে আসাম পর্যন্ত ভারত বিস্তৃত। এমনকি দক্ষিণে বংগোপসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ভারতের। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের জলপথ, স্থলপথ ও আকাশপথ ভারতের দ্বারা পরিবেষ্টিত। আমরা একথা বলছিনা যে, ভারত আক্রমণ করে বসবেই। কিন্তু একথা

www.bjilibrary.com

অস্বীকার করার কোনই উপায় নেই যে, আমাদের দেশ যেহেতু সাড়ে তিন দিক থেকেই ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত সেহেতু ভারতের পক্ষ থেকেই আক্রমণ হওয়া স্বাভাবিক।" [পৃষ্ঠা–৩৬ ঐ]

"সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, বাংলাদেশ আক্রান্ত হলে সরাসরি একমাত্র ভারতের দ্বারাই হতে পারে। একথা যদি স্বীকৃত হয় তাহলে বলতে হবে আমাদের নিরাপত্তার উপর হামলা কেবল ভারতের দিক থেকেই আসতে পারে বা ভারতের সমর্থনেই হতে পারে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে, একমাত্র ভারতের পক্ষ থেকেই স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার যথার্থ রক্ষক তারাই হতে পারে যারা ভারতের প্রতি কোনপ্রকার দুর্বলতা পোষণ করে না।" [পৃষ্ঠা–৩৭ ঐ]

ঐ সকল লোকদের মধ্যে সবচাইতে পয়লা নম্বর গণ্য হবে তারাই যারা এদেশে কুরআনের বিধান এবং রাসূল (সাঃ) এর আদর্শ সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। এরাই ভারতের দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মানসিকতার অধিকারী। কারণ তারা জানে এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বহাল না থাকলে তাদের আদর্শ বাস্তবায়নের কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই তারা ভারতের প্রভাব বলয় থেকে বাইরে, থাকতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং স্বাধীনতার প্রথম শ্রেণীর রক্ষক তারাই। কারণ এসকল লোকের দ্বীনের প্রয়োজনেই দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করাকে ফরয মনে করে। অন্য কথায় স্বাধীনতা রক্ষা তাদের নিকট ধর্মীয় কর্তব্য এবং ঈমানী দায়িত্ব।" [পৃষ্ঠা–৩৮ ঐ]

রাজনীতি ও নৈতিকতা সম্পর্কে অধ্যাপক আযম লিখেছেন, "সরকারী ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তাদের নৈতিক মানের উপরই দেশ ও জাতির প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করে। সমাজে নৈতিক অবনতির জন্য নিঃসন্দেহে ক্ষমতাসীনদেরকে দায়ী করা যায়। কারণ ক্ষমতাসীনরা হচ্ছেন চলন্ত সেই গাড়ীর ড্রাইভারের মত যার বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, দক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং নৈতিকতার উপর নির্ভর করে অসংখ্যযাত্রীর জীবন। দেশ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব যাদের হাতে তাদের নৈতিক মান, নৈতিক দৃষ্টিভংগী ও পলিসী স্বাভাবিকভাবে সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। জনগণের চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, তাদের কর্মতৎপরতা এমনকি জাতির পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষ-দীক্ষা, উন্নতি-অবনতি, বহির্বিশ্বে তার সম্মান ও মর্যাদা এসব কিছুই ক্ষমতাসীনদের নৈতিক মানের উপর নির্ভর করে। এ কারণেই আরবীতে বলা হয়েছে, 'আন নাসু আলা দ্বীনি মুলূকিহীম'– জনগণ শাসকদের জীবন ধারারই অনুকরণ করে।" [পৃষ্ঠা–৬৪ ঐ]

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে অধ্যাপক আযম বলেন, "প্রত্যেক স্বাধীন দেশই দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান প্রতিরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থারই দাবী রাখে। ..... যদিও দেশ রক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনীই যথেষ্ট নয় এবং স্বাধীনচেতা জনগণের আবেগপূর্ণ সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া প্রতিরক্ষা কিছুতেই সম্ভব নয়, তবুও সুসংগঠিত সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া দেশ রক্ষার চিন্তাও করা যায় না।"

"বাংলাদেশকে বিদেশী হামলা থেকে রক্ষার জন্য দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীকে অবশ্যই অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুসজ্জিত করতে হবে।"

সামরিক শাসনের কুফল সম্পর্কে অধ্যাপক আযমের মন্তব্য, "আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন দেশেই সামরিক শাসনের কোন সুফল দেখা যায় নি। একবার কোন দেশে সামরিক শাসন চালু হলে এ থেকে আর সহজে নিস্তার পাওয়া যায় না। বহু দেশেই এখনও সামরিক শাসন চালু আছে। প্রতিটি দেশেই দেখা যায় যে, যেসব সমস্যার অযুহাত দেখিয়ে সামরিক শাসন জারী করা হয় সেসব সমস্যা তো সেখানে আরও বেড়েই চলে, তদুপরি অনেক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়।"

দৈনিক সংগ্রাম, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা ও মাসিক পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় তাঁর লেখা অনেক মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে তাঁর লেখা আরেকটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে।

ব্যস্ততার মধ্যে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের উপর তিনি প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকেন। বর্তমানে মাসিক পৃথিবীতে তিনি নিয়মিত প্রশ্নোত্তর দিচ্ছেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসব প্রশ্ন আসে।

www.bjilibrary.com

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে অধ্যাপক আযম

জামায়াতের সংগ্রাম সকল প্রকার শোষণ, জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব খতম করে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের জন্য জামায়াত আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়েছে। স্বৈরাচারী ও ডিক্টেটরী শাসনের বিরুদ্ধে জামায়াত সর্বদাই সোচ্চার ছিলো। জামায়াতের অন্যতম নেতা হিসেবে এবং বিশেষভাবে রাজনৈতিক দিক থেকে উত্তপ্ত সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমীর হিসেবে অধ্যাপক গোলাম আযম বিরোধী দলীয় আন্দোলনে একজন প্রথম সারির নেতার ভূমিকা পালন করেছেন। আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিটি আন্দোলনে অধ্যাপক গোলাম আযম অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালের ২০শে জুলাই ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম ও নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার সংকল্পে চারদিন ব্যাপী বৈঠকে নয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সম্মিলিত বিরোধী দল (Combined Opposition Parties (COP)) গঠন করেন। সম্মিলিত বিরোধী দলের তৎপরতা পরিচালনায় অধ্যাপক গোলাম আযম বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬৭ সালের ৩০শে এপ্রিল শাসরুদ্ধকর স্বৈরশাসনের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য জনাব আতাউর রহমান খানের বাসভবনে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সর্বজনাব নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী ও আতাউর রহমান খান, কাউন্সিল মুসলিম লীগের সর্বজনাব মিয়া মমতাজ দৌলতানা, তোফাজ্জল আলী ও সৈয়দ খাজা খয়েরুদ্দিন, জামায়াতে ইসলামীর মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ, মাওলানা আব্দুর রহীম ও অধ্যাপক গোলাম আযম, আওয়ামী লীগের নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, আব্দুস সালাম খান ও গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর এবং নেজামে ইসলাম পার্টির চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মৌলভী ফরিদ আহমদ ও এম,আর, খানকে নিয়ে 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' গঠিত হয়। পি ডি এম আট দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের জনাব আব্দুস সালাম খানকে সভাপতি এবং অধ্যাপক গোলাম আযমকে জেনারেল সেক্রেটারী করে পূর্বাঞ্চলীয় পি ডি এম কমিটি গঠিত হয়। পি ডি এম প্রশ্নে আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। সারা দেশে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করে পি ডি এম। এসময় অধ্যাপক গোলাম আযম পি ডি এম-এর পূর্বাঞ্চলীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দিনরাত পরিশ্রম করেন এবং গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

www.bjilibrary.com

১৯৬৯ সালের সরকার বিরোধী আন্দোলন জানুয়ারী মাসে নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করায় দেশব্যাপী এক প্রচন্ড গণজাগরণের সূচনা হয়। সমগ্র দেশব্যাপী সুষ্ঠুভাবে গণআন্দোলন পরিচালনার তাগিদে ৭ ও ৮ই জানুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী বৈঠকে (১) ন্যাপ, (২) আওয়ামী লীগ [৬ দফা], (৩) নেজামে ইসলাম পার্টি, (৪) জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, (৫) কাউন্সিল মুসলিম লীগ, (৬) জামায়াতে ইসলামী, (৭) এন ডি এফ, (৮) আওয়ামী লীগ [৮ দফা পন্থী] এই আটটি দলের নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরে ডেমোক্রেটিক একশন কমিটি (ডাক) গঠন করা হয়। নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানকে ডাক-এর আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয়।

গণআন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করার জন্য ডাক-এর ৮টি অংগদলের দু'জন করে প্রতিনিধেকে আমন্ত্রণ জানান। যাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় তারা হলেন – কাউন্সিল মুসলিম লীগের মমতাজ দৌলতানা এবং খাজা খয়েরুদ্দিন, জামায়াতে ইসলামীর সৈয়দ আবুল আ'লা মওদূদী ও অধ্যাপক গোলাম আযম, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের [৬ দফা] শেখ মুজিবুর রহমান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের মুফতি মাহমুদ ও পীর মোহসেন উদ্দিন, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের [৮ দফা] নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ও আব্দুস সালাম খান, নেজামে ইসলামের চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও মৌলভী ফরিদ আহমদ, ন্যাপের আব্দুল ওয়ালী খান ও মোজাফফর আহমদ, এন ডি এফ-এর নূরুল আমীন ও হামিদুল হক চৌধুরী। তাছাড়াও ডাক-এর অনুরোধে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, জুলফিকার আলী ভূট্টো, এয়ার মার্শাল আসগর খান, লেঃ জেনারেল মুহাম্মদ আযম খান, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোরশেদকেও গোল টেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিন্ডিতে সকাল সাড়ে দশটায় প্রেসিডেন্ট গেষ্ট হাউজে ডাক-এর ষোলজন প্রতিনিধি, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নেতৃত্বে ১৫ জন, নির্দলীয় এয়ার মার্শাল আসগর খান, বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ রাজনৈতিক সংকট উত্তরণকালে গোল টেবিল বৈঠক মিলিত হন। ৪০ মিনিট ব্যাপী বৈঠকের পর ঈদুল আজহা উপলক্ষে বৈঠক ১০ই মার্চ সকাল ১০ ঘটিকা পর্যন্ত মূলতবী রাখা হয়। ১০ই মার্চ হতে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট গেষ্ট হাউসে গোল টেবিল বৈঠক বসে এবং ১৩ই মার্চ গোল টেবিল বৈঠকের সমাপ্তি অধিবেশনে প্রেসিডেনট আইয়ুব খান নিম্নোক্ত দাবী দুটি গ্রহণ করেন : (১) প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে জনপ্রতিনিধিদের

www.bjilibrary.com

নির্বাচন এবং (২) ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন। অধ্যাপক গোলাম আযম এ বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিত্ব করেন।

www.bjilibrary.com

সত্তুরের নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর রাজনীতি

১৯৭০ সালের নির্বাচনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব দান করেন অধ্যাপক আযম পূর্ব পাক প্রাদেশিক পরিষদে মাত্র ১ টি আসন (মাওলানা আব্দুর রহমা ফকির–বগুড়া) লাভ করলেও ভোট সংখ্যার দিক থেকে জামায়াত সারা পূ পাকিস্তানে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এসময় নির্বাচন উপলক্ষে অধ্যাপক আযম সারা দেশ সফর করে জামায়াতের আদর্শ ও কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। সত্তুরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবের পক্ষে প্রচন্ড সমর্থনের জোয়ারের মুখেও অধ্যাপক আযম সাহসিকতা ও বলিষ্ঠতার সাথে জামায়াতের নেতৃত্ব প্রদান করেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর এবং তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের কারণে তিনি দেশে সমধিক পরিচিত এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। মূলতঃ জামায়াত গণভিত্তি অর্জন করে সত্তুরের নির্বাচনের মাধ্যমেই। বড় রকমের একটি রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর জামায়াত যে আবার বাংলাদেশে অন্যতম গণ সংগঠনে পরিণত হয়েছে তার বড় কারণ ৭০-এর নির্বাচনে অর্জিত গণভিত্তি।

রাজনৈতিক, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও তার নেতা শেখ মুজিবের সাথে অধ্যাপক গোলাম আযমের বিস্তর মত পার্থক্য ছিল। এতদসত্ত্বেও ১৯৭০ সালে নির্বাচনে বিজয় লাভের পর জনগণের নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা অবিলম্বে হস্তান্তর করার জন্য সর্বপ্রথম তিনিই দাবী তোলেন। শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিরোধিতা করায় অধ্যাপক আযম মিঃ জুলফিকার আলী ভুট্টোর তীব্র সমালোচনা করেন। তখনকার সংবাদপত্র থেকে অধ্যাপক আযমের কিছু বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

www.bjilibrary.com

১৯৭০-এর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পরের দিন সংবাদপত্রে প্রদত্ত নিম্নোক্ত বিবৃতিটিই প্রমাণ করে অধ্যাপক আযমের বক্তব্য কত স্পষ্ট ছিল।

অধ্যাপক গোলাম আযমের বিবৃতি
রাজনীতি ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়েছে
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল মংগলবার প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামী প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে পাকিস্তানের রাজনীতি যুক্তির চেয়ে ভাবাবেগ দ্বারাই অধিক পরিচালিত হয়েছে। এমনকি আইন ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃপক্ষ বিগত এক বছরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে স্বাধীনভাবে কাজ করার যথাযথ নিশ্চয়তা দানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, নির্বাচন বিরোধী শক্তি সমূহ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তেমন কার্যকরী তৎপরতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর দলের অকুণ্ঠ বিশ্বাস রয়েছে। গণতন্ত্রই দেশে রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিবর্তনের একমাত্র মাধ্যম বলে দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনী কমিশনের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শতকরা ২৫ ভাগ নির্বাচনী আইন সঠিকভাবে পালিত হয়নি। .....

অধ্যাপক আযম বলেন, এ সমস্ত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি দৃঢ় মনোবলের সাথে নির্বাচনের ফলাফলকে মেনে নিচ্ছি।

তিনি আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলের বিজয়ে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং একটি গঠনমূলক বিরোধী দল হিসেবে তাঁর দলের সঠিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, আওয়ামী লীগ উপলব্ধি করতে পারবে, তাদের শ্লোগানের দিন শেষ হয়ে এসেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে কোন আসন না থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে সমগ্র জাতির মহান দায়িত্ব তাঁদের কাঁধে অর্পিত হয়েছে।

নির্বাচনের ফলাফলের কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক আযম বলেন, প্রতিপক্ষ দল সমূহের ঘৃণ্য প্রচারণা ও ভয়াবহ বিদ্বেষের মুখে প্রায় সব ক'টি আসনেই দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর সফলতা গৌরবজনক।

www.bjilibrary.com

আমরা শেখ সাহেবের সার্বিক সাফল্য কামনা করে তাঁকে এ আশ্বাসই দিচ্ছি, তাঁর দল যাতে জনতাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মতে দেশের শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারে এবং তাঁর সম্ভাব্য সরকার যাতে জনতার আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে সেজন্য আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। তবে যদি তিনি জনতাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি লংঘনের প্রয়াসী হন কিংবা জনতার আশা-আকাঙ্খা পূরণে ব্যর্থ হন, তখন জনতার পক্ষ হয়ে আমাদের সংগ্রাম অতীতের মতই অব্যাহত থাকবে। (৯ই ডিসেম্বর/৭০, দৈনিক সংগ্রাম)।

www.bjilibrary.com

গোলাম আযমের বিবৃতি
গঠনমূলক বিরোধী দল গঠনে সক্ষম ব্যক্তিদের নির্বাচিত করার আহবান

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী ১৭ই ডিসেম্বরের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অতীত কার্যাবলী যাচাই করে জনসাধারণ এমন সব ব্যক্তিদের নির্বাচিত করবেন যারা পরিষদে একটি গঠনমূলক বিরোধী দল গঠনের মাধ্যমে জনসাধারণের অধিকার আদায়ের নিশ্চয়তা দেবেন।

অধ্যাপক আযম বলেন,'পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা সরকার গঠনে এক অপরিহার্য অংগ এবং গঠনমূলক বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে যে কোন একক দলের শাসন একনায়কের চেয়েও মারাত্মক।

তিনি বলেন, বিরোধী দল ছাড়া গণতন্ত্র সুচারুরূপে চলতে পারেনা এবং জনসাধারণের অধিকার আদায়ও সম্ভব হয় না।'

অধ্যাপক আযম বলেন,'গত ৭ই ডিসেম্বরের নির্বাচনে দেশের জনসাধারণ এমন একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য তাদেরকে প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে যেখানে প্রদেশগুলোর জন্য সর্বাধিক পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের নিশ্চয়তা থাকবে।' (১৫ই ডিসেম্বর/৭০ দৈনিক সংগ্রাম)

জামায়াত নেতা বলেন–
শেখ মুজিব কখনও বিচ্ছিন্নতার আওয়াজ তোলেন নাই

লাহোর, ১৫ই ডিসেম্বর। –পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম গতকাল এখানে বলেন যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য প্রায় অর্জিত হইয়া আসিয়াছে এবং এক্ষণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যকারিতায় জাতিকে সহযোগিতা করিতে হইবে।

এখানে গণতান্ত্রিক যুব শক্তির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে অধ্যাপক আযম বলেন : জনগণ মুসাওয়াত-ই-মোহাম্মদীর পক্ষে ভোট দিয়াছে।

তিনি বলেন যে,'শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার অবসানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিলে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের তাঁহার সহিত সহযোগিতা করা উচিত।'

www.bjilibrary.com

জামায়াত নেতা বলেন যে, শেখ মুজিব কখনও বিচ্ছিন্নতার আওয়াজ তোলেন নাই এবং তিনি কখনও এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন না।

১৬/১২/৭০ ইং – পি, পি, আই

শেখ মুজিবের প্রতি গোলাম আযমের অভিনন্দন
গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশে জামায়াত
আওয়ামী লীগকে সার্বিক সহযোগিতা করবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামী প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম প্রাদেশিক পরিষদেও আওয়ামী লীগের দ্বিতীয়বারের অভূতপূর্ব সাফল্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল হিসেবে তাঁর দলের আন্তরিক ভূমিকা পালনের কথা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ প্রধান ও তাঁর দলকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, নির্বাচনে বিশৃংখলা ও অসদুপায় সত্ত্বেও জনগণের রায় সুস্পষ্ট। জনগণ গণতান্ত্রিক পন্থায় শেখ মুজিবের প্রতি যে আস্থা প্রকাশ করেছেন তাতে তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করেন। অন্য কোন পন্থায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

তিনি আরও বলেন, কঠোর সংগ্রামের ফলে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে (হবে 'হয়েছি')। সুতরাং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি পুরাপুরি আয়ত্ত করতে হবে। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা বিজয়ী দলের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলে তিনি মন্তব্য করেন। অধ্যাপক আযম আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে দেশের সংঘবদ্ধ এক বিশেষ চক্রের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আকুল আবেদন জানিয়ে বলেন, এরা যে কোন মুহূর্তে অগণতান্ত্রিক পন্থার আশ্রয় নিয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হতে পারে। (২০/১২/৭০ দৈনিক সংগ্রাম)

www.bjilibrary.com

আওয়ামী লীগের সাথে
গোলাম আযম সহযোগিতা করবেন

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম নির্বাচনে জনগণের রায় মেনে নিয়ে সত্যিকার গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে তোলার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সাথে সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেন।

প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব সাফল্যে অধ্যাপক গোলাম আযম শেখ মুজিবর রহমানকে দ্বিতীয়বার আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, নির্বাচনে সকল প্রকার অনিয়ম ও অসদুপায় সত্ত্বেও জনগণের রায় স্পষ্ট। জনগণ যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শেখ সাহেবের প্রতি তাদের আস্থা প্রকাশ করেছেন তাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

–২০/১২/৭০ দৈনিক পাকিস্তান)

ভুট্টোর প্রতি অধ্যাপক গোলাম আযম
গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরই আসল সমস্যা

লাহোর, ৩০শে ডিসেম্বর (পিপিআই)। – পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন যে, জাতীয় সমস্যাবলীর ব্যাপারে ভুট্টো বনাম মুজিব অথবা পূর্ব বনাম পশ্চিম প্রবণতার ইন্ধন যোগানো ঠিক নয়। কারণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরই হচ্ছে আমাদের আসল সমস্যা।

গতকাল এখান থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন কালে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে জনাব আযম একথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যেনো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং প্রতিটি পাকিস্তানীর আশা-আকাংখা বাস্তবায়নের গ্যারান্টিসহ একটি শাসনতন্ত্র রচিত হতে পারে।

জামায়াত নেতা গোলাম আযম বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং অন্যান্য প্রদেশের জনগণ ইসলাম প্রিয়। জনাব ভুট্টো কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রের শ্লোগান পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে 'ইসলামী' ও 'মোহাম্মদী মুসাওয়াত' শ্লোগান তুলেই ভোট লাভ করেছেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম জনাব ভুট্টোকে গণতান্ত্রিক মনোভাব গ্রহণ করে একজন দায়িত্বশীল রাজনীতিকের মত কথাবার্তা বলার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের পূর্বে জনাব ভুট্টোর ভাবধারা যাই থাক না কেন, যেহেতু তিনি এখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছেন, সুতরাং এক্ষণে তাঁর গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করা উচিত।

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক আযম বলেন যে, জনাব ভুট্টো আগে জনৈক ডিক্টেটর কর্তৃক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বের পরিবর্তনশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখন তিনি একজন রাজনীতিবিদে পৌঁছেছেন। অধ্যাপক গোলাম আযম জনাব ভুট্টোকে শেখ মুজিবুর রহমানের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রেরণা গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে, শেখ মুজিব কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তান থেকে কৃতকার্য হয়েও সারা দেশের সমস্যাবলী সম্পর্কে চিন্তা করার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছেন।

জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম সংকীর্ণ চিন্তাধারা পরিহার করে এবং একটি মাত্র বিশেষ প্রদেশের কথা না ভেবে সমগ্র দেশের সমস্যাবলী উপলব্ধির চেষ্টা করার জন্য জনাব ভুট্টোর প্রতি আহবান জানান।

(৩১/১২/৭০ দৈনিক সংগ্রাম)

অধ্যাপক গোলাম আযমের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল রোববার পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর কার্যকরী পরিষদের (মজলিসে আমেলা) বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি করার প্রবণতাকে অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করে

.....

প্রাদেশিক জামায়াতের কার্যকরী পরিষদের দু'দিন ব্যাপী বৈঠক উদ্বোধনকালে প্রাদেশিক জামায়াত প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম দেশের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে শান্তিপূর্ণভাবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নস্যাত করে অরাজকতা সৃষ্টির ব্যাপারে স্বার্থান্বেষী মহলের হীন প্রচেষ্টা প্রতিহত করার জন্য তিনি দেশের গণতন্ত্রকামী মহলের প্রতি আহবান জানান।

দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জামায়াতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক আযম দেশের সমস্যার ইসলামী সমাধান পেশ করার জন্য দেশের ইসলাম প্রিয় জনসাধারণ বিশেষ করে জামায়াতের কর্মীদের প্রতি আহবান জানান। (১১/১/৭১ সংগ্রাম)

www.bjilibrary.com

১২ই জানুয়ারী, ৭১

পূর্ব পাক জামায়াতের মজলিসে আমেলার দ্বিতীয় দিনের প্রস্তাব। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমেই পাকিস্তান শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হবে।

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে আমেলা (কার্যকরী পরিষদ) গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, ভারতের মত বৈরী ভাবাপন্ন একটি বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মোকাবেলায় ফেডারেল পদ্ধতির অধীনে প্রতিটি অঞ্চলকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমেই পাকিস্তান একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারে।

গত রোববার জামায়াতে ইসলমীর মজলিসে আমেলার দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে এই মতামত ব্যক্ত করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসন না থাকার কারণেই দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়ে আসছে। এজন্য জামায়াত সব সময়ই মতামত ব্যক্ত করে আসছে যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অধীনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একটি বৃহৎ প্রদেশ হিসেবে জাতীয় জীবনে শুধুমাত্র কার্যকরী ভূমিকাই পালন করবে না বরং অতীতে এই প্রদেশের সাথে যত রকম অবিচার করা হয়েছে তাও দূর করতে সক্ষম হবে।

দেশের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায়ও মজলিসে আমেলা গভীর সন্তোষ প্রকাশ করছেন। সাধারণ নির্বাচনের ফলেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশ নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

মজলিস দৃঢ় আশা প্রকাশ করেছেন যে, দেশের নয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিরা উভয় অংশের জনগণের আশা-আকাংখার আলোকে একটি উপযুক্ত শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সক্ষম হবেন। মজলিস আরো আশা প্রকাশ করেছেন যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতা নির্বিঘ্নে হস্তান্তরিত হবে।

মজলিসের এই প্রস্তাবে মওলানা ভাসানীর 'স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান' শ্লোগানে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, মওলানা ভাসানী যদি সত্যিকারভাবেই এই কথা উপলব্ধি করে থাকেন তা হলে তাঁর উচিত ছিল এই দাবী আদায়ের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। কিন্তু জনগণ যখন এমন একটি দলের পক্ষে পরিষ্কার রায় দিয়েছে যে দলটি নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী বারবার জনগণকে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, তাদের স্বায়ত্তশাসনের ফর্মূলা দেশের অখন্ডত্বের মোটেই বিরোধী নয়– তখন মওলানা ভাসানী নতুন সুরে কথা বলা শুরু করেছেন। (দৈনিক সংগ্রাম ১২/১/৭১)

www.bjilibrary.com

কারাগারে অধ্যাপক আযম

ছাত্রজীবনে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে পিকেটিং করতে গিয়ে বর্তমান টি এন্ড টি ভবনের সামনের এলাকায় ১৯৪৮ সালে সর্বপ্রথম ১০/১২ জন ছাত্রের সাথে অধ্যাপক গোলাম আযম গ্রেফতার হন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রংপুরে কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনাকালে অধ্যাপক গোলাম আযম গ্রেফতার হন। ১৯৫৪ সালে গভর্ণর শাসনকালে জননিরাপত্তা আদেশে অধ্যাপক গোলাম আযম রংপুরে গ্রেফতার হন এবং কারাগারে থাকাকালে তাঁকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। কারমাইকেল কলেজের ছাত্ররা অব্যাহতভাবে অধ্যাপক গোলাম আযমের চাকুরীতে বহালের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবীতে ধর্মঘট শুরু করলে কর্তৃপক্ষ কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। হাই কোর্টে হেবিয়াস কার্পাসে মামলা করে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

অধ্যাপক আযম যেহেতু ছাত্র সংসদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন সেহেতু ছাত্ররা তাঁর মুক্তি এবং চাকুরীতে পূনর্বহালের দাবীতে অব্যাহত ধর্মঘটে গেলে ২১ জন ছাত্রও গ্রেফতার হয়ে যায়। গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের নিয়ে তিনি জেলখানাতেই ক্লাস শুরু করেন। যেদিন অধ্যাপক সাহেবের মুক্তি লাভের কথা সেদিন ১১ টায় সারা শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয় এবং পরে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। কর্তৃপক্ষের আশংকা ছিলো হয়তোবা অধ্যাপক সাহেবকে নিয়ে ছাত্ররা বড় রকমের মিছিল বের করবে। অধ্যাপক সাহেবের মুক্তির পর গ্রেফতারকৃত ছাত্রদেরও ছেড়ে দেয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, এ সময় জেলে থাকাকালেই তিনি জামায়াতের রুকন হন। কেন্দ্রের নির্দেশে তাঁকে মারীতে যেতে হয়। সেখানে Pakistan Constituent Assembly-এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেই অধিবেশনে গণপরিষদের সদস্যদের মাঝে জামায়াতের ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি প্রেরণ করা হয় ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে লবি করার জন্য। অধ্যাপক সাহেবকেও এ কমিটির সদস্য করা হয়। এসময় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। একদিকে জামায়াতের প্রতিনিধি দলের কাজ অন্যদিকে নেযামে ইসলাম পার্টির নেতা মাওলানা আতাহার আলীকে যাবতীয় কাজে সহযোগিতা প্রদান।

নভেম্বরে গণপরিষদের অধিবেশন করাচীতে বসে। তখনও অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব করাচী গমন করেন। করাচী থাকাকালেই রংপুর কারমাইকেল কলেজের প্রিন্সিপালের পক্ষ থেকে একটি চিঠি পান। চিঠিতে তিনি অভিভাবক ও ছাত্রদের দাবীর প্রেক্ষিতে চাকুরীতে যোগদানের জন্য অধ্যাপক আযমকে অনুরোধ জানান। অধ্যাপনার কাজে যোগদান না করলেও তিনি যেন রংপুর যান কেননা স্থানীয় জনগণ ও ছাত্ররা তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা

www.bjilibrary.com

জানাতে চায়। এ প্রস্তাব পাওয়ার পর অধ্যাপক সাহেব চিন্তা করেন। যেহেতু জেলে থাকা কালেই তিনি শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করে নিজেকে সম্পূর্ণ দ্বীনের কাজে নিয়োজিত করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেহেতু তিনি মনে করলেন যে অহেতুক বিদায় সম্বর্ধনা নাটকে শরীক হবার প্রয়োজনটা কি! তাই তিনি অধ্যক্ষকে শুকরিয়া জানিয়ে চিঠি লিখে দিলেন। তবে অধ্যাপনার কাজ তাঁর খুব ভালো লাগতো। আলাপে আলাপে একদিন তিনি বললেন, অনেক দিন তিনি একই স্বপ্ন দেখেছেন যে আবার অধ্যাপনার কাজে ফিরে গিয়েছেন।

১৯৬৪ সালের ৭ই জানুয়ারী জামায়াতে ইসলামী বেআইনী ঘোষণার পর আইয়ুব সরকার জামায়াত নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। এসময় অধ্যাপক আযমও লাহোরেই গ্রেফতার হন। দু'মাস পর তাঁকে লাহোর জেল থেকে মুক্ত করে ঢাকার বিমানে তুলে দেয়া হয়। বিমান ঢাকায় পৌছার পর ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণের সময় তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। বিনা বিচারে আবারও ছয়মাস পর্যন্ত তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কাটাতে হয়। ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

www.bjilibrary.com

ইসলামী ঐক্য গড়ে তোলায় অধ্যাপক গোলাম আযমের ভূমিকা

অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের ইসলামী মহলে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এক ব্যক্তিত্ব। দেশের বরেণ্য আলেম, পীর-মাশায়েখের সাথে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যগত সম্পর্ক। ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনে আলেমদের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগের কারণে ইসলামী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ সকল ধরনের লোকদের সাথে তাঁর মিলামিশার সুযোগ হয়েছে ব্যাপক।

হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ), মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী (রঃ), মাওলানা মুফতী দীন মোহাম্মদ (রঃ), মুফতী সাইয়েদ আমিনুল এহসান ছাড়াও অধ্যাপক গোলাম আযম মাওলানা আতাহার আলী (রঃ), সিদ্দীক আহমদ (রঃ), মাওলানা সাইয়েদ মুস্তাফা আল-মাদানী (রঃ) ও ফরিদপুরের মাওলানা আব্দুল আলী (রঃ) প্রমুখের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

গোলাম আযম সাহেব এটা অত্যন্ত গভীরভাবে অনুভব করতেন যে আমাদের আলেম সমাজ যখনই দেশের নেতৃত্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে ইমামের বদলে মুক্তাদির কাতারে চলে গিয়েছেন, নিজেরা জাতির নেতৃত্ব কাঁধে নেয়ার পরিবর্তে অন্যদের নেতৃত্বে (অনেকটা সেকুলার বা জাতীয়তাবাদী) পরিচালিত হয়েছেন তখনই মুসলিম জাতির বিপর্যয় এসেছে। অতীত সংগ্রামী ও গৌরবময় ভূমিকা থেকে যখনই আলেম সমাজ বিচ্যুত হয়েছে তখনই তারা সঠিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। এই উপলব্ধির কারণেই পাকিস্তান আমলে তিনি যেমন ইসলামী ঐক্যের ব্যাপারে সক্রিয় এবং যত্নবান ছিলেন আজও তাই একাজ আঞ্জাম দেওয়ার সুবিধাটা তাঁর ছিল। কেননা ইসলামী মহলে তিনি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য এক ব্যক্তিত্ব। ১৯৬৩ সালে একাধারে ৩ বার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত প্রধান ঈদের জামায়াতের ইমামতির দায়িত্বও পালন করেন। তখন প্রাদেশিক গভর্ণরসহ সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পল্টনেই সাধারণতঃ ঈদের নামায আদায় করতেন।

একবার ঢাকায় ডেপুটি কমিশনার আলী আহমদ সাহেবের মেয়ের বিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব পড়ান এবং আরবীতে বিয়ের খুতবা দিয়ে তা ইংরেজীতে ব্যাখ্যা করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানসহ এমন অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন যারা বাংলা বুঝতেন না। অধ্যাপক সাহেব এটাই প্রমাণ

www.bjilibrary.com

করেছেন তাঁর বিভিন্ন ভূমিকার মাধ্যমে যে, ইসলামে কোন যাজক বা পুরোহিততন্ত্রের স্থান নেই। কিছু আনুষ্ঠানিক এবাদত পেশাগতভাবে বিশেষ একশ্রেণী সম্পাদিত করবেন এটা ইসলামের কাম্য নয়। মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় যারা আছেন বা যারা জনগণকে নেতৃত্ব দিবেন তাদের নামাযের ইমামতি, বিয়ে পড়ানো, জানাযা, জুমআ ও ঈদের খুতবা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদন করার মত যোগ্যতা ও সাহসিকতা থাকতে হবে। অদ্যাবধি তিনি মগবাজারস্থ বাসভবন সংলগ্ন মসজিদের খতীব। প্রতি জুমআয় তিনি এখানে যুগোপযোগী খুতবা দিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ হওয়ার পর যখন তিনি বাধ্য হয়ে প্রবাস জীবন কাটাচ্ছিলেন তখনও গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন যে কিভাবে ইসলামপন্থীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা যেতে পারে। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পাকিস্তান শাসনামলে রাজনৈতিক অংগনে সমমনাদের চিন্তার অনৈক্য, বিভেদ ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি দেশের জনগণের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ইসলাম প্রিয় হলেও মুষ্টিমেয় সংখ্যক স্বার্থবাদী নেতৃত্বের হাতে দেশের গোটা রাজনীতি বন্দী হয়ে পড়ে। ইসলামপন্থীদের বিভেদকে জনগণের মধ্যে এতটা ভয়ংকর চিত্র দিয়ে প্রচার করা হয় যে, ইসলাম সম্পর্কে জনমনে স্বাভাবিক হতাশার সৃষ্টি হয়। অথচ ইসলামের প্রতিপক্ষ সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র সবগুলোর মধ্যেই বিভেদের সীমা নেই, গ্রুপ ও দল উপদলের হিসেব রাখাই কঠিন। তাদের অনৈক্য ও দলাদলি সম্পর্কে কোন কথা নেই। অথচ ইসলামের নামে দল গুটিকতক হওয়া সত্ত্বেও অপপ্রচার চালানো হয় ইসলামের বিরুদ্ধে, ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে। দেশের সরলপ্রাণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার এ এক সহজ কৌশল। এসব গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেই গোলাম আযম বিষয়টি নিয়ে আরো বেশী ভাবতে থাকেন।

১৯৭২ সালে যখন তিনি পবিত্র মদীনায় নবীজীর (সাঃ)মাজার যিয়ারতে যান তখন রওজাতুল জান্নাতে বসে তিনদিন পর্যন্ত নামায ও দোয়া-মুনাজাতের সাথে সাথে চিন্তা করছিলেন যে, বাংলাদেশে আগামী দিনে সকল ইসলামপন্থীদের মধ্যে কি করে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলা যায়। তিনি চিন্তা করেছিলেন যে, ১৯৭০ এর নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাতে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলায় সকল মহলের আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। বিশেষ করে যারা পাকিস্তানের সংহতির পক্ষ অবলম্বন করেন তাদের সাথে যারা বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল তাদের মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি

www.bjilibrary.com

হওয়াই স্বাভাবিক। যারা পাকিস্তানকে নিজেদের স্বাধীন দেশ হিসেবে ধরে নিয়ে তার সংহতি রক্ষার চেষ্টা করেছেন তাদের সাথে যারা পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের সংগ্রাম করেছেন তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগির পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন বড় পার্থক্য নেই। দেশপ্রেম সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভংগির পিছনে অবশ্যই কমবেশী যুক্তি রয়েছে। উপমহাদেশের মুসলমানদের দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল পাকিস্তানকে যেমন অস্বীকার করা যায় না তেমনি শাসক গোষ্ঠীর অদূরদর্শিতার কারণে পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগুরু জনগণের বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশকেও স্বীকার করতে হয়। এমতাবস্থায় জনগণের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের মুসলমানদের অতীত ইতিহাস থেকে বিশ্লেষণ করে তিনি ১৯৭৩ সালে "বাংগালী মুসলমান কোন্ পথে" নামক তাঁর এক পুস্তিকায় লিখলেন, "একদলকে ভারতের দালাল আর অন্য দলকে পাকিস্তানের দালাল বলে গালি দিলেই কি এদের দেশপ্রেম মিথ্যা হয়ে যাবে?"

তাই তিনি বিশ্লেষণ করে লিখলেন যে, অতীতের সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বাংলাদেশের জনগণের "একমাত্র পথ হল ভারতের প্রভাবমুক্ত সত্যিকার আযাদ রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করা।"

১৯৭৬ সাল থেকেই অধ্যাপক আযম লক্ষ্য করেন যে, বাংলাদেশের জনগণ ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত হলেও ইসলামী শক্তি বলতে যাদের বুঝানো হয় তারা ঐক্যবদ্ধ নয়। সকল ইসলামী শক্তির ঐক্যের জন্য তিনি একটি কর্মপন্থার চিন্তা করছিলেন। যার ফসল হিসেবে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের বছরই (১৯৭৮) রমযানে এতেকাফে বসে লিখলেন একটি পুস্তিকা।

ঐ পুস্তিকায় তিনি সকল ইসলামপন্থী, ইসলামের দাবীদার রাজনৈতিক দল, আন্দোলন, সংগঠন, সংস্থা, পীর-মাশায়েখ, আলেম, মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ, তাবলীগ জামায়াত, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র-ছাত্রী, মহিলা ও শ্রমিক সংগঠন, ওয়ায়েজ, ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনাসহ সকলের খেদমত ও কার্যাবলীর স্বীকৃতি দিয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, দরদ ও মহব্বতের মাধ্যমে একটি সম্মিলিত ঐক্য গড়ে তোলার প্রস্তাব দিলেন। তার এ প্রস্তাবে সাড়া দিয়েই দেশের সকল মহলের আলেম, পীর-মাশায়েখ, নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী ও সংগঠন বা দল একটি খোলাখুলি আলোচনায় মিলিত হন। সবার চিন্তা ও দৃষ্টিভংগির গ্রহণবর্জনের মাধ্যমে এদেশের জনগণের এক ব্যাপক ঐক্যের প্রতীক হিসেবে ১৯৮১ সালে "ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ" গঠিত হয়।

একথা অনস্বীকার্য যে, যাদের সমন্বয়ে ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশের মাজলিসে সাদারাত গঠন করা হয়েছে তারাই বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয়

www.bjilibrary.com

আলেম, মাশায়েখ, পীর, ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং প্রধান ইসলামী দলগুলোর প্রতিনিধিত্বশীল হিসেবে বিবেচিত। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে দু'চারজন এখনও শামিল না হলেও ভবিষ্যতে যাতে তাদের শামিল করা যায় সে ব্যাপারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। খুবই সুখের বিষয় যে, বাংলাদেশে ইসলামী মহলে মৌলিক কোন বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য নেই। কর্মপন্থা, পদ্ধতি বা রাজনৈতিক বিষয়ে ছোটখাট কিছু মতপার্থক্য থাকলেও মূল লক্ষ্য এবং দ্বীনের বিজয় ও প্রসার সম্পর্কে কেউই দ্বিমত পোষণ করেন না। উম্মতের মধ্যে ছোটখাট কিছু ব্যাপার নিয়ে মতপার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। এজন্য প্রয়োজন উদারতা, সহনশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে বৃহত্তর ঐক্যমত সৃষ্টি করে মূল লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসর হওয়া। এব্যাপারে অধ্যাপক গোলাম আযম বরাবর গঠনাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। "ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন" নামক পুস্তিকায় তিনি লিখেছেন, "এদেশে বিপুল ইসলামী শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইসলাম বিরোধী শক্তির তুলনায় ঐক্যের অভাবে মুসলিম শক্তি দুর্বল হয়ে আছে।"

"অথচ দেশের 'মুখলিছিনে দ্বীন' যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে এদেশে ইসলামের পথ রোধ করার সাহসও কেউ করবে না। এ ঐক্যের ভিত্তি রচনা করতে হলে দ্বীনের সব খাদেমকে দুটো বিষয় মেনে নিতে হবে :

এক– যে যতটুকু পারেন বা বুঝেন দ্বীনের খেদমত করে যাবেন। কিন্তু কোন দ্বীনি জামায়াত বা কাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বা গোপনে প্রচার করবেন না। যদি কখনো কোন জামায়াত বা খেদমত সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন হয় তাহলেও শ্রোতার মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা না করে দরদী মন নিয়ে কথা বলবেন। তাদের কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা আছে মনে করলে সংশোধনের নিয়তে পরামর্শ দিতে পারেন।

দুই– দ্বীনের যতরকম খেদমত হচ্ছে তা যে নিজ নিজ ক্ষেত্রে একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক সে কথা বুঝবার চেষ্টা করা উচিত। অপরের সম্পর্কে সরাসরিভাবে না জেনেই বিরোধী কোনো কথা শুনে কোন ধারণা করা ঠিক নয়। যারা যে ধরনের খেদমতে নিয়োজিত সেটাকে তারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করবেন এটাই স্বাভাবিক। এ গুরুত্ববোধ ব্যতীত নিষ্ঠার সাথে কাজ করা অসম্ভব। কিন্তু অন্যান্য খেদমতকে তুচ্ছ জ্ঞান করা অন্যায়। কার খেদমত কতবড় তা একমাত্র আল্লাহ পাকই বিবেচনা করবেন।"

জামায়াতের কট্টর সমালোচক বলে পরিচিত মরহুম মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর তওবার রাজনীতির বক্তব্য নিয়ে রাজনীতিতে আবির্ভূত হলে

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক আযম রাজনীতির অংগনে হাফেজ্জীর পদচারণাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি জাতীয় দৈনিকে নিবন্ধ লিখেন।

অধ্যাপক সাহেবের লেখা উল্লেখিত বই প্রকাশিত হবার পর অনেকে তাঁর সাথে দেখা করে তাঁর এই মহান উদ্যোগকে স্বাগত জানান। এভাবেই চরমোনাইয়ের পীর ছাহেব সাইয়েদ ফজলুল করিমের সাথে তাঁর আলোচনা ও পরামর্শ হয়। সিলেটে শাইখে ফৌয়িয়া মাওলানা আব্দুল করিম সাহেবের সাথেও তিনি নিজে সাক্ষাৎ করে ইসলামী ঐক্য নির্মাণে তার সহযোগিতা কামনা করেন। বয়োজ্যেষ্ঠ আলেম মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জীর বিরোধিতা এবং আকাংখিত সমালোচনা সত্ত্বেও অধ্যাপক গোলাম আযম তার সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলামী ঐক্য গড়ে তোলার ব্যাপারে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম মনে করেন যে, সাধারণভাবে দেশের জনগণের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্যমত এবং বিশেষভাবে সকল ইসলামমনা ব্যক্তিদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা হলে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশের উপরও এর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। কারণ ইসলামের বিধান কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়। ইসলাম সকল মানুষের জন্য। ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যও তাই।

উল্লেখিত ঐক্য প্রচেষ্টার ফলে আজ বাংলাদেশের ইসলামী মহলের মধ্যে অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় ভালো সংবেদনশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য যুগে যুগে শাসকগোষ্ঠী কিংবা প্রভাবশালী মহলের খয়েরখাঁ একধরনের স্বার্থপর লোকদের দেখা যায়। বাংলাদেশেও এধরনের লোকের যে অভাব নেই তা সকলেরই জানা। ইসলামকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে যারা দুনিয়ার ফায়দা হাসিল করতে চায় তাদের কথা আলাদা। আজ এ আশাবাদ ব্যক্ত করা যায় যে, অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশে ব্যাপক ভিত্তিক ইসলামী ঐক্যের যে কাঠামো দিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেসব করণীয়ের কথা উল্লেখ করেছেন তা অবশ্য শুভ ফল দেবে এবং তাঁর এ উদ্যোগ আমাদের জাতীয় জীবনে এক সুদূরপ্রসারী অবদান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

www.bjilibrary.com

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অধ্যাপক আযম

সর্বাবস্থায় অধ্যাপক গোলাম আযম ইসলামী আদর্শের বিজয় এবং অগ্রগতি, দেশ এবং জনগণের কল্যাণের জন্য সাধ্যমত ভূমিকা পালন করেছেন। বিদেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও বিভিন্ন দেশের নেতা ও গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী ব্যক্তিত্বের সাথে আলাপ-আলোচনায় তিনি বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ এবং বাংলাদেশে আল্লাহর দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রসংগটি ভোলেননি। এসবের মাধ্যমে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছেন।

১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে তিনি রিয়াদে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মুসলিম যুব সংস্থা "World Assembly of Muslim Youth" আয়োজিত আন্তর্জাতিক ইসলামী যুব সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলীতে অনুষ্ঠিত ইসলামিক ইয়ুথ কনফারেন্সে যোগদান করেন। এ সম্মেলনে তিনি ভাষা ও ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি আরব জাতীয়তাবাদের তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখায় ইসলামী বিশ্বের সুধীবৃন্দের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৯৭৩ সালে অতিথি বক্তা হিসেবে যুক্তরাজ্যের মানচেষ্টারে অনুষ্ঠিত ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস ইসলামিক সোসাইটিস (FOSIS) এর বার্ষিক সম্মেলনে অতিথি বক্তা হিসেবে অংশ নেন।

১৯৭৩ সালের আগষ্ট মাসে লেস্টারে ইউ,কে, ইসলামিক মিশনের বার্ষিক সম্মেলনে অতিথি বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭৩ সালের ৩১শে আগষ্ট থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব এমেরিকা এন্ড কানাডার (এম,এস,এ) একাদশ বার্ষিক কনভেনশনে অতিথি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে অংশ নেন। এ কনভেনশনে তাঁর আলোচ্য সূচী ছিলো 'Islamic values, social change and Education.' প্রায় তিন সপ্তাহ যাবত সমস্ত আমেরিকায় বিভিন্ন ইসলামী কেন্দ্র ও সংস্থায় তিনি বক্তব্য পেশ করেন।

১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে তিনি লিবিয়া সফর করেন। এসময় বেনগাজীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন চলছিলো। অধ্যাপক আযম মুসলিম পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রতি গভীর বিশ্বাস সম্পর্কে ধারণা দান করেন।

www.bjilibrary.com

১৯৭৩ সাল থেকে শুরু করে বেশ কয়েকবার অধ্যাপক গোলাম আযম সৌ আরবের বাদশাহ এবং মুসলিম জাহানের ঐক্যের উদ্যোক্তাদের অন্যত ব্যক্তিত্ব শাহ ফয়সল বিন আবদুল আজিজের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ভারতী আগ্রাসন এবং আধিপত্যের কবল থেকে বাংলাদেশের মুসলমানদের হেফাযে রাখার ব্যাপারে তিনি সৌদী বাদশাহর সাহায্য কামনা করেন। বাংলাদেশে ধর্মপ্রাণ জনগণের উপর ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা চাপিয়ে দেওয়া কোন ষড়যন্ত্র যাতে সফল হতে না পারে সে বিষয়ে তার প্রভাব কাে লাগানোর অনুরোধ জানান। গোটা মুসলিম জাহান থেকে ভৌগলিকভা বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশ। যে দেশটির তিন দিকে ভারত এবং অপরদিে বংগোপসাগর এবং পাশে কোন মুসলিম রাষ্ট্র নেইঃ সেই দেশের ইসলাম প্রি জনতার স্বার্থে সৌদী আরবসহ গোটা মুসলিম বিশ্বের বাংলাদেশের সাে সৌভ্রাতৃত্ব সুলভ সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া উচিত। তাছাড়া ইসলামী বিশ্বের সুদৃ ঐক্যের ক্ষেত্রে আরও জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্ব আরো করেন।

১৯৭৪ সালের এপ্রিলে অধ্যাপক আযম মক্কায় রাবেতায়ে আলে ইসলামীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইসলামী সংগঠন সমূহের আন্তর্জাতিক সম্মেলে প্রতিনিধি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন।

১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপ কর্তৃ আয়োজিত লন্ডনে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন।

১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরে ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সৌদ বিশ্ববিদ্যাল আয়োজিত ইসলামী আইন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতেও অধ্যাপক আয আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন।

১৯৭৭ সালে মক্কার কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজি আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন।

১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনা ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনস আয়োজি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অতিথি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন

প্রবাস জীবনে অধ্যাপক আযম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করে সেখানকা ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচিত হয়েছেন, আলাপ-আলোচ ও মত বিনিময় করেছেন। বিশেষ করে বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও সক্রি ভূমিকা পালন করায় তিনি গোটা মুসলিম বিশ্ব ছাড়াও পাশ্চাত্যে ইসলা প্রতিষ্ঠাকামীদের মধ্যে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছেন। শুধু তাই নয়, ইসলা বিশ্বে বর্তমানে যারা ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে তাঁ

www.bjilibrary.com

স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম বিশ্বের তিনি একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। যার ফলে বাইরের দুনিয়ায় সফরে গেলে দেখা যায় বাংলাদেশের এই কৃতী পুরুষ বাইরের জগতের মুসলিম ছাত্র-যুবকদের নিকটও একটি প্রিয় নাম। এ প্রসংগে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছিনা। ১৯৮০ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক ইসলামী যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পরিস্থিতির কারণে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সেই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। বিশ্ব মুসলিম যুব সংস্থা, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ও বাংলাদেশ সরকারের যুব মন্ত্রণালয়ের যৌথ সহযোগিতায় এ সম্মেলন ঢাকার বাইরে মৌচাক স্কাউট ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অধ্যাপক গোলাম আযমকে অতিথি বক্তা হিসেবে দাওয়াত করা হলে সরকার বাধা দান করে। ফলে সম্মেলন অনুষ্ঠানের স্বার্থে অধ্যাপক আযমের নাম বক্তাদের তালিকা থেকে বাদ পড়ে। সম্মেলনে যোগদানরত এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বক্তা ও প্রতিনিধিগণ আপত্তি করেন। তদানীন্তন যুব উন্নয়ন মন্ত্রীকে জানালে তিনি কোন জবাব দিতে সক্ষম হননি। বিদেশী প্রতিনিধগণ মন্ত্রীর নিকট প্রশ্ন করেন, We want to see him, we want to listen his speach ইত্যাদি। অবশেষে সম্মেলন সমাপ্ত করে বিদেশী ছাত্র-যুবকগণ সরকারী যানবাহন নিয়েই কাজী অফিস লেনে অধ্যাপক আযমের সাথে সাক্ষাৎ করতে চলে আসেন। পরে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের মিলনায়তনে অধ্যাপক আযমের সাথে প্রতিনিধিদের ২ ঘন্টাব্যাপী প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়। ঐসব ছাত্র-যুবকরা একথাও বলে যে, "Prof. Azam is not only your leader. He is also our leader."

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী হওয়ার ফলে প্রতিনিয়ত বাইরের দুনিয়া থকে ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামী আন্দোলনের নেতাগণ ঢাকায় এসে থাকেন। তাদের অনেকেই ইসলামী জগতের বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং নেতা অধ্যাপক আযমের সাথে সাক্ষাৎ না করে যান না। এই লোকটির সাথে সাক্ষাৎ করা তারা জরুরী মনে করেন। কয়েক বছর আগে পবিত্র হারাম শরীফের মহামান্য ইমাম বাংলাদেশ সফরে আসেন। সরকারী অতিথি ছিলেন তিনি। কিন্তু প্রোটোকলের তোয়াক্কা না করে তিনি অধ্যাপক আযমের সাথে ফজরের নামায পড়তে চলে এলেন কাজী অফিস লেন মসজিদে। নামায শেষে তিনি নাশতা করলেন অধ্যাপক সাহেবের সাথে। এরপর আলাপ-আলোচনা ও গভীর শুভেচ্ছা বিনিময় হলো দু'জনের মাঝে। ১৯৭৮ সাল থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর অধ্যাপক গোলাম আযম অসংখ্য আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন, সেমিনারে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন। কিন্তু যেহেতু সরকার তাঁর নাগরিকত্বের ব্যাপারটি অমীমাংসিত রেখেছেন সেহেতু তিনি কোথাও যেতে সক্ষম

www.bjilibrary.com

হননি।বেশ কয়টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অনুরোধে তিনি বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব আব্বাস আলী খান ও মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফকে তাঁর বদলে পাঠিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

১৯৭১ সালের রাজনৈতিক ভূমিকা

রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী ও আদর্শের কারণে রাজনৈতিক ভূমিকাও ভিন্ন হতে পারে। ভারত বিভাগের সময়ও রাজনৈতিকভাবে কেউবা এর পক্ষে ছিলেন আবার এর বিপক্ষেও মত প্রকাশ করেছেন। যে মুসলিম লীগ মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে, ভারত বিভাগের মাধ্যমে আলাদা পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতেও মুসলিম লীগ ছিলো এবং তদানীন্তন পাকিস্তানেও কংগ্রেস রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করেছে। এজন্য মুসলিম লীগকে যেমন স্বাধীনতাদ্রোহী বলা হয়নি তেমনি কংগ্রেসকেও স্বাধীনতা বিরোধী আখ্যায়িত করা হয়নি কিংবা মুসলিম লীগ বা কংগ্রেসের নেতাদেরকে স্বাধীনতার শত্রু আখ্যায়িত করা হয়নি। অবশ্য ক্ষমতাসীন মহল কোন কোন নেতাকে স্বাধীনতা বিরোধী আখ্যায়িত করতে চাইলেও জনগণ তা গ্রহণ করেনি। ফলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা ফজলুল হক কিংবা চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের দুশমন আখ্যায়িত করা হলেও পরবর্তীকালে তারা পাকিস্তানের ক্ষমতায়ই শুধু অধিষ্ঠিত হননি বরং পাকিস্তানের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। সুতরাং একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ভূমিকার কারণে কাউকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে আখ্যায়িত করার যৌক্তিকতা নেই।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে জনগণের ম্যান্ডেট চেয়েছিল। সেই ছয় দফায় স্বাধীনতার কথা ছিলনা বরং ৬ দফা পাকিস্তানকে শক্তিশালী করবে এ যুক্তিই প্রদর্শন করা হয়েছে। মুসলমানদের অনেক রক্ত ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তান সম্পর্কেও এ দৃষ্টিভংগী যদি কেউ পোষণ করে থাকেন যে পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রেখে ইসলামের ইনসাফ ভিত্তিক শাসন কায়েম করা হলে জনগণের মুক্তি আসতে পারে, বৈষম্য নিরসন হতে পারে, গরীবের আর্থিক সমস্যা দূর হতে পারে সে অবস্থায় তাকে দেশ ও স্বাধীনতার দুশমন আখ্যায়িত করার যৌক্তিকতা নেই। ১৯৭১ এর ২৪শে মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিব ইয়াহিয়া সরকারের সাথে আলোচনা করে সমঝোতায় পৌঁছার চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাৎ পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার পক্ষে ছিলেন। ৭০ সালের নির্বাচনে এদেশের জনগণ শেখ মুজিব এবং তার দল আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার পক্ষেই রায় দিয়েছিল।

www.bjilibrary.com

তাছাড়া আওয়ামী লীগের গোটা নেতৃত্ব ৪০ এর দশকে পাকিস্তানের আযাদী সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। পাকিস্তানকেই তারা স্বাধীন দেশ মনে করতেন। তাদের কোন বক্তব্য-বিবৃতি থেকে একথা প্রমাণ করার কোন উপায় নেই যে তারা পাকিস্তানকে স্বাধীন দেশ মনে করতেন না। বরং ৫৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগ অংশ নিয়েছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রে ১৪ মাস এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ২২ মাস সরকার পরিচালনা করেছেন। বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিব স্বয়ং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক মন্ত্রী ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করছে এটা তাদের অভিযোগ ছিলো। শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আওয়ামী লীগ ৬ দফা কর্মসূচী দিয়েছিলো। আর অধ্যাপক আযমের দল জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিভংগী ছিল এর মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে না বরং ইসলামী শাসন কায়েম করা হলে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে, শোষণ বন্ধ হবে। এই ধরনের রাজনৈতিক মতপ্রার্থক্য করার অধিকার অস্বীকার করার উপায় নেই। তাছাড়াও ভারতের সম্প্রসারণবাদী এবং আধিপত্যবাদী ভূমিকার কারণে ভারতের ভূমিকার প্রশ্নে সংশয় ও শংকা ছিলো পুরো মাত্রায়। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি ভারতের আন্তরিকতার প্রশ্নে রাজনৈতিক কারণেই অধ্যাপক গোলাম আযম এবং তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মিগণ সংশয় মুক্ত হতে পারেননি।

১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাথে সাথেই অধ্যাপক গোলাম আযম এবং জামায়াতে ইসলামী শেখ মুজিবকে নির্বাচনে বিজয় লাভের জন্য অভিনন্দন জানায় এবং অবিলম্বে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা অর্পণের জন্য সামরিক সরকারের প্রতি বারবার আহবান জানায়। তদানীন্তন সংবাদপত্রে অধ্যাপক আযমের এ সম্পর্কিত বিবৃতি প্রকাশিত হয়।

৭০-এর নির্বাচনে অধ্যাপক গোলাম আযমের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র আওয়ামী লীগের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিলো। যদিও সেই রাজনৈতিক স্রোত এবং আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তার মুকাবিলায় প্রাদেশিক পরিষদে মাত্র একটি আসনে জামায়াত বিজয়ী হয়েছিলো তথাপি একথা জামায়াতের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষও স্বীকার করবেন যে, জামায়াত ঐ নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিতীয় বৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

জুলফিকার আলী ভুট্টোর দুই প্রধানমন্ত্রীর অবাস্তব ফর্মুলাকেও জামায়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানাতে থাকে।

www.bjilibrary.com

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানের সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে যে ন্যক্কারজনক সামরিক অভিযান শুরু করে তার প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অনাকাংখিত ভিন্ন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। শেখ মুজিব তার নিজ বাসভবন থেকে গ্রেফতার হন এবং তার সহকর্মীরা ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাদের কি পরিকল্পনা বা চিন্তা ছিলো এ সম্পর্কে অধ্যাপক গোলাম আযম বা তাঁর দল জামায়াতে ইসলামী সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলো। ঐ অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি বা তাঁর দলের পক্ষ থেকে দেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করা অসম্ভব ছিলো। তাই দেশের মাটিতে দেশের জনগণের সাথেই তাঁরা ছিলেন বা থাকতে বাধ্য হয়েছেন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আলাদা হওয়ার কথাও তাঁরা ভাবতে পারেননি। ফলে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই সমস্যা সমাধানের চিন্তা তাঁরা করেছেন। এটা ছিলা তাঁর বা তাঁর দলের রাজনৈতিক হিসাব নিকাশের ব্যাপার। তবে ঝোপ বুঝে কোপ মারার রাজনীতিতে যেহেতু তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না বা হাওয়া বদলের সাথে রাজনৈতিক বোল পাল্টানোর রাজনীতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন না তাই দেশের জনগণের কল্যাণ বিবেচনা করে তখনকার রাজনৈতিক ভূমিকা নির্ধারণ করেছিলেন। দীর্ঘ সংগ্রাম করে যে দেশটি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে কায়েম করা হয়েছিল, সে দেশটিকে ভাংগার জন্য সম্প্রসারণবাদী ভারতের সহায়তায় কোন ভূমিকা গ্রহণ করা তিনি সমীচীন মনে করেন নি বা একে মুক্তির পথ ভাবতে পারেননি। ফলে অধ্যাপক আযম পাকিস্তানের সংহতির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এটাই তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা বা ৭১-এর ভূমিকা। কিন্তু একথা কেউ প্রমাণ করতে পারবেন না যে তিনি বা তাঁর দল জনগণের উপর অত্যাচার চালিয়েছেন অথবা সামরিক সরকারের সকল অন্যায় অনাচারকে সমর্থন করেছেন। বরং ঐ পরিস্থিতিতে যথাসাধ্য জনগণকে যুলুম ও অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য কাজ করেছেন। অধ্যাপক আযম অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সেনাবাহিনীর নির্যাতনের সমালোচনা করেছেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম শুধু একা নন, আমাদের দেশের ইসলামপন্থী মহলের গোটাটাই ভারতের সম্প্রসারণবাদী ভূমিকার আশংকায় পাকিস্তানের সংহতির পক্ষেই ছিলেন। অধ্যাপক আযম এবং অন্যরা যারা পাকিস্তানের সংহতির পক্ষ অবলম্বন করেন তাদের সংগ্রাম ছিলো সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নয়। হ্যাঁ, যদি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিনি কোন ভূমিকা পালন করতেন বা তাঁর দল জামায়াত কোন ভূমিকা পালন করতো তাহলে তাকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে আখ্যায়িত

www.bjilibrary.com

করা হলে কারও কিছু বলার ছিলোনা, কিংবা তিনি নিজেও একথা অস্বীকার করতে পারতেন না। যে দেশকে এদেশের সকল মানুষ একদিন নিজ দেশ, স্বাধীন দেশ বলে মনে করেছে, ৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সে দেশের পক্ষ অবলম্বন করা অপরাধ হতে পারেনা। বাংলাদেশ হওয়ার আগ পর্যন্ত এদেশ যে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত ছিলো এই বাস্তব কথা কি অস্বীকার করার উপায় আছে? সুতরাং অধ্যাপক আযমকে স্বাধীনতা বিরোধী চিহ্নিত করার কোন যৌক্তিকতা বা প্রমাণ কোনটাই নেই। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য একটি দৈনিকে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার থেকে নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

www.bjilibrary.com

সাংবাদিক সাক্ষাৎকার

(অধ্যাপক গোলাম আযমের '৭১-এর ভূমিকা সম্পর্কে ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ সালে দৈনিক সংগ্রামে যে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়, হুবহু এখানে তা তুলে ধরা হলো)।

প্রশ্নঃ কোন কোন মহল আপনাকে স্বাধীনতা-বিরোধী বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে, এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তরঃ "যখন বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলো, তখন স্বাধীন বাংলাদেশকে আমি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ হওয়ার পর এ পর্যন্ত আমার কোন আচরণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বলে প্রমাণ করার কারো ক্ষমতা নেই।" সুতরাং শুধু '৭১-এর ভূমিকার কারণে আমাকে এদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বলে গালি দেয়া অযৌক্তিক।

'৭১-এ আমার যে ভূমিকা ছিলো তা আমার একার ছিল না। এদেশে সবকটা ইসলামপন্থী দল এবং লক্ষ লক্ষ সক্রিয় ইসলামপন্থী লোক এই ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হলেও আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে তারাই সবচেয়ে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিচ্ছে।

অবিভক্ত ভারতে ইংরেজ ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতীয়তার পক্ষে যে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল তার ফলেই ভারত বিভাগ হলো। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো। এ আন্দোলনকেই উপমহাদেশে মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলন বলে গ্রহণ করে মুসলিম ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, ওলামা সকলেই অংশগ্রহণ করেন। সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, শেখ মুজিব, তাজুদ্দিন, নজরুল ইসলাম এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও এ আন্দোলনের নিষ্ঠাবান নেতা ও কর্মী হিসেবে অংশ নেন। আওয়ামী লীগ পাকিস্তানকে পরাধীন দেশ মনে করতো না। স্বাধীন দেশ মনে করতো। ৬-দফাকে স্বাধীনতার দাবী বলেনি বরং স্বায়ত্তশাসনের দাবী বলেছে।

অত্যন্ত দুঃখজনক যে, পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার ছিল না। গণতান্ত্রিক সরকার কায়েমের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো সংগ্রাম করেছে। আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথেই আমি 'কপ', 'পিডিএম' ও 'ডাক'-এ 'গণতন্ত্রের' জন্য আন্দোলন করেছি। আজীবন যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরীক হয়েছেন তারা আওয়ামী লীগের সাথে ১৯৭১ সালে একমত না হয়ে থাকলে কোনক্রমেই স্বাধীনতা বিরোধী হতে পারে না। তাকে বড়জোর রাজনৈতিক মতপার্থক্য বলা যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

"বাংলাদেশ আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করলো এবং যারা অংশগ্রহণ করলো না বা ভিন্নমত পোষণ করলো, তাদের সম্পর্কে মরহুম আবুল মনসুর আহমদ এত বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন যা আমি বললে হয়তো রাষ্ট্রদ্রোহী বলে আমাকে শাস্তি পেতে হতো। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে প্রতিপক্ষকে দেশদ্রোহী হিসেবে চিত্রিত করার চিরাচরিত প্রথা সাময়িকভাবে গুরুত্ব পেলেও স্থায়ীভাবে তা গুরুত্ব পেতে পারে না।"

আওয়ামী লীগ আজ সেকুলারিজমের ধারক ও দ্বি-জাতিত্বের বিরোধী। মূলত তার রাজনীতির সূচনা হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে। '৫৪ সালের নির্বাচনেও আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল। মুসলিম শব্দটি বর্জন ও যুক্ত নির্বাচন সমর্থন করে মুসলিম জাতীয়তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার প্রয়োজন তখন মনে করা হলো যখন শেরে বাংলা, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত যুক্তফ্রন্টে বিভেদ সৃষ্টি হলো এবং ব্যালেন্স অব পাওয়ার এসে গেল আইন সভার অমুসলিম সদস্যদের হাতে। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী মুসলিম লীগকে অমুসলিম সদস্যরা সাম্প্রদায়িক দল বলে মনে করতেন বলেই তাঁরা শেরে বাংলা ও আবু হোসেন সরকারের সাথে হাত মিলালেন। আওয়ামী লীগ 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে ক্রমে ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তা থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে গেল। সুতরাং কোন ইসলামপন্থী দল বা ব্যক্তি যদি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থাশীল হতে না পেরে থাকে, এজন্য তাদের রাজনৈতিক গালি দেয়া যেতে পারে, দেশের স্বাধীনতা বিরোধী বলার কোন যৌক্তিকতা নেই।

ইসলামপন্থী যেসব দল ও ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের সহযোগিতায় আস্থা স্থাপন করতে পারেনি বা সহযোগিতাকে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণময় বলে বিশ্বাস করতে পারেনি এবং তদানীন্তন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করতে পারেনি আজ তাদের কোন্ কার্যকলাপ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে? বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার আশংকা কোন্ দিক থেকে? আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের মুসলমানরা ভারত-রাশিয়াসহ সবার সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে আযাদী নিয়ে বাঁচতে চায়। তবুও একথা বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপর আঘাত আসার সবচেয়ে বেশী আশংকা ভারত ও রাশিয়ার পক্ষ থেকে। রাশিয়া আফগানিস্তান দখল করার পর এখানে রুশপন্থীদের আচরণে এ আশংকা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

'৭৫ সালের আগষ্টের পর যারা এদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়ে আবার ভারতের সাহায্য নিয়ে এদেশে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছে এবং

www.bjilibrary.com

এখনো করছে বলে শোনা যায়, তাদের সম্পর্কে জনগণের মধ্যে কি ধারণা বিরাজ করছে? যদি ভারত ও রাশিয়ার যোগসাজশে স্বাধীনতাকে বিপন্ন করার সামান্যতম সন্দেহও ইসলামপন্থীদের করা না যায়, তাহলে কোন্ যুক্তিতে ইসলামপন্থীদেরকে দেশের স্বাধীনতার জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করা হবে?

বর্তমানে ইসলামপন্থী দল ও নেতৃবৃন্দ যদি এমন কিছু করছে বলে প্রমাণিত হয় যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সামান্যতমও ক্ষতিকর মনে হয়, তবে তা জনগণের সামনে উপস্থাপিত করা হোক। তা না করে যদি '৭১-এর ভূমিকার কারণেই তাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে গালি দেয়া হয় তাহলে সেটা 'রাজনৈতিক ভোতা অস্ত্র' ছাড়া আর কোন সংজ্ঞায় পড়ে না।

ভারত বিভাগ ছিল একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন। কংগ্রেসের সাথে মুসলিম লীগের মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান দু'দেশ হওয়ার পর ভারতে মুসলিম লীগ নেতাদেরকে এবং পাকিস্তানে কংগ্রেস নেতাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী এবং দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করা হয়নি। '৭১ সালে আমার যে ভূমিকা ছিল তা রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণেই। এ প্রসংগে আমি শেরে বাংলার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব তিনিই উত্থাপন করেছিলেন অথচ ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান ইস্যুতে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে থাকা সত্ত্বেও জনগণ তাঁকে দেশদ্রোহী বলেনি। বরং তিনি পরবর্তী সময়ে যুক্তফ্রন্টে নেতৃত্ব দেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হন। অথচ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে গালি দিয়েছে।

পাকিস্তান সরকার সোহরাওয়ার্দীকে দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোলকাতায় ফিরে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু তিনিই পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। বলিষ্ঠ ও যোগ্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার প্রয়োজনে দুর্বল নেতারা এ ধরনের রাজনৈতিক গালির আশ্রয় নিয়েছে সব সময়ই। আমার কথা বাদ দিন। যারা '৭১-এ একই সাথে একই দলে কাজ করেছিলেন, তারাই আজ পরস্পরকে দেশদ্রোহী; স্বাধীনতার শত্রু ইত্যাদি গালি দিচ্ছেন।

প্রশ্ন– আপনার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ যে, আপনি নাকি আবার বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাতে চান?

উত্তর– যদি ভৌগলিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত থাকতো, তাহলেও এ সন্দেহ করার একটা যুক্তি ছিল। দু'দেশের মাঝখানে বিরাট একটা দেশ। দেশটা এক দেশ থাকতেই এক রাখা যায়নি। এ সত্ত্বেও একথা পাগলেই

www.bjilibrary.com

বলতে পারে কিন্তু পাগলেও তা বিশ্বাস করবে না।

প্রশ্ন– গত কিছুদিন পত্র-পত্রিকায় আপনার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা প্রকাশিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনারা মন্তব্য কি?

উত্তর– যারা লিখছে তারা কোন্ পন্থী দেশের জনগণের তা বিচার্য। তাদের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা কতটুকু নিরাপদ সেটাও জনগণ দেখবে। গত ১ বছর ৮ মাসের মধ্যে আমি কোথায়ও কোন রাজনৈতিক বক্তব্য রাখিনি। কোন জনসমাবেশে দেশের রাজনীতি নিয়েও আলোচনা করিনি। এ সময়ের মধ্যে দেশে আমি কোন সফর করিনি।

এ পর্যন্ত দু'টি সীরাত মাহফিলে বক্তৃতা করেছি। কেউ বলুক আমার কোন্ কথাটি আপত্তিকর হয়েছে বা দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে তমদ্দুন একাডেমী আয়োজিত সীরাত মাহফিলে বক্তৃতা দেয়ার পর থেকে যেভাবে আমার বিরুদ্ধে লেখালেখি হচ্ছে তাতে আমার এ বিশ্বাসই দৃঢ় হয়েছে যে, পত্র-পত্রিকায় যে মহল হৈ চৈ শুরু করেছে তাদের পরিচয়ই আমার সান্ত্বনার জন্য যথেষ্ট। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে আদর্শকে এদেশে আমি বাস্তবায়িত দেখতে চাই তারা এর বিরোধী হওয়ার কারণেই আমার বিরোধিতা করছে। কিন্তু সেটাকে দোষ হিসেবে পেশ করার কোন উপায় নেই বলে আমাকে দেশবাসীর কাছে হেয় করার এ অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রশ্নঃ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আপনাকে যেসব হুমকি দেয়া হচ্ছে তাতে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

উত্তরঃ দেশের আইন-শৃংখলার অবস্থা এ থেকে কিছুটা আঁচ করা হয়। দেশে একটা সরকার কায়েম আছে এবং আমি যে এ দেশে আছি সরকার তা জানে। দেশে আসার পর প্রায় দেড় বছর হতে যাচ্ছে নাগরিকত্বের জন্য আনুষ্ঠানিক আবেদন জানানো হয়েছে। এ অবস্থায় লিখিত আকারে পত্রিকায় লিখে হত্যার হুমকি দেয়ার কোন নজীর আমার জানা নেই। যারা আমাকে দেশ থেকে তাড়াবার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছেন তারা যদি দেশপ্রেমের কারণেই এটা করে থাকেন তাহলে আমার কিছু বলার নেই। বর্তমানে দেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে, একদল আরেক দলকে দেশদ্রোহী, স্বাধীনতা-বিরোধী ইত্যাদি অপবাদ দিচ্ছে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে হামলা করা হচ্ছে। এটা আমাদের দেশের একটা রাজনৈতিক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে, আমিও এটাকে সে হিসেবেই গ্রহণ করেছি। এটা কোনক্রমেই মংগলজনক নয়। প্রতিপক্ষকে যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে মোকাবিলা করা দরকার।

www.bjilibrary.com

প্রশ্নঃ নাগরিকত্ব সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তরঃ নাগরিকত্ব মানুষের জন্মগত অধিকার। এটা সর্বত্র স্বীকৃত এবং কোন সরকারেরই নাগরিকত্ব হরণ করার এখতিয়ার নেই। যত বড় অন্যায়ই কেউ করুক দেশের আইন দ্বারা সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন অন্যায়ের জন্যই নাগরিকত্ব হরণ করা যেতে পারে না। তবু অতীতের সরকার এ অন্যায় আদেশ দিয়েছে। সেজন্য আমি আইনগত দিক পূরণের উদ্দেশ্যে আমার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিদেশ থেকেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এবং দেশের প্রেসিডেন্টের কাছে বারবার দরখাস্ত পাঠিয়েছি। দেশে এসে আবার যথাযথ নিয়মেই দরখাস্ত দিয়েছি। আমার পক্ষ থেকে নাগরিকত্ব বহাল করার ব্যাপারে যতটুকু করণীয় ছিলো তা করার পর আমি এদেশের নাগরিক নই একথা বলার যৌক্তিকতা থাকে না।

যাদের নাগরিকত্ব হরণ করা হয়েছিল যদি তাদের কাউকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে না দেয়া হতো তাহলে এর একটা যুক্তি ছিল। যারাই নাগরিকত্ব চেয়েছে, দেয়া হয়েছে। আমি ছাড়া চেয়েছে অথচ নাগরিকত্ব দেয়া হয়নি এমন কেউ নেই।

আমি সরকারের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করছি না। এমনকি যে দুটো সীরাত মাহফিলে আমার উপস্থিতিতে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার শ্লোগান দেয়া হয়েছে সেখানে এর প্রয়োজন নেই বলে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ না করার জন্যে আমি তাদের বলেছি। সরকার কি কারণে নাগরিকত্ব বহাল করতে বিলম্ব করছেন তা আমি জানি না।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশে ফিরে আসার পূর্বে আপনি কোথায় কিভাবে কাটিয়েছেন?

উত্তরঃ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য আমরা কয়েকজন '৭১-এর ২২শে নভেম্বর লাহোর যাই। দু'জন নভেম্বরেই চলে আসেন। ডিসেম্বরের তিন তারিখে আমি করাচী থেকে ঢাকা রওয়ানা হই। ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ছিল বলে কলম্বো হয়ে ঢাকা আসতে হতো। কলম্বো হয়ে আসতে ৬ ঘন্টা সময় লাগতো। কিন্তু আমাদের বিমানটি সাড়ে চার ঘন্টার সফর হয়ে যাওয়ার পর আবার কলম্বো ফিরে গেল। কারণ তখন ঢাকায় যুদ্ধ চলছিল এবং ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকা বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ করায় ঢাকায় অবতরণ সম্ভব ছিল না। বিমানটি করাচীতে ফিরে যেতে না পেরে পথ পরিবর্তন করে জেদ্দা চলে গেল। পরে পাকিস্তানে ফিরে লন্ডনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এক বছর পর্যন্ত ভুট্টো আমাকে পাকিস্তান থেকে কোথাও যাওয়ার অনুমতি দেননি। '৭২ সালে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাই। এরপর আর পাকিস্তানে যাইনি। বিদেশ থাকাকালে

www.bjilibrary.com

পত্রিকা মারফত জানতে পারলাম যে, আমার নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে। সে কারণে আমাকে বাধ্য হয়েই পাকিস্তানী পাসপোর্ট ৭ বছর ব্যবহার করতে হলো।

হজ্জপরবর্তী ৬ বছর আমি প্রধানতঃ লন্ডনে কাটিয়েছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করায় ঐসব সম্মেলনে বাংলাদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ বিপন্ন মনে করাই স্বাভাবিক ছিল।

এ বিভ্রান্তি দূর করার জন্য বিদেশে অবস্থানকালে যেখানেই গিয়েছি সেখানে আমি বাংলাদেশে ইসলামকে কোন শক্তি দাবিয়ে রাখতে পারবে না এবং এখানকার মুসলমানরা ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বরদাশত করতে রাজী হবে না বলে মুসলিম বিশ্বকে নিশ্চয়তা দিয়েছি। তবে যাতে সংবিধান থেকে সেকুলারিজম প্রত্যাহার করা হয় এবং ইসলামের কাজ করতে যেসব বাধা আছে তা দূর করা হয় সে উদ্দেশ্যে মুসলিম জাহান ও ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কাছে তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের আবেদন জানিয়েছি।

প্রশ্নঃ যারা আপনাকে স্বাধীনতা-বিরোধী বলে অভিহিত করছে, তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার আছে কি?

উত্তরঃ তাঁরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন আমিও সে দেশে জন্মেছি। এদেশের ভালোমন্দ কিসে এ সম্পর্কে আমাদের পারস্পরিক মত-পার্থক্য থাকতে পারে। দেশে এখন বহু মত ও পথ হয়ে গেছে। বাংলাদেশে ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হোক– এটা আমি চাই। এ নিয়ে মত-পার্থক্য হতে পারে। যারা আমার বিরোধিতা করছেন তাঁদেরকে অনুরোধ করবো যেন তাঁরা ইসলামকে জানার চেষ্টা করেন। এ আদর্শের জন্য তাঁরা যদি কাজ করেন তাহলে তাঁদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে শরীক হইনি বলেই আমি স্বাধীনতা-বিরোধ, এ চিন্তা থেকে তাঁরা বিরত হবেন বলে আমি আশা করি।

আমি সবার প্রতি এ আহবান জানাচ্ছি যে, ইসলাম কোন দল বা ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি নয়। আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠার উপর এদেশের স্বাধীনতা ও অগ্রগতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলে আমি বিশ্বাস করি। তাদেরকেও সে মহান আদর্শ গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দিচ্ছি এবং আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি।

প্রশ্নঃ এ মুহূর্তে দেশবাসীর উদ্দেশে কোন্ কথাটি বলার প্রয়োজন মনে করছেন?

www.bjilibrary.com

উত্তরঃ বিশ্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা দুটো জোনে বিভক্ত। একটা সিনকিয়াং থেকে মৌরিতানিয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয়টি ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া নিয়ে গঠিত। এ দু'টি জোন থেকে ভৌগলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের চারদিকে যদি কয়েকটি দেশ থাকতো তাহলে কোন একটির সাথে সংঘর্ষ হলেও অন্যটির সহযোগিতা আশা করা যেতো। কিন্তু সাড়ে তিন দিকই এমন একটি দেশ দ্বারা বেষ্টিত যে দেশটি থেকে এদেশের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন। জনগণের মধ্যে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার 'জযবা' ও মুসলিম চেতনাবোধ এবং বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীতে ইসলামী জেহাদের প্রেরণাই এদেশের স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকবচ। এ কারণে বাংলাদেশের সর্বস্তরে জনগণের প্রতি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকুল আবেদন জানাই।

www.bjilibrary.com

নাগরিকত্ব সমস্যা

অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৭১ সালের ২২শে নভেম্বর তদানীন্তন জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদানের জন্য লাহোর যান। বৈঠক শেষে ৩ রা ডিসেম্বর করাচী থেকে বিমানযোগে ঢাকা রওয়ানা হন। কিন্তু ঐদিন ঢাকা বিমান বন্দরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বোমা বর্ষণের ফলে বিধ্বস্ত বিমান বন্দরে অবতরণ করা সম্ভব হবেনা বিধায় বাংলাদেশের সীমানা থেকে বিমানটি ফেরত যেতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য যে, বিমানটি করাচী বিমান বন্দরে নামতে না পেরে জেদ্দায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। এভাবে অধ্যাপক আযম অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদেশে আটকা পড়ে যান। জেদ্দা থেকে পরে তিনি অন্যান্য যাত্রীর সাথেই করাচী ফিরে আসেন।

বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ এবং অবিলম্বে দেশে ফিরে আসার জন্য তিনি ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান থেকে লন্ডন যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভট্টো সরকার তাঁকে যাবার পথে বাধা দেয় এমনকি তাঁকে হজ্জে যাওয়ার পথেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তিনি খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে এই জুলুমের প্রতিবাদ করেন। হজ্জের জন্য তিনি সেই যে পাকিস্তান থেকে বের হন এরপর আর পাকিস্তানে ফিরে আসেননি।

হজ্জ শেষ করে দুবাই, আবুধাবি, কুয়েত, বৈরুত ও লিবিয়া সফর শেষে ১৯৭৩ সালে তিনি লন্ডন পৌঁছেন। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ ফেরার আগ পর্যন্ত তিনি লন্ডনেই ছিলেন। কিন্তু দেশে ফিরে আসার জন্য অধ্যাপক আযম এতটা উদগ্রীব ছিলেন যে, অনেকের পরামর্শ সত্ত্বেও বৃটেন বা অন্যকোন দেশের নাগরিকত্ব বা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেননি।

১৯৭৩ সালে তিনি যখন হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় অবস্থান করছেন বাংলাদেশ সরকার তখন অধ্যাপক গোলাম আযমসহ আরও বেশ কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করে। ফলে দীর্ঘসময় অধ্যাপক আযমকে বিদেশে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হয়। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে সরকার এক প্রেসনোটে বলেন, যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে যারা নাগরিকত্ব ফিরে পেতে ইচ্ছুক তাঁদেরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাবরে আবেদন করতে হবে। এই প্রেসনোট প্রকাশতি হওয়ার পর তিনি লন্ডন থেকে নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার সমীপে আবেদন করেন।

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে একই তালিকায় এবং একই ঘোষণায় যে ৩৯ জনের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয় তাদের মধ্যে একমাত্র অধ্যাপক আযম ছাড়া যারাই নাগরিকত্ব লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাদের সবাইকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। যারা নাগরিকত্ব ফিরে পেয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : (১) জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, এডভোকেট, (২) এ, টি, সাদী, এডভোকেট, (৩) কোরবান আলী, ব্যারিষ্টার, (৪) অধ্যাপক ইউসুফ আলী, (৫) আবু তাহের আব্দুল্লাহ, (৬) জুলমত আলী খান, (৭) অধ্যাপক আব্দুল খালেক, (৮) অধ্যাপক আব্দুল হাকিম, (৯) মওলানা ফজলুর রহমান, (১০) শেখ জানসার আলী, এডভোকেট, (১১) অধ্যাপক মোল্লা হারুনর রশীদ, (১২) আব্দুল জব্বার খন্দর, (১৩) শামসুর রহমান, এডভোকেট, (১৪) শামসুদ্দিন আহমদ, (১৫) ওয়াহিদুজ্জামান, (১৬) কাজী আবদুল কাদের, (১৭) মাওলানা আব্দুল হক, (১৮) মাওলানা আশরাফ আলী, (১৯) মাওলানা তমিজউদ্দিন আহমদ, (২০) হুমায়ুন খান পন্নী, (২১) শফিকউল্লাহ, (২২) সায়েদুল হক, এডভোকেট প্রমুখ।

অন্যদের মধ্যে জনাব নূরুল আমিন পাকিস্তানেই ইন্তেকাল করেন। মাহমুদ আলী, শফিকুল ইসলাম ওরাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানেই রয়ে গেলেন। তাঁরা নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার দরখাস্তই করেননি।

আইনের দৃষ্টিতে জন্মগত নাগরিকত্ব বাতিল করার কোন বিধান নেই। কোন আইনই এটাকে অনুমোদন করেনা। সুতরাং ১৯৭৩ সালে অধ্যাপক গোলাম আযমকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণার আদেশটি সম্পূর্ণ অবৈধ। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে যখন ১৭-১-৭৬ ইং তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত নোটিশ প্রকাশ করে তখন অধ্যাপক গোলাম আযম নিয়মমাফিক স্বরাষ্ট্র সচিবের বরাবর নাগরিকত্ব বহালের আবেদন জানান। এর কোন জওয়াব না পেয়ে ৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট দরখাস্ত পাঠান।

www.bjilibrary.com

Annexure 'B'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বহিরাগমন শাখা– ৩
ঢাকা।

তারিখ, ঢাকা, ১৭-১-৭৬ ইং

সংবাদ বিজ্ঞাপ্তি

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার কিছুসংখ্যক বাংলাদেশের নাগরিকদের নাগরিকত্ব বাতিল করিয়াছিলেন। বর্তমানে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশে ও বিদেশে অবস্থান করিতেছেন। সরকার ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা সম্পর্কে বিবেচনা করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরাইয়া পাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, এতদুদ্দেশ্যে তাহারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট সরাসরি আবেদনপত্র পেশ করিতে পারেন।

স্বাক্ষর/- ন, ন, জামান
উপ-সচিব,
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

www.bjilibrary.com

Annexure 'C'.

Prof. Gholam Azam
87 Lewisham Way, London
SE 14 6QD
Telephone 01–692–9362.

২০ জামাদিউল উলা ১৩৯৭।
Date ২০ মে, ১৯৭৬।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা, বাংলাদেশ।

বিষয়ঃ নাগরিকত্ব পুনর্বহাল।

জনাব,

আস্‌সালামু আলাইকুম অ-রাহমাতুল্লাহ।

সরকারী ঘোষণা মোতাবেক জানতে পারলাম যে সাবেক সরকার যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করেছিলেন তাদের সে অধিকার ফিরিয়ে দেবার বিষয়ে বিবেচনার জন্য বর্তমান সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

আমি জন্মগতভাবেই বাংলাদেশের নাগরিক। আমি মনে করি সাবেক সরকার অন্যায়ভাবে আমার নাগরিক অধিকার হরণ করেছিলেন। স্বভাবতঃই সে অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য আমি একান্ত ইচ্ছুক।

আশা করি বর্তমান সরকার অবিলম্বে আমার নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করে আমার প্রতি সুবিচার করবেন। ইতি।

(গোলাম আযম)
দস্তখত

www.bjilibrary.com

নাগরিকত্বের সমস্যার কারণে দেশে ফিরতে পারছেন না বিধায় তিনি এজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। বিভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁকে ঐসব দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের আহবান জানালেও তিনি তাতে রাজী হননি। এমনকি কোন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পর্যন্ত প্রার্থনা করেননি। তাঁর নাগরিকত্বের প্রশ্নে যখন কোন সমাধান হচ্ছিলনা এমতাবসহায় তাঁর অসুস্থ এবং বৃদ্ধা মাতা সৈয়দা আশরাফুননিসা ১৯৭৭ সালের ১৪ই নভেম্বর বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের কাছে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের নাগরিকত্ব বহালের দাবী জানিয়ে আবেদন করেন। এরপরও যখন বিষয়টি সুরাহা হচ্ছিলনা তখন অধ্যাপক গোলাম আযম ৩ মাসের ভিসা নিয়ে পাকিস্তানী পাসপোর্টেই দেশে ফিরলেন। নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পুনরায় প্রেসিডেন্টের কাছে তাঁর নাগরিকত্ব সমস্যাটি সুরাহার আবেদন করেন এবং পাসপোর্ট সারেন্ডারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। আবেদনে তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন (১) সকল বিচারে আমি একজন বাংলাদেশী, (২) পাকিস্তানী পাসপোর্টে (১৯৭১ সালের আগের সকলেরই পাকিস্তানী পাসপোর্টই ছিল) বাংলাদেশে আসতে বাধ্য হলেও আমি পাকিস্তানী নাগরিক নই। (৩) গত ৬ বছরে আমি পাকিস্তানে যাইনি। (৪) বাংলাদেশের বাইরে আমার কোন সহায়-সম্পত্তি নেই, (৫) আমার স্ত্রী ও সন্তানগণ বাংলাদেশেরই নাগরিক, (৬) আমার মরহুম পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যে সম্পত্তি সেটাই আমার একমাত্র সম্পত্তি।

অতঃপর দীর্ঘদিন পর্যন্ত সরকার নির্বিকার থেকে বিগত ১৯৮৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত এক পত্রে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় তিনি ভিসা ছাড়াই বাংলাদেশে কিভাবে অবস্থান করছেন। ২২শে ডিসেম্বর অধ্যাপক আযম নিম্নোক্ত পত্রের মাধ্যমে সরকারকে জানিয়ে দেন যে, জন্মসূত্রের নাগরিকত্বের দাবীতেই আমি এখানে নিজ বাড়ীতে অবস্থান করছি।

www.bjilibrary.com

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
IMMIGRATION–V

No. 1262/ Imm.V. **Dated Dhaka the 3rd Dec'86.**

From :

A. F. M. Noorul Islam
Assistant Secretary (Imn. V)
Ministry of Home Affairs,
Bangladesh Secretariat, Dhaka.

To Prof. Golam Azam
119, Qazi Office Lane,
Maghbazar, Dhaka–17.

Dear Sir,

I am directed to say that you came to Bangladesh with a Pakistani passport to see your mother and registered your name with foreigners Registration Office on 12–7–78. Since then you have not approached the authority for extension of visa.

You are, therefore, requested kindly to let this Ministry know as to how you are staying in Bangladesh without visa.

Assistant Secretary.

www.bjilibrary.com

Prof. Ghulam Azam
119, Qazi Office Lane,
Maghbazar Dhaka-17,
Bangladesh.

Phone: 408032
19th Rabius Sani 1407 Hijri
22nd December, 1986 Isayee.

The Secretary,
Ministry of Home Affairs
Govt. of the People's Republic of Bangladesh
Dhaka.

Your Ref: Letter No. 1262/Imn-V dated 3.12.86

Dear Sir,

With reference to your above letter I would like to inform you as follows:-

1. I was born in Dhaka in November 1922. My father and fore-fathers were also born in the territory which is now Bangladesh. My wife and six grown up sons are all citizens of Bangladesh by birth.
2. Eversince my birth I have been a resident in the territories now comprised of Bangladesh. On 22/11/1971 I went to Karachi. Thereafter, on 3rd December 1971, I left Karachi for Dhaka but the plane carrying me could not land in Dhaka because of war; instead it took shelter in Jeddah. Thus I was unable to return to my homeland. I had to stay in London with my relatives. My family was in Dhaka. While I was awaiting an opportunity to return home I came to know that the Govt. of Bangladesh by a Gazette Notification dated 18th April 1973 had illegally stripped me off my right of citizenship. Thus against my will I was compelled to stay outside my homeland for about 7 years during this long period never did I try to settle abroad. Always I had been looking for an opportunity to come back to Bangladesh with a determination to spend the rest of my life here.
3. Following a Govt. Notification dated 17th Junuary 1976 regarding restoration of citizenship I applied for the same firstly on 20.5.76 to the Secretary, Ministry of Home Affairs, secondly on 12.1.77 to the CMLA and thirdly on 16.1.78 to the President. All these applications were made while I was in London.
4. On 11.7.78, I returned to Bangladesh from England. And on 8.11.78, I made a further application for the restoration of my citizenship and surrendered my passport. I came to learn from the then Home Minister that my application was under active consideraion. This was confirmed by the then Home Minister

www.bjilibrary.com

while replying questions in parliament on 27.5.1980.

5. By a Memo no. 929/–IMN/3 dated 28th April 1981, I was asked to furnish an affidavit of allegiance to the People's Republic of Bangladesh which I did on 30.4.81.
6. This is in brief the histroty of my staying in Bangladesh where I am residing as its citizen by birth.

With thanks.

Yours faithfully
(G. Azam)

www.bjilibrary.com

নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী

এদিকে অধ্যাপক গোলাম আযম দেশে ফিরে আসার পর পরই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আইনজীবী, সাংবাদিক, আলেম, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক সর্বস্তরের জনগণ অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানাতে থাকেন। পত্র-পত্রিকায় শত শত বিবৃতি-আবেদন প্রকাশিত হতে থাকে। প্রেসিডেন্টের নিকট জনগণের পক্ষ থেকে তারবার্তা আসতে থাকে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর জন্মগত অধিকার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার আহবান জানিয়ে বিবৃতি, দেয়াল লিখন, পোষ্টারিং, প্রচারপত্র বিলি হতে থাকে। অধ্যাপক আযমের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী অনেকেও জন্মগত অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার আহবান জানান।

প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান বলেন, "গোলাম আযমের মাতৃভূমি এই দেশ। তাঁর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া উচিত। সত্যিকারের কোন রেসুল্যাটরী ল' দিয়ে জন্মগত অধিকার বা ন্যাচারাল ল' এবং জাস্টিস বাতিল করা যায়না।" একবার কথা প্রসংগে শেখ মুজিব বলেছিলেন, গোলাম আযমকে কখনও এদেশে আসতে দেয়া হবেনা। আমি তখন বলেছিলাম, আসতে দিবেন না একথা বলছেন কেন? ফিরে আসুক, প্রয়োজনে বিচার করুন।"

সাবেক প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ বলেন, "গোলাম আযমের নাগরিকত্ব নেই কে বললো? তিনি তো বহাল তবিয়তেই এদেশে বসবাস করছেন। বিভিন্ন তৎপরতায় অংশ নিচ্ছেন। পার্টির কাজ চালাচ্ছেন। তারপরও কি বলা চলে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব নেই? কোন বিদেশী পাসপোর্টধারী নাগরিক কি এমন তৎপরতায় লিপ্ত হতে পারে? সরকার তো কতজনকেই দেশ থেকে বের করে দিচ্ছেন। কই গোলাম আযমকে তো বের করে দিচ্ছেন না! অন্যভাবে বলা যায়, তাঁকে বের করে দিতে পারছেন না। সে ক্ষমতা সরকারের নেই।

সরকার ইচ্ছে করলে যেকোন মুহূর্তে কাগজে-কলমে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে পারে। এত গড়িমসির দরকার হয়না। আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে অনেকের নগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আইনগত বিধি-নিষেধ বা জটিলতা কি? গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তো এ পর্যন্ত কোন কোর্টে প্রমাণিত হয়নি।"

www.bjilibrary.com

সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব শাহ্ আজিজুর রহমান বলেন, "গোলাম আযমের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ রয়েছে তার বিচারের মত আইন দেশে নেই।"

বি, এন, পি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লেঃ কর্ণেল (অবঃ) এ, এস, এম, মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, "অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগের প্রমাণ এই সরকারের হাতে নেই। আসলে কারো জন্মগত নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয়া যায়না।"

সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা এবং এরশাদ সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির মহাসচিব জনাব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, "অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্নটি অবান্তর। গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক না হলে দীর্ঘদিন এখানে কি করে আছেন। গোলাম আযম এদেশেরই সন্তান। কেউ অপরাধ করলে দেশের প্রচলিত আইনে তার বিচার হতে পারে। তাই বলে কারো নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয়া যায়না। সর্বোপরি বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব কর্তৃক আইন বাতিলের পর ও যুদ্ধ অপরাধীদের ক্ষমা করার দীর্ঘ দশ বছর পর বিষয়টি নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনা।"

আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা এবং জাতীয় দলের সভানেত্রী মিসেস আমেনা বেগম বলেন, "নাগরিকত্বের অধিকারকে আমি জন্মগত অধিকার বলে মনে করি। আমি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছি আমি সেদেশের নাগরিক। কোন আইন দ্বারা আমার সে অধিকার বাতিল করা যায় বলে আমি মনে করিনা। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যদি কেউ অপরাধ করে তবে দেশের স্বাভাবিক আইনের মাধ্যমেই তার সর্বোচ্চ শাস্তি হতে পারে। জন্মগত অধিকার কেড়ে নেয়া যায়না। গোলাম আযম সাহেব এদেশেই জন্মেছেন, এটাই তাঁর মাতৃভূমি। ১৯৭১ সালে তাঁর ভূমিকা নিয়ে বিচার করলে এদেশের নাগরিক হিসাবেই তাঁর বিচার হতে পারে। তাঁর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই। আদর্শগতভাবে তো নয়ই, ব্যক্তিগতভাবেও নয়। তিনি একদল করেন, আমি অন্য দল করি। তাই বলে তিনি আমার শত্রু নন।"

বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম নেতা সাম্যবাদী দলের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ তোয়াহা বলেন, "গোলাম আযম জন্মগতভাবে এদেশের নাগরিক। তাঁর অপরাধ থাকলে বিচার হচ্ছেনা কেন? তাঁর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া উচিত। এটা তাঁর জন্মগত অধিকার। এ অধিকার কেড়ে নেয়া যায়না। গোলাম আযমের রাজনীতির একটা "ইন্টারন্যাশনাল ফিচার" আছে। হয়তো সেজন্যই সরকার

www.bjilibrary.com

এটাকে একটি পলিটিকেল বারগেনিং-এর সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করছেন।"

সাবেক মন্ত্রী ও মুসলিম লীগ নেতা জনাব কাজী আবদুল কাদের বলেন, "নাগরিকত্বের বিষয়টি একটি জন্মগত অধিকারের প্রশ্ন। আমার জন্মভূমিতে আমি নাগরিক কিনা– এটা সরকারকে বলে দিতে হবেনা বা আইন দ্বারা স্বীকৃতি দিতে হবে বলে আমি মনে করিনা। এ অধিকার বাতিল করা মানে একটি চিরন্তন জন্মগত অধিকারকে অস্বীকার করা। গোলাম আযমের নাগরিকত্বের ব্যাপারটি নিয়ে আমিও চেষ্টা-তদবির করেছি। অবিলম্বে গোলাম আযমের জন্মগত অধিকার ফিরিয়ে দেয়া উচিত।"

সাবেক ইউ পি পি নেতা এবং এরশাদ সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী জনাব কাজী জাফর আহমদ বলেন, "বাংলাদেশের নাগরিক না হয়ে কিভাবে তিনি সংবাদপত্রে রাজনৈতিক বিবৃতি দিচ্ছেন এবং কিভাবে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে আমরা মনে করি নাগরিকত্ব যে কোন মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা কতটুকু সঠিক ও ন্যায়সংগত তা গভীরভাবে চিন্তা না করে শুধু ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হওয়া সঠিক নাও হতে পারে। আমরা মনে করি যে, অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে দেশের আইন অনুযায়ী তাঁর বিচার ও কঠোর শাস্তি বিধান করা যেতে পারে। সুতরাং নাগরিকত্ব বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে বরং মূল বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিনা তাও গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার।"

মুক্তিযুদ্ধের নয় নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর (অবঃ) জয়নুল আবেদীন খান বলেন, "নাগরিকত্বকে আমি জন্মগত অধিকার বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। যে দেশের মাটিতে আমার জন্মের পর মায়ের গর্ভের ফুল মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে সে দেশের আমি নাগরিক এ এক চিরন্তন সত্য। খাওয়া, পড়া, চিকিৎসা, শিক্ষা মানুষের এ বাঁচার মৌলিক অধিকারগুলোকে যেমনি কেড়ে নেয়া যায় না, তেমনি জন্মগত নাগরিকত্বের যে অধিকার তাও বাতিল বা কেড়ে নেয়া যায় না।

শুধু অধ্যাপক গোলাম আযমই নন। তাওয়াব, রশীদ, ফারুক, হাসিনা, রেহানা এবং আরো যেসব বাংলাদেশী নাগরিককে কেবলমাত্র ব্যক্তি এবং কোটারী স্বার্থগত কারণে বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের অধিকার হতে

www.bjilibrary.com

বঞ্চিত রাখা হয়েছে তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান করার জন্য আমি সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাই। অন্যায় যদি কারো থাকে তার বিচার করা হউক, তারজন্য আদালত রয়েছে।"

বাংলাদেশ টাইমস-এর সাবেক নির্বাহী সম্পাদক এবং পরবর্তীকালে এরশাদ সরকারের তথ্য মন্ত্রী জনাব আনোয়ার জাহিদ বলেন, "অভিযোগ যতই গুরুতর হউক না কেন, কোনক্রমেই নাগরিকত্বের জন্মগত অধিকারকে কেড়ে নেয়া যায় না। গোলাম আযম যদি গুরুতর অপরাধ করে থাকে দেশের প্রচলিত আইনে বিচার করে তাকে চরম শাস্তি এমনকি মৃত্যু-দন্ড দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা না করে কারো নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়ে সংসদে ও ক্ষমতাসীন দলে অবাধে বিচরণ করতে দেয়া হবে, আর কারো নাগরিকত্ব অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঝুলিয়ে রাখা হবে, কোন সুস্থ সমাজে এমনি ধরনের আইনের 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' চলতে পারে না। ১৯৭১-এর ভূমিকার জন্য নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া গেলে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের পর যারা আমাদের শত্রু রাষ্ট্র ভারতে পালিয়ে গিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, তাদের নাগরিকত্ব আজো বাতিল করা হচ্ছে না কেন? আইনের স্বাভাবিক গতি সর্বত্রই সমান হওয়া উচিত। অথচ এ ক্ষেত্রেও আইনের 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' রক্ষিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, শত্রু রাষ্ট্র ভারত থেকে তাদেরকে এনে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে।"

ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদদাতা ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক নেতা জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন, "অধ্যাপক গোলাম আযমের সংগে অন্য যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল তাদের প্রায় সবাইকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের কেউ কেউ এখন সংসদ সদস্য। নাগরিকত্ব ফিরে পেয়েছেন এমন একজন বি,এন, পির জাতীয় কমিটিতেও রয়েছেন। তাহলে গোলাম আযমের বেলায় ব্যতিক্রম হবে কেন? গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্নটি নিয়ে সরকার পলিটিক্যাল ব্ল্যাকমেইল করছেন। আইনের দুই ধরনের প্রয়োগ তো হতে পারে না। আইন সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। সরকার বা প্রশাসনের ইচ্ছামত আইন প্রয়োগ হলে সুবিচার আশা করা যায় না। Icondemn and hate it. Supremacy of judiciary-এর কোন বিকল্প নেই। প্লেটো বলেছেন– 'যে সমাজে আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার নেই সে সমাজ স্বাধীন থাকে না।"

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি, প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, "সরকার রাজনৈতিকভাবে এক্সপ্লয়েট করার জন্য গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্নটিকে ঝুলিয়ে রেখেছে। নইলে অন্য সবার

www.bjilibrary.com

নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া হলেও গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে না কেন?

নাগরিকত্ব জন্মগত অধিকার। জন্মভূমিতে বসবাস করার অধিকার সবার রয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কারো জন্মগত অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় বলে আমি মনে করি না। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যদি কেউ কাজ করে, তবে রাষ্ট্রের আইনে তার বিচার করা যেতে পারে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতই এই প্রশ্নে রায় দিতে পারেন অন্য কেউ নন। গোলাম আযম সাহেবের নাগরিকত্বের প্রশ্নটি নিয়ে ক্ষমতাসীনরা অযথা বিতর্ক সৃষ্টি করছেন।

রাজনৈতিকভাবে আমি হয়তো গোলাম আযম সাহেবের সাথে একমত নই। এটাই গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে তাঁর মৌলিক বা নাগরিক অধিকার খর্ব হতে দেখলে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমি নিশ্চুপ থাকতে পারি না। গোলাম আযমের স্থলে অন্য কেউ এ পরিস্থিতিতে পড়লেও আমি অনুরূপ দাবী জানাতাম।"

ঢাকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে ১০৬ জন বিশিষ্ট সাংবাদিক এক যুক্ত বিবৃতিতে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানিয়েছেন।

সাংবাদিকগণ বিবৃতিতে বলেন, "অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মগতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক। সাবেক সরকার মৌলিক অধিকারের প্রতি কোনপ্রকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করেই তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করেছেন। অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব অবিলম্বে পুনর্বহাল করার দাবী জানিয়ে তারা বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, বর্তমান সরকারও এখন পর্যন্ত তাঁর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেননি। বিবৃতিতে স্বাক্ষর দানকারী সাংবাদিকগণ হচ্ছেন, জনাব আনোয়ার জাহিদ (বাংলাদেশ টাইমস), ইকবাল সোবহান চৌধুরী (বাংলাদেশ অবজারভার), সৈয়দ মোহাম্মদ জাফর (দৈনিক দেশ), আমিন আহমদ চৌধুরী (বাংলাদেশ টাইমস), আখতারুল আলম (ইত্তেফাক), সুলতান আহমদ (দৈনিক আজাদ, বর্তমানে ইনকিলাব), আবুল আসাদ (দৈনিক সংগ্রাম), মোহাম্মদ হোসেন (দৈনিক দেশ), খলিলুর রহমান (বাংলাদেশ অবজারভার), আমানুল্লাহ কবির (নিউ নেশন), শিহাব উদ্দিন আহমদ (বাংলাদেশ টাইমস-নিউ নেশন), ইউসুফ শরীফ (আজাদ), মোজাম্মেল হক (দৈনিক বাংলা), আবদুল খালেক (দৈনিক বাংলা), আবদুল আউয়াল ঠাকুর (সংবাদ), সিরাজুল হক (দৈনিক জনপদ), ওবায়দুর রহমান (দৈনিক আজাদ), কাজী মাসুম (দৈনিক বাংলা), জনাবা সুলতানা (বাংলাদেশ টাইমস), জনাবা ফজলুন নাসিমা খানম (দৈনিক আজাদ),

www.bjilibrary.com

খন্দকার আব্দুল মজিদ (দৈনিক বাংলা), সৈয়দ ইসহাক (দৈনিক সংগ্রাম), জুলফিকার আহমদ কিসমতি (দৈনিক সংগ্রাম), শেখ এনামুল হক (দৈনিক সংগ্রাম), আবু জাফর (বাংলাদেশ অবজারভার), জয়নুল আবেদিন আজাদ (সংগ্রাম), রুহুল আমিন গাজী (সংগ্রাম), এনায়েতুল্লাহ, আজিজুল হক, আবিদুল্লাহ, মোহাম্মদ হামিদ,নাসিরুল আলম, আতিকুর রহমান, শাহজাহান মজুমদার, মোশারফ হোসাইন, আবুল খায়ের চৌধুরী প্রমুখ।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ১১৫ জন আইনজীবী সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব না দেয়া আইনের শাসন বিরোধী। তারা বিবৃতিতে বলেন, আমরা গভীর পরিতাপ ও বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি যে, দেশের সর্বশ্রেণীর জনগণের দাবী সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অন্যায় ও বেআইনীভাবে বাতিলকৃত অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের প্রশ্নে সরকার অযথা গড়িমসি করছেন। অধ্যাপক গোলাম আযম ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হিসেবে দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি জন্মগতভাবেই বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁর বিরুদ্ধে কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিরোধিতা ও মত পার্থক্যের জন্য নাগরিকত্বের মত জন্মগত মৌলিক ও মানবিক অধিকার এভাবে ক্ষুণ্ন করা যথার্থ অর্থেই স্বদেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয়বিধ আইনের দুঃখজনক লংঘন বলে আমরা মনে করি। ইতিমধ্যেই সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বাতিলকৃত নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা হয়েছে। অথচ অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা হয়নি।

অতএব সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছি যে, অতি সত্বর অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করে প্রচলিত আইন, ন্যায়-নীতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও জনমতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হোক।"

www.bjilibrary.com

নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার কমিটির আন্দোলন

১৯৮০ সালের ২২শে আগষ্ট অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির আহ্বানে প্রতিটি জেলায়, মহকুমায় কমিটি গঠিত হয়। সভা, সমাবেশ, প্রস্তাব গ্রহণ, মিছিল, পোস্টারের মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করে অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধারের এক ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে দেশব্যাপী দাবী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটের সামনের প্রান্তরে এক বিশাল সমাবেশ শেষে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল গুলিস্তান হয়ে বংগভবনের দিকে এগিয়ে যায়। মিছিলটি বংগভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাস্তার মুখে পৌঁছলে পুলিশের বেস্টনী মিছিলের গতি রোধ করে। জনতা সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করে। এ সময় পুলিশ কর্মকর্তারা কমিটির চারজন নেতাকে বংগভবনে স্মারকলিপি পেশের জন্য নিয়ে যান। স্মারকলিপিটি ছিল নিম্নরূপঃ

মাননীয় প্রেসিডেন্ট,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,

আপনার অবগতি ও সুবিবেচনার জন্য জানানো হচ্ছে যে, অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মগতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক। ভাষা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ইসলামী আন্দোলনে অধ্যাপক আযমের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অম্লান ও অক্ষয়।

১৯৭৩ সালের ২২শে এপ্রিল সরকারী গেজেটে প্রকাশিত নোটিশে অধ্যাপক গোলাম আযমসহ ৩৭জনের নাগরিক অধিকার বাতিলের ঘোষণা করা হয়। এ পর্যন্ত উল্লেখিত ৩৭ জনের মধ্যে যারাই আবেদন জানিয়েছেন একমাত্র গোলাম আযম ব্যতীত সকলের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, অধ্যাপক গোলাম আযম আবেদন জানানোর দীর্ঘ কয়েকটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও আজ পর্যন্ত তাঁর নাগরিকত্বের প্রশ্নে সরকার নীরব। অবশ্য জাতীয় সংসদে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন, অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের ব্যাপারটা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।" এ বক্তব্যের পর নয় মাস অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহাল করা হয়নি। মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আপনার বিবেচনার জন্য আরও উল্লেখ করতে চাই, ইতিমধ্যেই সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী, বিশিষ্ট সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ওলামা, রাজনৈতিক

www.bjilibrary.com

নেতৃবৃন্দসহ সকল স্তরের জনগণ অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিক অধিকার বহাল করার জন্য দাবী জানিয়ে অসংখ্য বিবৃতি দিয়েছেন। দেশের সর্বত্র অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের বলিষ্ঠ আওয়াজ উঠেছে।

মাননীয় প্রেসিডেন্ট, নাগরিকত্ব মানুষের মৌলিক অধিকার। আমরা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি, অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের জাতীয় জীবনে গঠনমূলক এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন। তাছাড়াও নাগরিকত্ব তাঁর জন্মগত অধিকার, মৌলিক মানবিক অধিকার। আবেদন জানানোর পর দীর্ঘদিন তাঁকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা একটি সুস্পষ্ট জুলুম এবং অন্যায়। আমরা এই জুলুমের অবসান ঘটিয়ে অনতিবিলম্বে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিক অধিকার পুনর্বহালের জন্য আপনার নিকট জোর দাবী জানাচ্ছি। পরিশেষে, মাননীয় প্রেসিডেন্টকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্নটি এ দেশের কোটি কোটি তৌহিদী জনতার আবেগ-অনুভূতির সাথে জড়িত। মাননীয় প্রেসিডেন্ট, জনগণের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের ঘোষণা প্রদান করবেন এটাই আমরা আশা করি।" (৬ই মার্চ, ১৯৮১)

আলেম, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আইনজীবী, সুধী, বুদ্ধিজীবী, মুক্তিযোদ্ধাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তি জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানান। তার সামান্য কিছুর নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

জাগদল নেতা খবিরের বিবৃতি, অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০।

কুমিল্লার ১৩৬ জন আইনজীবীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ১১ই মে, ১৯৮০।

কুমিল্লার ২০ জন ইমামের গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ১২ই মে, ১৯৮০।

ময়মনসিংহ জেলার ১২৯ জন আইনজীবীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ১৯শে মে, ১৯৮০।

চৌমুহনী সাংবাদিক সমিতি ও প্রেসক্লাবের বিবৃতিতে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ২২শে মে, ১৯৮০।

রাজশাহী শহরের ৪৩ জন বিশিষ্ট আলেম ও গণ্যমান্য ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান

www.bjilibrary.com

করেছেন– দৈনিক সংগ্রাম, ২৪শে মে, ১৯৮০।

প্রাইভেট শিক্ষক কল্যাণ সমিতির ১২৫ জন সদস্যের গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ২৬শে মে, ১৯৮০।

কুষ্টিয়ার ৫২ জন আইনজীবীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী– দৈনিক সংগ্রাম, ৩০শে মে, ১৯৮০।

রাজশাহীর ৬৮ জন আইনজীবীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ৩১শে মে, ১৯৮০।

২৭ জন সুধীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ২রা জুন, ১৯৮০।

চাঁদপুরের ৩২ জন আইনজীবীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী– দৈনিক সংগ্রাম, ৩রা জুন, ১৯৮০।

১০২ জন বিশিষ্ট নাগরিকের গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ৭ই জুন, ১৯৮০।

জিঞ্জিরার ৬৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ১২ই জুন, ১৯৮০।

ভোলার ২৬ জন আইনজীবীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ই জুন, ১৯৮০।

লন্ডনে প্রবাসী বাঙালীদের গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ২৪শে জুন, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ শে জুন, ১৯৮০।

ঢাকার ৭৭৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ২৭শে জুন, ১৯৮০।

৩৪৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ১লা জুলাই, ১৯৮০।

সুপ্রীম কোর্টের ১১৫ জন আইনজীবীর বিবৃতিঃ গোলাম আযমের নাগরিকত্ব না দেয়া আইনের শাসন বিরোধী। – দৈনিক সংগ্রাম, ২রা জুলাই, ১৯৮০।

অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্য ১০৬ জন বিশিষ্ট সাংবাদিকের দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ৪ঠা জুলাই, ১৯৮০।

শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ৫ই জুলাই ১৯৮০।

www.bjilibrary.com

গোলাম আযমের নাগরিকত্বের দাবীতে ১৯১ জনের বিবৃতি – দৈনিক সংগ্রাম, ৬ই জুলাই, ১৯৮০।

৩৪৫ জন সুধীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। দৈনিক সংগ্রাম, ৯ই জুলাই, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্বের দাবীতে ৭শ'৮৮ জন আলেম। – দৈনিক সংগ্রাম, ২৮শে জুলাই, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্বের দাবীতে ৭০২ জনের বিবৃতি – দৈনিক সংগ্রাম, ১০ই জুলাই, ১৯৮০।

৩৬০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ই জুলাই, ১৯৮০।

২৭৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ১৭ই জুলাই, ১৯৮০।

১৬৮৩ জনের বিবৃতিতে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ২৬শে জুলাই ১৯৮০।

১৬৯ জন ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ২৭শে জুলাই, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবীতে ১০৪ ব্যক্তির বিবৃতি। – দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ শে জুলাই, ১৯৮০।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ জন শিক্ষকসহ শতাধিক ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ৩০ শে জুলাই, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেবার দাবীতে দেশের বিভিন্ন স্থানের প্রায় সাড়ে ৭শ' সুধীর বিবৃতি– দৈনিক সংগ্রাম, ১২ই আগষ্ট, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ২০ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের আহবান। – দৈনিক সংগ্রাম, ২৮শে আগষ্ট, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্য বিভিন্ন স্থানের ৫ শতাধিক সুধীর দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

বিভিন্ন স্থানের ৬৪৩ জন সুধীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন জেলার ৪৪৬ জন সুধীর জোর দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

কুষ্টিয়ার ৯২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

বিভিন্ন স্থানের ১৩৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

www.bjilibrary.com

৩২৫ জন সুধীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

১০৪৪ জন সুধীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

২১১ জন সুধীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

১৫৩ জন সুধীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

৬৬ জন বিশিষ্ট সুধীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

৩৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

মগবাজারের ৬০জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

নারায়ণগঞ্জের ৩৫ জন আইনজীবীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

রংপুর ও ফেনীর ২১৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ১লা অক্টোবর, ১৯৮০।

৪১৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ৩রা অক্টোবর, ১৯৮০।

২৫৪ ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ৭ই অক্টোবর, ১৯৮০।

হালুয়াঘাটের ১৮১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ৯ই অক্টোবর, ১৯৮০।

কক্সবাজারের ১৫৪ ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ১০ই অক্টোবর, ১৯৮০।

দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও-এর ৪৪০ জন, ছাতইলে, ৫৪ জন, সেতাবগঞ্জের ৫১ জন, দিনাজপুর শহরের ৫২ জন, হাকিমপুরের ৬৭ জন, মুন্সীপাড়ার ৩২ জন এবং দিনাজপুর শহরের ৩১জন মহিলাসহ সর্বস্তরের ৭২৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে এক যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। – দৈনিক সংগ্রাম, ১২ই নভেম্বর, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী, ময়মনসিংহের খাগড়হর ইউনিয়নের ৫০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতি। – দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ ই নভেম্বর, ১৯৮০।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশ ইসলামী যুব পরিষদের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারীর বিবৃতি ঃ গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৮০।

নওগাঁর ২১৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতি ঃ গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৮০।

রংপুরের ৪১৪৪ ব্যক্তির বিবৃতি, গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৮০।

নোয়াখালী জেলার রামগতি থানার ৮৩ ব্যক্তির বিবৃতি, গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী। – দৈনিক সংগ্রাম, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৮০।

১। ২৯ জন এমপির যুক্ত বিবৃতি ঃ সংসদে গোলাম আযম প্রসঙ্গে রবের আচরণের নিন্দা। (দৈনিক সংগ্রাম ২৮-৫-৮৮)

২। অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কে আ, স,ম, রবের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করে ৭৭ জন বিশিষ্ট আইনজীবী, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক, জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের সভাপতি মাওলানা মতিন ও ৮ জন বিশিষ্ট আলেমের বিবৃতি। (সংগ্রাম ২৯-৫-৮৮)

৩। আ,স,ম রবের অশালীন ও জঘন্য উক্তির নিন্দা করে মাওলানা সাঈদীসহ ১০ জন আলেমের ও ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার কোরবান আলীর বিবৃতি (দৈনিক সংগ্রাম ২৯-৫-৮৮)

৪। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব স্থগিত রাখা যায় নাঃ প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দলের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আ,হ,ম জাহির হোসেন ও মহাসচিব এ টি এম গোলাম মাওলা। (দৈনিক সংগ্রাম ৩০-৫-৮৮)

৫। আওয়ামী লীগ নেত্রীর ঘন ঘন দিল্লী যাত্রার বিষয়টি অধ্যাপক গোলাম আযমের বাংলাদেশে অবস্থানের চেয়ে অধিকতর বিপজ্জনক। (দৈনিক বাংলা ৩০-৫-৮৮)।

৬। কোন সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি অশালীন উক্তি জাতীয় সংসদ তথা গোটা জাতির জন্য এক কলংকজনক অধ্যায় সূচনা করবেঃ জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রধান মাওলানা আবদুল মতিন। (দৈনিক সংগ্রাম ৩০-৫-৮৮)

৭। অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্বের বিষয় ফয়সালা না করা ইনসাফের খেলাফঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ–এর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান, নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমান, সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফের যুক্ত বিবৃতি (সংগ্রাম ৩১-৫-৮৮)

www.bjilibrary.com

৮। জাতিকে বিভক্ত করার নাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নয়ঃ বেগম খালেদা জিয়া। (সংগ্রাম ৩১-৫-৮৮)

৯। রবের হুমকি ও বক্তব্যের নিন্দা করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ১৬ জন আইনজীবীর যুক্ত বিবৃতি। (সংগ্রাম ৩১-৫-৮৮)

১০। গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফেরত দানের দাবী জানিয়ে ঢাকা মহানগরীর ধানমন্ডি ও রায়ের বাজারের ১১৮ জন এবং গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার ৩৮ জন নাগরিকের বিবৃতি। (দৈনিক সংগ্রাম ১-৬-৮৮)

১১। নাগরিকত্ব দিয়ে তাঁর বিচার করুন ঃ আ,স,ম, রব (সংগ্রাম ১-৬-৮৮)

১২। জামায়াতের কর্মপরিষদের প্রস্তাবঃ গোলাম আযমের নাগরিকত্ব না দেয়া মৌলিক অধিকারের খেলাফ। (সংগ্রাম ২-৬-৮৮)

১৩। অবিলম্বে তাঁর নাগরিকত্ব প্রদান করুন ঃ নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির ৩৩ জন সদস্যের যুক্ত বিবৃতি। (দৈনিক সংগ্রাম ২-৬-৮৮)

১৪। কোন সরকার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারেনিঃ মুন্সীগঞ্জের ২৭৫ জন শিক্ষক, ব্যবসায়ী, ছাত্র, সাংবাদিক, ইমাম (সংগ্রাম ২-৬-৮৮)

১৫। অবিলম্বে তাঁর নাগরিকত্ব বহাল করুনঃ বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি মেজর (অবঃ) জয়নাল আবেদীন, সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল বাশার, ছাত্র বাংলা পরিষদের সভাপতি কনক জহির ও সাধারণ সম্পাদক জনাব রোকনুজ্জামান, জাগ্রত জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, ২২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

১৬। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী করে বিবৃতি প্রদান করেনঃ ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় মাজলিসে সাদারাতের ১৫ জন সদস্য, দিনাজপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ৫২ জন সদস্য, পাবনা জেলা আইনজীবী সমিতির ৪৫ জন সদস্য কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির ৩০ জন সদস্য, মাগুরা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর জনাব আবদুল মতিনসহ ১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। (দৈনিক সংগ্রাম ৩-৬-৮৮)

১৭। অধ্যাপক আযমের উপর আঘাত আসলে সরকার ও বিদ্বেষ সৃষ্টিকারীরা দায়ী হবে–মাওলানা ইউসুফের বিবৃতি। (সংগ্রাম ৩-৬-৮৮)

১৮। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানিয়ে ঢাকা মহানগরীর ৮৯ জন চিকিৎসক, দোহার উপজেলার ৫৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি, চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লার ৫৭ জন ব্যবসায়ী বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ৪-৬-৮৮)

www.bjilibrary.com

১৯। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে চট্টগ্রামের একশত জন বিশিষ্ট আলেম, কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির ৪১ জন সদস্য, মৌলভী বাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার ৬৮ জন আলেম, রংপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ৩২ জন সদস্য, নোয়াখালীর ১০ জন আলেম, হাজীগঞ্জ উপজেলার ২৫ জন আলেম, বাংলাদেশ তাঁতীকল্যাণ সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব আবদুর রশীদ মোল্লা বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ৫-৬-৮৮)

২০। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানিয়ে চট্টগ্রাম হাইকোর্ট বারের ৭৯ জন আইনজীবী, বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের সভাপতি জনাব আরকান আলী ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আবু তাহের খান, কুমিল্লা আইনজীবী সমিতির তিনজন মহিলা সদস্যসহ ১৫০ জন সদস্য, সিরাজগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির ৪০ জন সদস্য, ঢাকা মহানগরীর পঁচিশ জন বিশিষ্ট আলেম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬ জন ছাত্র বিবৃতি প্রদান করেছেন। (সংগ্রাম ৬-৬-৮৮)

২১। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানিয়ে নবাবগঞ্জ উপজেলা আইনজীবী সমিতির দু'জন সদস্যসহ ৩৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ৭-৬-৮৮)

২২। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ৮১৪ জন নাগরিকের বিবৃতি। (সংগ্রাম ৮-৬-৮৮)

২৩। জামায়াতের মাজলিসে শূরার প্রস্তাব ঃ অবিলম্বে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী। (সংগ্রাম ৯-৬-৮৮)

২৪। ২৬ শত নাগরিকের দাবী ঃ অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করুন। (সংগ্রাম ১০-৬-৮৮)

২৫। গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে জাগচাদ ও আহলে হাদিস ছাত্র আন্দোলনের বিবৃতি। (সংগ্রাম ১০-৬-৮৮)

২৬। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী করে চট্টগ্রামের একশত বিশিষ্ট আলেম, লালমণিরহাটের ১১ জন পেশাজীবী, ৪৫ জন আলেম, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগরের ৩৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ১২-৬-৮৮)

২৭। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে খুলনা অঞ্চলের সি,বি,এ, ও বেসিক ইউনিয়নের নেতাসহ মোট ৪৮৯ জন শ্রমিক,

www.bjilibrary.com

চট্টগ্রামের পেশাজীবী সংগঠনের ১২০ জন সদস্য বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ১৩-৬-৮৮)

২৮। গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের আহবান জানিয়ে বগুড়ার ১২০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি, নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার ১০ জন ব্যবসায়ী, কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলার ৯১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি, জিইসি শ্রমিক কল্যাণের সভাপতি সৈয়দ আমিনুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ১৪-৬-৮৮)

২৯। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রদানের দাবী জানিয়ে জাগ্রত জনতা পার্টির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ কনক জহির, ছাত্র ঐক্য পরিষদের সভাপতি আলী আকবর ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম আজম, কক্সবাজারের ৬২ জন ব্যবসায়ী, সাতকানিয়া উপজেলার ৫০ জন শ্রমিক, যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির ৫২ জন সদস্য, নোয়াখালীর ৫৫ জন আলেম বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ১৮-৬-৮৮)

৩০। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ৬২ জন আইনজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়েছেন। (সংগ্রাম ২০-৬-৮৮)

৩১। গাজীপুর জেলার বিভিন্ন স্তরের ৫৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ২১-৬-৮৮)

৩২। চট্টগ্রামের তিনশত একান্ন জন আলেম, রূপগঞ্জ উপজেলার ৩৪ জন ইমাম, মাধবদীর ১৩ জন ব্যবসায়ী, যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির ৫২ জন সদস্য অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ২২-৬-৮৮)

৩৩। ডুমুরিয়া উপজেলার (খুলনা) ৩৩৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ২৪-৬-৮৮)

৩৪। বগুড়া জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের ৪৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ২৮-৬-৮৮)

৩৫। পাবনার ৮ জন বিশিষ্ট আইনজীবী, নরসিংদীর ১০ জন আলেম, ১৬ জন শিক্ষক, ২ জন আইনজীবী, রাজবাড়ী সদর উপজেলার ২ শত ৭১ জন

www.bjilibrary.com

বিশিষ্ট ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ৩০-৬-৮৮)

৩৬। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট আবদুল লতিফ, শরিয়তপুরের ৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাতক্ষীরার ৯৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ১-৭-৮৮)

৩৭। চট্টগ্রাম, সাতক্ষীরা ও কুড়িগ্রামের ২৩৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অবিলম্বে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেছেন। (সংগ্রাম ৪-৭-৮৮)

৩৮। চট্টগ্রাম, নরসিংদী, সোনারগাঁ ও গফরগাঁও থেকে ২৯২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ৫-৭-৮৮)

৩৯। বগুড়া, চট্টগ্রাম, চর শেরপুরের ৪২৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ৯-৭-৮৮)

৪০। গোপালগঞ্জের ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা, চুয়াডাংগা জেলার আলমডাংগা উপজেলার ৯ জন আইনজীবী, জীবননগর উপজেলার ৪ জন আইনজীবী, কুমিল্লার লাংগলকোট উপজেলার ১৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রদানের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ১২-৭-৮৮)

৪১। লালমণিরহাট জেলার ২২ জন পেশাজীবী, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনার গাঁ উপজেলার ৭২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ১৩-৭-৮৮)

৪২। সিলেট জেলার আটশত তেষট্টি জন, সাতক্ষীরা জেলার তিন হাজার আটশত তেইশ জন, কুড়িগ্রাম জেলার আটান্ন জন, ঢাকা উত্তর সাংগঠনিক জেলার চৌদ্দশত একুশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ২৯-৭-৮৮)

৪৩। নওগাঁর ২ শত ৯২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ২০-৮-৮৮)

www.bjilibrary.com

৪৪। দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার কয়েক শত নাগরিক, চট্টগ্রাম সাতকানিয়া উপজেলার ৪৫ জন, বরিশালের ৩৪ জন আইনজীবী, বগুড়ার ৩৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। (সংগ্রাম ১২-৮-৮৮)

* অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব বহালের দাবীতে আরও অসংখ্য বিবৃতি ছাপা হয়েছে যা স্থানাভাবে উল্লেখ করা গেল না।

– লেখক

www.bjilibrary.com

জাতীয় সংসদে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রসংগ

এযাবত অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রসংগ জাতীয় সংসদে ৩ বার আলোচনা হয়েছে। প্রথম ১৯৮০ সালের ২৭শে মে, ২য় বার ১৯৮১ সালের ৪ঠা মে এবং ৩য় বার ১৯৮৮ সালে ২৬শে মে।

১৯৮০ সালের সংসদে বিষয়টি প্রশ্নের আকারে উত্থাপিত হয়। ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ প্রশ্নটি করেন। সংসদের সেদিনের কার্যবিবরণীর অংশবিশেষ পাঠকদের সুবিধার্থে নিম্নে সংযোজিত হলো–

* ৬৫। প্রফেসর মোজাফফর আহমদ(কুমিল্লা-১১)ঃ স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি, প্রফেসর গোলাম আযমের ভিসার মেয়াদ কতদিন ছিল?

জনাব আবু সালেহ মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানঃ প্রফেসর গোলাম আযম ভিসা বলে বাংলাদেশে ১১-৭-১৯৭৮ তারিখে প্রবেশ করেন। তাহার ভিসার মেয়াদ ১০-১২-১৯৭৮ তারিখ পর্যন্ত ছিল।

প্রফেসর মোজাফফর আহমদঃ মাননীয় মন্ত্রী সাহেব জবাব দেবেন কি? ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও সর্বজনবিদিত, বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী, বাংলাদেশ বিরোধী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের সংগে জড়িত বাংলাদেশ-পাকিস্তান কনফেডারেশনের প্রয়াসী এমন একজন ব্যক্তিকে জেনে-শুনে গত সুদীর্ঘ দেড় বৎসর যাবৎ দেশে থাকতে দেওয়ার কারণ কি?

জনাব স্পীকারঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহেব, আপনার কাছে প্রশ্নটা এই দাঁড়াবে যে, ১০-১২-৭৮ তারিখের পর কেন তাঁকে থাকতে দেওয়া হল? আপনি তো গোলাম আযমের কথা বলেছেন আগে। কেন থাকতে দেওয়া হল, এটাই তিনি জানতে চাচ্ছেন।

জনাব আবু সালেহ মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানঃ যারা বাহিরে থেকে আসার পর এ দেশের নাগরিকত্ব চায়, তারা তাদের পাসপোর্ট জমা দিয়ে apply করে। Apply করার পর থেকে যতদিন পর্যন্ত না এর কোন decision হয় ততদিন পর্যন্ত তাদের ভিসা না দিয়ে এইভাবে রাখা হয়। যদি তাদের citizenship দেওয়া হয়, তাহলে তাদের বলে দেওয়া হয়। আর যদি না দেওয়া হয়, তাহলে তাদের বের করে দেওয়া হয়।

জনাব মহিউদ্দিন আহম্মদ (বিরোধী দলীয় উপনেতা)ঃ প্রফেসর গোলাম আযম এতদিন পর্যন্ত কোথায় ছিলেন এবং কী কারণে ছিলেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন কি?

www.bjilibrary.com

জনাব স্পীকারঃ মিস্টার মহিউদ্দিন আপনার প্রশ্নটা স্পষ্ট করে বলুন।

জনাব মহিউদ্দিন আহমদঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি তিনি এতদিন পর্যন্ত কোথায় ছিলেন, কোন্ দেশের পাসপোর্ট তাঁর কাছে ছিল, কোথা থেকে তিনি এখানে এসেছেন এবং কী কারণে এসেছেন?

জনাব স্পীকারঃ সম্পূরক তো এতগুলো হয় না। এতগুলি প্রশ্ন না করে একটা প্রশ্ন করুন।

জনাব মহিউদ্দিন আহম্মদঃ তিনি কোন্ দেশ থেকে এসেছেন এবং কেন সেখানে গিয়েছিলেন?

জনাব স্পীকার ঃ দুইটা প্রশ্ন হয়ে গেল।

জনাব মহিউদ্দিন আহম্মদঃ দুইটা প্রশ্নও করতে দেবেন না আমাকে?

জনাব স্পীকারঃ আপনি বুঝছেন না কেন। এটা তো সম্পূরক প্রশ্ন।

জনাব আবু সালেহ মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানঃ তাঁর কাছে যে পাসপোর্ট আছে এবং যেটা আমাদের কাছে জমা দিয়েছেন, সেটা ছিল পাকিস্তানী পাসপোর্ট এবং তিনি লন্ডন থেকে এখানে এসেছেন।

জনাব এ. কে. এম. রফিক উল্লা চৌধুরী (চট্টগ্রাম-৩)ঃ জনাব স্পীকার, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, কোন নাগরিকের যদি জন্মগত অধিকারে নাগরিকত্ব থাকে, সেই নাগরিকত্ব কেউ হরণ করতে পারে কি না।

জনাব আবু সালেহ মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানঃ প্রশ্নটা যদি আর একবার করেন ভাল হয়।

জনাব এ. কে. এম. রফিক উল্লা চৌধুরীঃ জন্মগত অধিকারে যারা নাগরিকত্ব পায়, তাদের নাগরিকত্ব হরণ করার কোন অধিকার কারও আছে কিনা।

জনাব স্পীকারঃ এটা সম্পূরক হল নাকি?

জনাব মোঃ আবদুল বারী সরদার (পাবনা-১১)ঃ জনাব স্পীকার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে, আফগান স্টাইলে বিপ্লব করার কথা ঘোষণা করার পর সেটা রাষ্ট্রদ্রোহিতার মতো কাজের পর্যায়ে পড়ে কিনা।

জনাব স্পীকারঃ প্রশ্নের উত্তর দিন আপনি।

জনাব আবু সালেহ মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানঃ এ ব্যাপারে খবরের কাগজ দেখলে বুঝতে পারতেন যে, case ধার্য করা হয়েছে। কারণ এটা...

জনাব স্পীকার ঃ বসুন মাননীয় মন্ত্রী।

www.bjilibrary.com

জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান খোকন (ময়মনসিংহ-১৯)ঃ স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালের এই বিশিষ্ট জঘন্য দালাল প্রফেসর গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আমাদের সরকারের আছে কিনা, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাচ্ছি।

জনাব স্পীকার ঃ আপনি যে ভাষা ব্যবহার করলেন সে ভাষা এখানে চলবে না।

[বাধা প্রদান]

মিস্টার সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, বসুন।

আপনার যেমন অধিকার আছে, অন্যেরও সেই রকম অধিকার আছে।

[বাধা প্রদান]

তিনি একটা প্রশ্ন করেছেন। মাননীয় মন্ত্রীর কী বলার আছে, শুনুন। তারপরে আপনি বলবেন।

মিস্টার আনিসুজ্জামান খোকন, প্রশ্নটা দেখুন, কী আছে। সেইভাবে আপনার সম্পুরক প্রশ্নটা formulate হয় নাই। আর, যে ভাষায় বললেন, তার কোন দরকার ছিল না।

জনাব মোঃ আবদুল বারী সরদারঃ আমি জানতে চাই, প্রফেসর গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের সরকারের আছে কিনা।

জনাব আবু সালেহ মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানঃ সেটা বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Mr. Speaker: Mr. Salauddin Quader Choudhury.

জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী (চট্টগ্রাম-৭)ঃ মাননীয় মন্ত্রী দয়া করে বলবেন কি, এ পর্যন্ত পাকিস্তানী পাসপোর্টের মাধ্যমে বাংলাদেশে কোন পাকিস্তানী এসে বাংলাদেশী নাগরিকত্ব লাভ করেছেন কিনা।

জনাব স্পীকারঃ এইগুলি সব নতুন প্রশ্ন। তবু, মিনিস্টার সাহেব উত্তর দিতে চান, দিতে পারেন।

[বাধা প্রদান]

মিস্টার সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, দেখুন, আপনি বারবার disturb করছেন। মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছেন– তাঁকে উত্তর দেওয়া থেকে বঞ্চিত করছেন।

জনাব আবু সালেহ মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানঃ যদি নোটিশ দেন, জবাব পাবেন।

জনাব স্পীকার ঃ মিসেস ফয়েজ।

www.bjilibrary.com

বেগম সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ (খুলনা-১৪)ঃ মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি, প্রফেসর গোলাম আযম জন্মগতভাবে বাঙালী কিনা?

জনাব আবু সালেহ মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানঃ প্রফেসর গোলাম আযম বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাক-স্বাধীনতাকালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে জামাতে ইসলামের আমীর ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি এ দেশে ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে তিনি এ দেশ ত্যাগ করেন।

জনাব ছালাহ উদ্দিন ইউসুফ (খুলনা-৯)ঃ মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে বলবেন কি, জনাব গোলাম আযম সাহেবকে '৭১-এর গণহত্যার দায়ে তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল কিনা এবং বর্তমানে তাঁর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে কিনা? বর্তমানে তিনি কী অবস্থায় আছেন, কীভাবে তিনি এ দেশে বসবাস করছেন?

সময় শেষ হওয়ায় স্পীকার পরবর্তী প্রশ্নে চলে যান।

www.bjilibrary.com

১৯৮১ সালের সংসদে

১৯৮১ সালের মে মাসের ৫ তারিখ জাতীয় সংসদে জনাব শাহজাহান সিরাজের একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপমন্ত্রী অধ্যাপক আব্দুস সালাম বলেন, ভিসা বলে অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশে আছেন। তাঁর গতিবিধির উপর সরকার নজর রাখছেন। ১৯৭৮ সালে তাঁর নাগরিকত্ব লাভের আবেদন ঐ বছর নাকচ করা হয়। ১৯৭৯ সালে তিনি পুনরায় যে দরখাস্ত করেছেন তা এখনও বিবেচনাধীন আছে।

জবাবে বিরোধী দল সন্তুষ্ট না হলে এক পর্যায়ে সংসদ নেতা বলেন, ৭১ ধারা মুতাবেক জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের ওপর বিতর্ক হতে পারেনা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন যে, গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয় স্বাধীনতার পর। তাঁর জন্মস্থান কুমিল্লায়। যখন তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করা হয় তখন তিনি দেশের বাইরে ছিলেন। পরবর্তীকালে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন। তা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

স্পীকার বলেন, মন্ত্রীর উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে বিধি অনুযায়ী অন্যভাবে প্রস্তাব আনতে পারেন।

সংসদ নেতা শাহ আজিজ বলেন, আপনারা যা ইচ্ছা তাই ভাবেন। জনগণ কি চায়? বিরোধীদলের নেতা আসাদুজ্জামান দাঁড়িয়ে বলেন, জনগণ গোলাম আযমের বহিষ্কার চায়। এটা গণদাবী। জবাবে শাহ আজিজ বলেন, আপনারা ক'জন যদি জনগণ হন তাহলে আমার বলার কিছু নেই।

বিধিসম্মতভাবে বিষয়টি উত্থাপিত হলে পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে– এইমর্মে স্পীকারের বক্তব্যের পর সেখানেই ইস্যুটির সমাপ্তি হয়।

www.bjilibrary.com

'৮৮ সালের সংসদে গোলাম আযম প্রসংগ

বিগত ২৬শে মে জাতীয় সংসদে বিরোধীদলের জনাব শাহজাহান সিরাজের এক মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাবের পর অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কে তাঁর প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে তুমুল হৈচৈ এবং উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বিরোধী দলের কথিত নেতা আ স ম আব্দুর রব অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কে অশালীন উক্তি করেন। অধ্যাপক গোলাম আযমকে নিয়ে সংসদে বাক-বিতন্ডার এক পর্যায়ে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ ওয়াক আউট করেন। ৫ মিনিট পর তারা আবার ফিরে আসেন। উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য বিনিময় চলতে থাকে। আরেকবার আ, স, ম, রবের নেতৃত্বে কতিপয় সংসদ সদস্য ওয়াক আউট করলে ফ্রিডম পার্টির সদস্যদ্বয় ওয়াক আউট থেকে বিরত থাকেন।

পরের দিন আ, স, ম রবের বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আলেম, আইনজীবীসহ সর্বস্তরের জনগণ সংসদে অধ্যাপক আযমের বিরুদ্ধে অশোভন উক্তির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। এমনকি সরকারী দলের ২৯ জন সংসদ সদস্য এবং বেশ ক'জন স্বতন্ত্র সদস্য জাতীয় সংসদে আ স ম রবের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ২৯শে মে সংসদের অধিবেশনের শুরুতে পুনরায় শাহ্জাহান সিরাজ অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কে একটি মূলতবী প্রস্তাব আনার চেষ্টা করেন এবং এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তিনি অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কে জাতীয় সংসদে একটি বিবৃতি প্রদান করবেন। আশা করা যায় সে বিবৃতি দেয়া হলে এ সম্পর্কে মূলতবী প্রস্তাবের প্রয়োজন হবেনা। এদিনও দেড়ঘন্টা যাবত অধ্যাপক গোলাম আযম প্রসংগ নিয়ে সংসদে শোরগোল এবং হৈ চৈ হয়। আ স ম আব্দুর রবসহ বিরোধী দলের সদস্যরা তাঁকে বহিষ্কারের দাবী জানান এবং একদফা ওয়াক আউট করেন। উল্লেখ্য যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক এম, এ, মতিন আ স ম আব্দুর রবকে "ভাঁড়" বলে মন্তব্য করার কারণে সেদিনের বিতর্ক এবং শোরগোল হয়। আ স ম রবের ওয়াক আউটের সময় কপের দু'জন সদস্য এবং ফ্রিডম পার্টির সদস্যরা তাতে যোগ দেননি। বিরোধী দলীয় সদস্য মফিজুর রহমান বলেন, অধ্যাপক আযম গণহত্যার জন্য দায়ী হলে নাগরিকত্ব দিয়ে তাঁর বিচার করা হোক। কিন্তু নাগরিকত্ব ঝুলিয়ে রাখা ঠিক হবেনা। এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এম, এ, মতিন সংসদে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাম, বাপের নাম প্রকাশ করেন।

www.bjilibrary.com

তিনি বলেন, নাম জনাব গোলাম আযম, পিতার নাম– মরহুম মাওলানা গোলাম কবির, ঠিকানা– ১১৯, কাজী অফিস লেন, মগবাজার, ঢাকা। এরপরও এ বিষয়ে অনেকক্ষণ যাবত বিতর্ক চলে। অবশেষে আসনে উপবিষ্ট ডেপুটি স্পীকার রিয়াজউদ্দিন ভোলা মিয়া বলেন, এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, মূলবতী প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা হলো।

৩০শে মে অধ্যাপক গোলাম আযম উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সামনে রেখে নিজ বাসভবনে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এক সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করেন। এ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর জন্মগত নাগরিক অধিকার প্রসংগে বক্তব্য পেশ করেন। ৩১শে মে অধ্যাপক আযমের সাংবাদিক সম্মেলনের বিস্তারিত সংবাদ ছবিসহ সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সেদিন দুপুর ১২ টায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক এম, এ, মতিন জাতীয় সংসদে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন। এই বিবৃতিতে তিনি জানান, "অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছা কোনটাই সরকারের নেই।" স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতিটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

www.bjilibrary.com

সংসদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ

ঢাকা, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ (৩১শে মে)ঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক এম এ মতিন আজ জাতীয় সংসদে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন–

ধন্যবাদ মাননীয় স্পীকার,

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিগত ২৬শে মে থেকে আজ পর্যন্ত এই মহান সংসদে জনাব গোলাম আযম-এর বাংলাদেশে অবস্থান নিয়ে যে তুমুল বিতর্ক এবং অবাঞ্ছিত এক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির বিধি ৩০০ অনুযায়ী আমি আমার বিবৃতি দান করছি। আর এর অনুমতি দান করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমি মনে করি ধারাবাহিক বর্ণনা সম্বলিত এই বিবৃতির প্রয়োজন ছিল কারণ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল। শুধুমাত্র সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে একটি বিচ্ছিন্ন জবাব অথবা মনোযোগ আকর্ষণের উত্তরের পরবর্তী যে একটিমাত্র প্রশ্ন করা যায় তার একটি সংক্ষিপ্ত জবাব এ বিষয়ে এই মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ-এর তথা সমগ্র জাতির আশা পূরণ করতে ব্যর্থ হত। তাই আমরা সকলেই একমত হয়ে আজকের এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

জনাব গোলাম আযম পিতা মরহুম মাওলানা গোলাম কবির, ১১৯ কাজী অফিস লেন, মগবাজার, ঢাকা, স্বাধীনতা পূর্বকালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জামাতে ইসলাম-এর আমির ছিলেন।

১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত তিনি এদেশে অবস্থান করছিলেন।

১৯৭১ সালের ২২শে নভেম্বর তিনি পাকিস্তানে গমন করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৮-৪-৭৩ তারিখে (নং ৪০০/বহিঃ৩) জারীকৃত একটি প্রজ্ঞাপন বলে তাঁর বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়।

ইংরেজী ১৯৭৬ সনে তিনি লন্ডন থেকে তাঁর নাগরিকত্ব ফেরৎ পাওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট আবেদন করেন।

www.bjilibrary.com

উক্ত আবেদন নাকচ করা হয় এবং এ ব্যাপারে তাঁকে জানিয়েও দেয়া হয়।

১৯৭৮ সনের ১১ই জুলাই জনাব গোলাম আযম পাকিস্তানী পাসপোর্টে বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং তখন থেকে তিনি এদেশে অবস্থান করছেন।

১৯৭৯ সনের প্রথমদিকে তিনি তাঁর নাগরিকত্ব ফেরৎ পাওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবার আবেদন করেন।

পরে ১৯৮১ সনের ৩০শে এপ্রিল তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং পাকিস্তানী নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি হলফনামা পেশ করেন এবং তাঁর নাগরিকত্বের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানান। কিন্তু তাঁর নাগরিকত্ব ফেরৎ দেওয়া হয় নাই।

মাননীয় স্পীকার, আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এই পর্যায়ে এই মহান সংসদকে জানাতে চাই বর্তমানেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তাঁকে নাগরিকত্ব ফেরৎ দেয়ার কোনও ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত কোন কিছুই নাই।

সরকার ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অবৈধভাবে বসবাসকারী সকল বিদেশী নাগরিককে ২০শে এপ্রিল ১৯৮৮ তারিখের মধ্যে দেশ ত্যাগ করার আদেশ জারী করে।

মাননীয় স্পীকার,

কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, দীর্ঘ ৪০ দিনের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ এখনো বাংলাদেশ ত্যাগ করেন নাই।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে অতীতেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে এবং এই প্রক্রিয়া চালু রয়েছে এবং থাকবে।

মাননীয় স্পীকার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানাতে চাই, আইনের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার আপোষহীন মনোভাব পোষণ করে এবং মনে করে আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে। অবৈধভাবে অবস্থানকারীদের অবশ্যই আইনের শাসন মেনে নিতে হবে এবং বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, আমার এই বিবৃতিদানের পর আমি আশা করি সকল উত্তেজনা প্রশমিত হবে এবং সকল বিতর্কের অবসান ঘটবে।

মাননীয় স্পিকার,

আজ প্রশ্নোত্তর পর্বের পূর্বে বিরোধী দলীয় নেতা জনাব আ স ম আবদুর রব এই একই বিষয়ে আরো ২/৪টি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

www.bjilibrary.com

একটি প্রশ্ন তুলেছেন কি করে জনাব গোলাম আযম প্রেস কনফারেন্স করলেন এবং জনাব গোলাম আযম প্রেস কনফারেন্সে যে সমস্ত বক্তব্য দিয়েছেন সে সম্পর্কেও জনাব রব দ্বিমত পোষণ করেছেন।

এ বিষয়ে আমি শুধু এটুকুই জানাতে চাই, আমাদের মাতৃভূমি এই বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টির সরকার কর্তৃক পরিচালিত এই বাংলাদেশ, প্রেসিডেন্ট এরশাদের এই বাংলাদেশ– একটি বাক-স্বাধীনতার দেশ। এখানে স্বদেশীই হউক বা বিদেশীই হউক তার নিজের সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করার কোনও বাধা নেই বা প্রতিবন্ধকতা নেই।

এদেশে অবস্থান করছেন এমন কোনও ব্যক্তি যদি সংবাদপত্র এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছে নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং ব্যক্তিগত কোনও মতামত দান করেন এবং তারা যদি তা প্রকাশ করেন সরকার তাতে বাধা দেবেনা কারণ সরকার বাক-স্বাধীনতা বা ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

তবে জনাব গোলাম আযম যা বক্তব্য রেখেছেন সেটা তাঁর নিজস্ব বক্তব্য এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তার সত্যতা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

জনাব রব আরো প্রশ্ন তুলেছেন এদেশে সরকার আছে কিনা? তার মনে সন্দেহ জেগেছে সরকার আছে কিনা। এটা মতামত-এর ব্যাপার– তার মনে হতে পারে সরকার নেই– কিন্তু সেটা সঠিক নয়। আমি তাকে সুস্পষ্টভাবে জানাতে চাই যে এদেশে সরকার আছে। সে সরকার জাতীয় পার্টির সরকার এবং সেই সরকারের প্রধান হচ্ছেন উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক প্রেসিডেন্ট হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ।

মাননীয় স্পীকার,

আমি এখন আরেকটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কে এই সংসদে যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারী ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। পৃথিবীর সকল দেশের সকল সংসদেই এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করবো যে, আমার এই বিবৃতি প্রদানের পর এ সম্পর্কিত সকল বিতর্ক ও বিভ্রান্তির অবসান হবে।

আমি মনে করি, ধারাবাহিক বর্ণনা সম্বলিত এই বিবৃতির প্রয়োজন ছিল। কারণ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল। তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বলার জন্য আজকের এই পদক্ষেপ।

www.bjilibrary.com

তিনি বলেন, অধ্যাপক আযম স্বাধীনতার পূর্বকালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২২শে নবেম্বর তিনি পাকিস্তানে যান। পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল ঘোষণা এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য বলে চিহ্নিত করে।

অধ্যাপক মতিন বলেন, জনাব আযম ১৯৭৬ সালে লন্ডন থেকে তাঁর নাগরিকত্ব ফেরত পাওয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। তবে তাঁর আবেদন নাকচ করে দেয়া হয়। এরপর জনাব গোলাম আযম ১৯৭৮ সালের ১১ই জুলাই পাকিস্তানী পাসপোর্টে ভিসা নিয়ে বাংাদেশে প্রবেশ করেন এবং সেই থেকে তিনি বাংলাদেশে রয়েছেন। ১৯৭৯ সালে তিনি তাঁর নাগরিকত্ব ফেরত পাওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবার আবেদন করেন। পরে ১৯৮১ সালের ৩০শে এপ্রিল তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন ও পাকিস্তানী নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি হলফনামা পেশ করেন এবং তাঁর নাগরিকত্বের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানান। কিন্তু তাঁর নাগরিকত্ব ফেরত দেয়া হয়নি।

উপপ্রধানমন্ত্রী, আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে এই পর্যায়ে এই মহান সংসদকে জানাতে চাই যে, বর্তমানেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তাঁকে নাগরিকত্ব ফেরত দেয়ার কোন ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত কিছুই নেই।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে অবৈধভাবে বসবাসকারী সকল বিদেশী নাগরিককে গত ২০শে এপ্রিলের মধ্যে দেশত্যাগ করার আদেশ জারি করা হয়। তবে একথা সত্য যে, দীর্ঘ ৪০ দিনের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ এখনো বাংলদেশ ত্যাগ করেন নাই। অবৈধ অবস্হানকারীদের বিরুদ্ধে অতীতেও যথাযথ ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়েছে এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। আর এই প্রক্রিয়া চালু থাকবে। আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, আইনের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার আপসহীন মনোভাব পোষণ করেন এবং মনে করেন আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে। অবৈধভাবে অবস্হানকারীদের অবশ্যই আইনের শাসন মেনে নিতে হবে এবং বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হবে। মাননীয় স্পীকার, আমার এই বিবৃতিদানের পর আমি আশা করি, সকল উত্তেজনা প্রশমিত হবে এবং সকল বিতর্কের অবসান ঘটবে। দুঃখ প্রকাশ করে বিরোধী দলীয় সদস্যদের প্রতি আমাদের এই অনুভূতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সকল প্রকার ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির অবসান ঘটানোর জন্য অনুরোধ জানাবো।

www.bjilibrary.com

প্রধানমন্ত্রী

ইতিপূর্বে জনাব রবের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী জনাব মওদূদ আহমদ বলেন, জনাব গোলাম আযম সম্পর্কে আমাদের সেন্টিমেন্ট অভিন্ন। জনাব আযমের সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য যদি দেশ ও আইনের পরিপন্থী হয় তবে সরকার তা বিবেচনা করবেন।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনুভূতি সম্পর্কে জনাব রবের সাথে আমাদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। কোন এক ব্যক্তির জন্য বাংলাদেশ পাকিস্তান হবে না। এজন্য উৎকণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাংবাদিক সম্মেলনে যদি জনাব আযম বিরূপ কিছু বলে থাকেন তবে প্রচলিত আইনের মাধ্যমেই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

www.bjilibrary.com

জাতীয় রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ভূমিকা

অধ্যাপক গোলাম আযমের জীবনটাই সদা তৎপর এক সংগ্রাম ও কর্মমুখর জীবন। প্রতিটি মুহূর্ত তিনি দ্বীন ইসলাম, দেশ, জনগণের সেবায় ও জাতির কল্যাণ চিন্তায় নিয়োজিত করেছেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কঠোর পরিশ্রম করছেন। নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে প্রত্যক্ষভাবে ময়দানী তৎপরতায় নিয়োজিত না হয়েও তিনি দেশের রাজনীতিকে গঠনমুখী খাতে প্রবাহিত করার জন্য এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালনার জন্য তিনি এই পরিস্থিতিতেও নীরব থাকেননি। বরং সকলপ্রকার নির্যাতন, যুলুম ও উস্কানি উপেক্ষা করে নিজ দায়িত্ব পালনে সদা তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন।

অধ্যাপক আযমের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করেছে, কতিপয় মুখচেনা সংবাদপত্র তাঁর সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তিও সৃষ্টিতে চেষ্টা চালিয়েছে। নাস্তিক ও কমুনিস্ট মহল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ইংগিতে অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং উস্কানি অব্যাহত রেখেছে। শুধুমাত্র নাস্তিক কমুনিস্ট প্রভাবিত একটি আধা সরকারী সাপ্তাহিক অধ্যাপক আযমের বিরুদ্ধে গত কয়েক বছরে কম করে হলে অর্ধডজন প্রচ্ছদ কাহিনী বের করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার অভিযান চালানো হয়েছে। এমনকি তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করা হয়েছে। তথাপি অসাধারণ সাহসিকতার অধিকারী অধ্যাপক আযম দৃঢ় মনোবল নিয়ে শান্তভাবে দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালনে পিছপা হননি। ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারী হওয়ার পর ক্ষমতাসীন চক্রের সৃষ্ট এই রাজনৈতিক সংকট উত্তরণে তিনি চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন।

১৯৭৮ সালে দেশে ফেরার পর কিভাবে বাংলাদেশের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পদ্ধতি গড়ে তোলা যায় তা নিয়ে তিনি বিশদ চিন্তা-ভাবনা করে একটি রাজনৈতিক পদ্ধতির প্রস্তাব করেন। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ তাঁর সেই প্রস্তাবটিকে দেশের উপযোগী একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি বিকাশে সহায়ক হতে পারে বিবেচনায় তা গ্রহণ করে।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের পলিটিকেল সিস্টেম ও ৫ দফা প্রস্তাব

১। প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট

(ক)বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

(খ)প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় একই সাথে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন।

(গ)প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্টের কার্যকাল হবে ৫ বছর।

(ঘ)কোন কারণে প্রেসিডেন্ট পদ শূন্য হলে নির্বাচিত ভাইস-প্রেসিডেন্ট সে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় সংসদ অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। কোন অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না।

(ঙ)যদি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সংবিধান গুরুতরভাবে লংঘিত হয় অথবা যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তাহলে সংসদ সদস্যদের তিন চতুর্থাংশের ভোটে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করা যাবে।

২। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব

(ক)শাসনতন্ত্রের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের নিরপেক্ষ হাতে ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু দেশের শাসন কর্তৃত্ব তাঁর হাতে থাকবেনা।

(খ)প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্টের নিরপেক্ষ মর্যাদা বজায় রাখার প্রয়োজনে তাঁরা দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে সক্রিয়ভাবে দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িত থাকতে পারবেন না।

(গ)নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট তাঁদের পদে বহাল থাকা অবস্থায় নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। অবশ্য নির্বাচনের ৬ মাস পূর্বে পদত্যাগ করলে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন।

(ঘ)সরকার যদি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হারান এবং অন্য কেউ যদি সরকার গঠনে সক্ষম না হন তাহলে প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদ ভেংগে দিয়ে ৪ মাসের মধ্যে পরবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

(ঙ)প্রেসিডেন্টের সরকারকে উপদেশ (Advice) দেবার অধিকার থাকবে।

৩। শাসন ক্ষমতা

(ক)জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই সরকার গঠনের প্রকৃত ক্ষমতা থাকবে এবং জন প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারই

www.bjilibrary.com

প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করবেন।

(খ) প্রধানমন্ত্রীই সরকার প্রধানের মর্যাদা ভোগ করবেন। প্রেসিডেন্ট শাসনতন্ত্র বহির্ভূত পন্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

(গ) প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন এবং সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন না হারানো পর্যন্ত সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী থাকবেন।

(ঘ) জাতীয় সংসদ ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে সুপ্রীমকোর্ট সে বিষয়ে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী চূড়ান্ত ফায়সালা দেবে।

(ঙ) সরকারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে সংসদ সদস্যগণ দল পরিবর্তন করতে পারবেন না। যে দলের টিকেট নিয়ে কোন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সে দল ত্যাগ করলে তিনি সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন বলে গণ্য করা হবে।

৪। জাতীয় সংসদ নির্বাচন

(ক) জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ৩ মাস পূর্বে মন্ত্রিসভা ও জাতীয় সংসদ ভেংগে দিতে হবে।

(খ) পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি অরাজনৈতিক কেয়ার টেকার সরকার দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করবেন।

(গ) এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জাতীয় সংসদের কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারবেন না।

(ঘ) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাচন কমিশনের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এবং এর উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

(ঙ) জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এক মাসের মধ্যেই নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবেন।

৫। নির্বাচন কমিশন

(ক) সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

(খ) নির্বাচন কমিশনের সকল সদস্য প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

www.bjilibrary.com

(গ)প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(ঘ)নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে গোটা প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে।

(ঙ)প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদের নির্বাচন একই সাথে অনুষ্ঠান করতে হবে।

দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন, স্থিতিশীল সরকার, আইনের শাসন, জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের সরকার কায়েম এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাস রোধ করতে হলে উপরোক্ত পলিটিকেল সিষ্টেমের চাইতে উন্নত কোন প্রস্তাব কারো কাছে থাকলে সকলের বিবেচনার জন্য তা পেশ করা হোক।

রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের দায়িত্ব যদ্দিন এক ব্যক্তির হাতে থাকবে তদ্দিন স্বৈরতন্ত্র থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় নেই।

বর্তমানে যে সিষ্টেম চালু আছে তা কোনক্রমেই গণতন্ত্র পদবাচ্য বিবেচিত হতে পারেনা। এর পরিবর্তন না হলে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেশকে অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবার প্রবল আশংকা রয়েছে।

১৯৮৪ সালে জামায়াতে ইসলামী, বি এন বি, আওয়ামী লীগসহ প্রধান রাজনৈতিক দল ও জোট সমূহের সাথে সরকারের যে কয়েকদফা সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়, সেই সংলাপের প্রাক্কালে অধ্যাপক আযম দেশের রাজনৈতিক সংকট উত্তরণে দুটো বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন।

"(১) সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির হাতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার অর্পণ করে সামরিক আইন তুলে নিতে পারেন। প্রধান বিচারপতি একটি অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে মূলতবী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের ব্যবস্থা করবেন।

"(২) যদি উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব না হয় তাহলে তিনি নিজেই একটি অরাজনৈতিক কেয়ার টেকার সরকার গঠন করতে পারেন।"

আমাদের রাজনৈতিক সংকট উত্তরণে তাঁর এই ভারসাম্যপূর্ণ পরামর্শ এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হতো। এ সম্পর্কিত পুস্তিকা আকারে প্রচারিত অধ্যাপক গোলাম আযমের বক্তব্য ও চিন্তাধারা যা রাজনৈতিক চিন্তার দিকদর্শন হতে পারে তা নিম্নে পাঠক সাধারণের সুবিধার্থে হুবহু উদ্ধৃত করা হলো ঃ

www.bjilibrary.com

গতমাসে উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাতি নিশ্চিত গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিল। সরকার ঐ নির্বাচন মুলতবী করায় সাময়িকভাবে দেশ একটা বিপর্যয় থেকে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু আসল রাজনৈতিক সংকট এখনো কাটেনি। কিভাবে এবং কখন সামরিক শাসন তুলে নেওয়া হবে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন সর্বাগ্রে হবে কিনা, বর্তমান সরকারের পরিচালনায় নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব কি না ইত্যাদি বিষয়ে সরকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে যে সুস্পষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে তারই ফলে রাজনৈতিক সংকট অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে। তাই আমরা গৃহযুদ্ধের আশংকা থেকে এখনও মুক্ত নই।

কোন জাতির জীবনে গৃহযুদ্ধের চেয়ে বড় অশান্তির অবস্থা আর কিছু হতে পারেনা। বিশেষ করে বাংলাদেশের যে ভৌগলিক অবস্থা রয়েছে তাতে গৃহযুদ্ধের সুযোগে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের আশংকা প্রবল। খোদা না করুন, এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে দেশের স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে।

দেশের এমন এক সংকটময় অবস্থায় সত্যিকার কোন দেশপ্রেমিকই বিচলিত না হয়ে পারেনা। তাই বর্তমান নাযুক পরিস্থিতিতে সামরিক সরকার ও রাজনৈতিক দল সমূহের বিবেচনার জন্য তাদের খেদমতে নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করা আমার ঈমানী দায়িত্ব মনে করছি।

আমরা আজ এক বিরাট বিপদের সম্মুখীন। এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য একদিকে দয়াময় আল্লাহর দরবারে কাতর আবেদন জানাতে হবে, অপর দিকে গোটা জাতিকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। চেষ্টা করা ছাড়া শুধু দোয়া আল্লাহ কবুল করেননা। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া শুধু চেষ্টাও সফল হয়না।

গৃহযুদ্ধ আল্লাহর এক আযাব

সূরা আল-আনয়াম কুরআনের ৬ নং সূরা। এর ৬৫ নং আয়াতে গৃহযুদ্ধকে দুনিয়ায় আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের আযাব বা শাস্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহর রচিত বিধান গ্রহণ করার জন্য রাসূল (সাঃ)-এর দাওয়াত যারা অস্বীকার করেছিল তাদেরকে সতর্ক করার জন্যই ঐ আয়াতে কয়েক প্রকার আযাবের ধমকী দেয়া হয়েছে। তারই একটি হলো গৃহযুদ্ধ। কিন্তু মুসলিম হবার দাবীদার জাতি যদি আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর নেতৃত্ব মেনে না চলে তাহলে তাদের উপরও গৃহযুদ্ধের আযাব নাজিল হয়।

অমুসলিম জাতি যেহেতু আল্লাহর বিধান পালনের দাবীদার নয় সে কারণে

www.bjilibrary.com

এ বিষয়ে আল্লাহ তাদেরকে সহজে পাকরাও করেন না। কিন্তু মুসলিম জাতির সামষ্টিক জীবন আল্লাহ ও রাসূলের পথে না চললে আল্লাহ তাদেরকে সংশোধনের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন বলে কুরআন ও হাদীসে প্রমাণিত। সে হিসাবে মুসলিম জাতিকে গৃহযুদ্ধের আযাব থেকে স্থায়ীভাবে বেঁচে থাকতে হলে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আইন ও রাসুল (সাঃ)-এর বাস্তব জীবনাদর্শ মেনে চলতে হবে।

বর্তমানে আমরা যে সংকটে পড়েছি তা গৃহযুদ্ধকে আরও ত্বরান্বিত করছে। দুর্নীতি ও দুষ্কৃতি চরম আকার ধারণ করলে গৃহযুদ্ধের আকারে আল্লাহর আযাব নেমে আসে। আর অসত্য রাজনীতিই হলো সব রকম দুর্নীতির উৎস। যে জাতির রাজনীতি দুর্নীতি থেকে মুক্ত সে জাতির মধ্যে দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে না। কিন্তু যে দেশের রাজনীতিতেই দুর্নীতি প্রাধান্য লাভ করে সে দেশের সব কিছুই নীতিহীনতার বন্যায় ভেসে যায়। তখন অনিশ্চিত অবস্থা সবাইকে অস্থির করে রাখে। গৃহযুদ্ধের আযাব এরই স্বাভাবিক পরিণতি।

রাজনীতিতে দুর্নীতি

রাজনীতিকে নির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতিতে পরিচালনার উদ্দেশ্যেই শাসনতন্ত্রের প্রচলন হয়েছে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত শাসনতন্ত্র স্বাভাবিক কারণেই গোটা জাতির আস্থা লাভ করে। দেশের সবাই যদি ঐ শাসনতন্ত্র মেনে চলে তাহলে রাজনীতিতে দুর্নীতি ঢুকবার সুযোগ পায়না।

কোন দেশে শাসনতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও দু'কারণে রাজনীতি কলুষিত হতে পারে। প্রথমতঃ সরকারী দল আইন সভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার দরুন শাসনতন্ত্রকে দলীয় স্বার্থে পরিবর্তন করতে সক্ষম হলে শাসনতন্ত্র খেলনায় পরিণত হয়। এর পরিণামে জাতীয় স্বার্থ দলীয় খামখেয়ালির শিকার হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ সশস্ত্র বাহিনী বেসামরিক সরকারের আনুগত্য ত্যাগ করে দেশ শাসনের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিলে শাসনতন্ত্রের অপমৃত্যু না হয়ে পারে না। দুর্ভাগের বিষয় যে, আমাদের দেশে এ দুরকম পথেই রাজনীতিতে ব্যাপক দুর্নীতি প্রবেশ করেছে।

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ

বর্তমান সামরিক সরকার ৮২ সালের ২৪শে মার্চ চালু হয়েছে। এর আগের দিন পর্যন্ত দেশে একটা শাসনতন্ত্র জারী ছিল। ঐ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী একটা

www.bjilibrary.com

নির্বাচিত জাতীয় সংসদ ছিল। আর মাত্র চারমাস আগে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হলো। ২৪শে মার্চ ঐ শাসনতন্ত্র মূলতবী ঘোষণা করে, জাতীয় সংসদ বাতিল করে এবং প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে সামরিক শাসন ঘোষণা করা হলো। এরই পরিণতিতে দেশ আজ গৃহযুদ্ধের মতো মহাবিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

সামরিক সরকার বনাম গণতান্ত্রিক আন্দোলন

সামরিক সরকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতন্ত্র বহাল হোক এটাই প্রতিটি দেশপ্রেমিকের কামনা। মূলতবী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত সরকার ক্ষমতাসীন হবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হলে দেশটা কোনপ্রকারে গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পেতে পারে। গণতন্ত্রে উত্তরণের এ কাংখিত সাফল্য অর্জিত হবে কিনা, সরকার ও গণতান্ত্রিক শরীক রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সমঝোতার উপরই তা নির্ভর করে। কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে তা দূর না হলে ঈপ্সিত সমঝোতায় পৌঁছাও সম্ভব হবেনা।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ক্ষমতা দখলের পূর্ব থেকেই দাবী করে এসেছেন যে, সশস্ত্র বাহিনীকে দেশ শাসনে যথাযথ অংশ দিতে হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দল এ দাবীকে যুক্তিপূর্ণ বলে স্বীকার করেনি। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রতিটি রাজনৈতিক দল আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, সশস্ত্র বাহিনীকে রাজনৈতিক বিতর্কের উর্ধে রাখতে হবে যাতে তারা জাতীয় ঐক্যের প্রতিকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন। রাজনৈতিক ময়দানে মতভেদ অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সরকার বিরোধী দল ছাড়া চলতেই পারেনা। তাই সশস্ত্র বাহিনীকে দেশ শাসনে জড়িত করলে তারাও সরকারী ও বিরোধী দলে বিভক্ত হবেন। ফলে দেশ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীকে রাজনৈতিক কোন্দলে জড়িত করা হলে দেশের আযাদীই বিপন্ন হবার আশংকা।

এ মতাদর্শের অন্তরালে

সশস্ত্র বাহিনীকে দেশ শাসনের দায়িত্ব দেবার এ রাজনৈতিক মতাদর্শের পক্ষে কোন মজবুত যুক্তি আজ পর্যন্ত কেউ পেশ করতে না পারলেও, তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে বাস্তবে তা চালু আছে। মজার ব্যাপার হলো, যে যখনি কোন দেশে সশস্ত্র বাহিনী ক্ষমতা দখল করে তখন দেখা যায় যে, আমেরিকা অথবা রাশিয়া ঐ সামরিক সরকারকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। রাশিয়ার পক্ষে অস্ত্র

www.bjilibrary.com

বলে ক্ষমতা দখল করার নীতি সমর্থন করা অস্বাভাবিক নয়। এটাই তাদের আদর্শ ও চরিত্র। এটাই তাদের সঠিক পরিচয়। কিন্তু গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আমেরিকা যখন সামরিক সরকারকে উৎসাহ দেয় তখন এ কথা বুঝতে কষ্ট হয়না যে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের মরজী অনুযায়ী দেশকে চালাতে হলে এ জাতীয় সরকারই বেশী উপযোগী বলে তারা মনে করে।

বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর ব্যাপারে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে যেন একটা সমঝোতা হয়ে আছে যে, এসব দেশে কোন অবস্থায়ই যেন গণতন্ত্র চালু থাকতে না পারে। অগণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হলেই দু-পরাশক্তির যে কোন একটার সমর্থন জুটে যায়। মুসলিম দেশগুলোকে এ দু-পরাশক্তি কিছুতেই ঐক্যবদ্ধ হতে দিতে চায়না। গণতান্ত্রিক সরকার এসব দেশে চালু হলে পরাশক্তির লেজুড়বৃত্তি না করে তারা স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করবে আশংকা করেই হয়তো এ নতুন রাজনৈতিক মতাদর্শের পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে।

বিভিন্ন মুসলিম দেশে গত কয়েক দশকে সামরিক শাসনের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে একটা জিনিস সবখানেই একই রকম (common) দেখা গেছে। সামরিক শাসন গণসমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হয়ে কোন একটা পরাশক্তির সহায়তায় টিকে থাকার চেষ্টা করে। এ জাতীয় সরকার দেশের ভেতরে শক্তির যত দাপটই দেখাক বৈদেশিক ব্যাপারে এরা খুবই দুর্বল। অপরপক্ষে গণতান্ত্রিক সরকার জনগণকে খুশি রাখার প্রয়োজনে দেশের ভেতরে শক্তির প্রদর্শনী করতে পারেনা বটে, কিন্তু গণসমর্থনের জোরে বৈদেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

এ কারণেই কোন আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পন্ন জাতি সামরিক শাসনকে দেশের জন্য কল্যাণকর মনে করতে পারে না। যে অজুহাতেই সামরিক শাসন জারী করা হোক, কোন দেশেই সামরিক শাসন দ্বারা স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। প্রতিবেশী ভারতে যতটুকু গণতন্ত্র আছে, অন্ততঃ এতটুকু গণতন্ত্র এদেশেও চলতে পারতো। ভারতের জেনারেলরা যদি ঐ দর্শনে বিশ্বাসী হতো তাহলে তাদের দশাও আমাদের মতোই হতো।

সুতরাং এ নতুন মতবাদের পক্ষে কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবেনা। একটা সুসংগঠিত জনশক্তি হওয়ার যুক্তিতেই যদি সশস্ত্র বাহিনী দেশ শাসনের অধিকারী হয় তাহলে পুলিশ বাহিনী বা বি, ডি, আরের অধিকার কেন স্বীকার করা হবেনা? সশস্ত্র বাহিনীর হাতে যে অস্ত্র রয়েছে তা দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে জনগণের অর্থেই জোগাড় করা হয়েছে। এ অস্ত্র দিয়ে জনগণকে জয় করার মনোবৃত্তিকে কোনক্রমেই সৎ-উদ্দেশ্য বলে গণ্য করা যায়না।

www.bjilibrary.com

বিগত দু-বছরের সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতার পর এ বিষয়ে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের চিন্তাধারায় কোন পরিবর্তন এসেছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, গোটা সশস্ত্র বাহিনী এ চিন্তাধারার বাহক নয়। কিন্তু যারা সরকারী ক্ষমতা দখল করে আছেন তারা যদি ঐ চিন্তাধারার ধারক হন তাহলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে সংলাপের দ্বারা কোন রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছা সম্ভব হবে বলে মনে হয়না।

বর্তমানে যে রাজনৈতিক সংকট দেশবাসীকে অস্থির করে রেখেছে তা থেকে উদ্ধার পেতে হলে সামরিক সরকারকেই বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। এ সংকটের ধরন থেকে একথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে, সামরিক আইন জারীর ফলেই বর্তমান সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য সামরিক শাসন ছাড়াতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। ইতিপূর্বে এদেশকে বহু সংকট পার হতে হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সংকট নিঃসন্দেহে সামরিক আইনেরই ফসল। তাই এ সংকট নিরসনের প্রধান দায়িত্ব সামরিক সরকারের।

সংকটের ধরন

সামরিক আইন জারী করার সময় "দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ" ঘোষণা করা হয়েছিল। দু'বছরের মধ্যে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করে জনগণের নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার ইচ্ছাও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছিল। দুর্নীতি থেকে দেশকে পাক করার মহান উদ্দেশ্য এ সরকার কতটুকু সফলতা অর্জন করেছেন সে প্রশ্ন এখানে আমরা তুলতে চাইনা। কিন্তু জনগণের নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তারই ফলে দেশ আজ এক কঠিন সংকটে পড়েছে।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক প্রথমদিকে বারবার জাতিকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি সামরিক উর্দি পরে রাজনীতি করবেন না। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো, জাতীয় নির্বাচন ইত্যাদির মতো বড় বড় বিষয়ে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তবে চালু করতে লাগলেন। সরকার অবশ্য কোন কোন বিষয়ে কমিশন নিযুক্ত করে জনমত সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এসব মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের। জাতীয় সংসদে প্রকাশ্য বিতর্কের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিগণ কোন সিদ্ধান্ত না নিলে তা সহজে জনগণের আস্থা লাভ করতে সক্ষম হয়না।

সামরিক সরকারের কোন কোন সিদ্ধান্ত জাতির জন্য কল্যাণকর হলেও

www.bjilibrary.com

উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত গণতন্ত্রের মৌলিক দাবী পূরণ করেনা। তাই এ সরকারের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দল সমূহের মধ্যে ব্যাপক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এরই ফলে রাজনৈতিক সংকট ক্রমে তীব্র আকার ধারণ করেছে।

সংকটের কেন্দ্রবিন্দু

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিজের পক্ষ থেকে "নতুন বাংলাদেশ" গড়বার নামে "১৮ দফা প্রোগ্রাম" পেশ করলেন। ১৮ দফা বাস্তবায়ন পরিষদ নামে তারই উদ্যোগে ও সরকারী প্রচেষ্টায় একটা সংগঠন গড়ে উঠল। রাজনীতি সচেতন সবাই টের পেলেন যে তিনি দীর্ঘকাল ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান। ১৮ দফার প্রায় দফাই এমন যে, এসবের বাস্তবায়নের জন্য কয়েক দশক সময় দরকার। তিনি এমন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কোন্ ভরসায় নিলেন তা রাজনৈতিক মহলের নিকট বিস্ময়কর মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

এর পরই জনদল নামে হঠাৎ একটা রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা এলো। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের নিযুক্তি দেবার কারণে সবাই এ দলটিকে সামরিক সরকারের দল বলে সহজেই চিনে নিল। যারা ক্ষমতার রাজনীতি করেন এবং কোনপ্রকারে মন্ত্রী বা পার্লামেন্টের মেম্বর হওয়াই যাদের রাজনীতি করার চরম লক্ষ্য তাদের মধ্যে এ দলে যোগদান করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। পরবর্তীকালে ১৮ দফা পরিষদও জনদলে যোগদান করল। অন্যদিকে ছাত্র-শ্রমিক ও যুব সংগঠন এমন পদ্ধতিতে গড়ে উঠল যে এসব মহলকে শক্তি প্রয়োগ করেই সামরিক সরকারের সমর্থকে পরিণত করা সম্ভব।

১৮ দফা বাস্তবায়ন পরিষদ, জনদল ও উপরোক্ত বিভিন্ন সংগঠনের তৎপরতায় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলসমূহ উপলব্ধি করল যে, সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার কায়েম করার আন্দোলন ছাড়া সামরিক একনায়কত্বের হাত থেকে মুক্তির উপায় নেই।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক তার আমেরিকা সফরের সময় ওখান থেকেই ঘোষণা দিলেন যে, সর্বাগ্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরও জোরদার হলো। তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারলে তার মরজী মতো জাতীয় সংসদ তার অনুগতদের হাতে তুলে দেবার পরিকল্পনা সবার সামনে স্পষ্ট হলো। অবশ্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে তিনি এ পথে এগুতে না পেরে একই দিনে প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচন দিতে চাইলেন। কিন্তু এ নির্বাচনে যাতে তিনি বিজয়ী হতে পারেন সে উদ্দেশ্যে উপজেলার চেয়ারম্যানের নির্বাচন আগে করতে জিদ ধরলেন।

www.bjilibrary.com

উপজেলার কাঠামোতে চেয়ারম্যানকে যেভাবে সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা ঘেরাও করার ব্যবস্থা রয়েছে তাতে ক্ষমতাসীন সরকারের মরজী পূরণ করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায়ই থাকতে পারেনা। জনগণের নির্বাচিত এ জাতীয় চেয়ারম্যানদের সহায়তায় প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনে নিরংকুশ বিজয়ের এ মহা-পরিকল্পনা দেখে গণতান্ত্রিক আন্দোলন উপজেলা নির্বাচন প্রতিরোধ করতে বাধ্য হলো। সরকার এ নির্বাচন মূলতবী ঘোষণা করায় এক বিরাট সংকটও মূলতবী হলো।

উপজেলা নির্বাচন মূলতবী করার ফলে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমিত হলো। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সক্রিয় রাজনৈতিক দল সমূহকে সরকার সংলাপের দাওয়াতও দিলেন মার্চের শেষ সপ্তাহে। সংলাপের পরিবেশ গড়ে উঠবে বলে যখন আশার সঞ্চার হলো তখন জানা গেল যে, ৭ই মার্চ এক গেজেট নটিফিকেশনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের কতক ধারাকে সংশোধন করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচন একসাথে করতে গেলে শাসনতন্ত্রে এসব পরিবর্তন ছাড়া উপায়ও নেই ফলে সংকট আবার বেড়ে গেল। বুঝা গেল এ সরকারের হাতে দেশের শাসনতন্ত্রও নিরাপদ নয়। ইতিপূর্বে সরকার ও সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে এ বিষয়ে পূর্ণ ঐক্যমত হয়েছিল যে, নির্বাচিত জাতীয় সংসদ ছাড়া শাসনতন্ত্রে হাতে দেবার কোন অধিকার কারো নেই।

সংকট নিরসনের জটিলতা

সামরিক সরকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় মৌলিক পার্থক্যের দরুন যে সমস্যার সৃষ্টি হয়ে আছে তার সমাধান না হলে সংলাপ সফল হতে পারেনা।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক যদি সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবী মানতে রাজী না হন এবং তিনি যদি বর্তমান দায়িত্বে থাকা অবস্থায়ই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে চান তাহলে সংলাপের অনুষ্ঠান করে কোন লাভ হবে না। সংলাপকে সফল করতে হলে তাকে এ দুটো বিষয়ে মনস্থির করে নিতে হবে।

রাজনৈতিক দল সমূহ জানে যে, দুনিয়ার কোথাও কোন সামরিক শাসনকর্তা নির্বাচনে পরাজিত হয়না। সুতরাং বর্তমান সরকারের পরিচালনায় তারা নিরপেক্ষ নির্বাচনের কোন আশা করতে পারে না। এমতাবস্থায় সরকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ মনে হয়। সরকার সমস্যার এ গভীরতা উপলব্ধি করেন কিনা আমরা জানিনা। সমস্যাটি এমন যে এর কোন মাঝামাঝি মীমাংসাও নেই। এ অবস্থায় রাজনৈতিক সংলাপ কি করে সফল হতে পারে?

www.bjilibrary.com

আমাদের সুচিন্তিত অভিমত যে, সংলাপ ব্যর্থ হয়ে গেলে দেশে যে রাজনৈতিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে তা থেকে বাঁচতে হলে সরকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে মৌলিক রাজনৈতিক বিষয়ে ঐক্য সৃষ্টি হতে হবে।

সংলাপের মাধ্যমে সামরিক শাসনের অবসান ঘটানো এম্নিতেই অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। পৃথিবীতে এর নজীর দুর্লভ। তাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এ পর্যায়ে এসে সংশ্লিষ্ট সবাই অতি সুবিবেচনার পরিচয় দিতে না পারলে সাফল্যের আশা করা যায় না। তবে এ ব্যাপারে সরকারের দায়িত্বই প্রধান।

সংকট নিরসনের উপায়

উপজেলা নির্বাচন মূলতবী করে সরকার যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন তাতে জাতির মনে আশার সঞ্চার হয়েছে যে, এ সরকার দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে চাননা। খোদা না করুন, সামরিক সরকারের সাথে যদি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংঘর্ষ হয় তাহলে সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধের মহা-মুসীবত জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। সুতরাং রাজনৈতিক সংলাপকে কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেয়া চলেনা। সফল সংলাপের মাধ্যমে বর্তমান সংকট নিরসন করতে হলে সামরিক সরকারকে একটি বিষয় খুব গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে।

বহু ঘাত ও প্রতিঘাতের পর দেশের সাধারণ মানুষও এতটা রাজনীতি সচেতন হয়েছে যে, সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কোন স্থায়ী রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হবেনা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানীদের সমর্থনে সামরিক সরকারের কোন স্থায়ী গণভিত্তি রচিত হবেনা। আইয়ুব খানের মতো জাঁদরেল সামরিক একনায়ক দশ বছর দাপটের সাথে শাসন করেও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখে টিকতে পারেননি। এমন কি দশ বছরে তার সযত্নে লালিত পালিত সিস্টেমটি তার সাথেই বিদায় নেয়।

সামরিক সরকার যদি বর্তমান সংকট নিরসনে সফল হতে চান তাহলে সর্বপ্রথম ঐ রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিত্যাগ করতে হবে যে "দেশ শাসনে সশস্ত্র বাহিনীর অধিকার রয়েছে।" এ দর্শনের ফলে সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদাও যথেষ্ট ক্ষুণ্ন হয়েছে। বেসামরিক প্রশাসনের সর্ব ক্ষেত্রে অর্ধ সরকারী সংস্থা সমূহে, এমনকি পুলিশ বাহিনীতে যেভাবে সামরিক ব্যক্তিদেরকে বসান হয়েছে এতে সর্বত্রই তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। দেশ রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনে সশস্ত্র

www.bjilibrary.com

বাহিনীকে সর্বস্তরের জনগণের গভীর আস্থা অর্জন করতে হলে তাদেরকে শাসকের ভূমিকা ত্যাগ করতে হবে। সংকট উত্তরণের জন্য এটাই বুনিয়াদী পয়েন্ট। যদি সামরিক সরকার এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন তাহলে গণতন্ত্রে উত্তরণের বাস্তব পন্থা হিসাবে দুটো বিকল্পের যে কোন একটা বাছাই করে নিতে পারেন।

(১) সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির হাতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ভার অর্পণ করে সামরিক আইন তুলে নিতে পারেন। প্রধান বিচারপতি একটি অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে মূলতবী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের ব্যবস্থা করবেন।

একটি রাজনৈতিক সরকারের পরিচালনায়ই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশা করা যায়। নির্বাচন নিরপেক্ষ না হলে আবার রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হবে। এ কারণেই এ প্রস্তাবটির এত গুরুত্ব।

(২) যদি উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব না হয় তাহলে তিনি নিজেই একটি অরাজনৈতিক কেয়ার টেকার সরকার গঠন করতে পারেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মহলের কোনপ্রকার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থাকার কথা নয়। তাঁর নীতির সাথে অবশ্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মতপার্থক্য আছে। ঐ নীতি ত্যাগ করার সৎসাহস প্রদর্শন করে তিনি সবার আস্থা অর্জন করতে পারেন।

তিনি যদি ঘোষণা করেন যে, তিনি আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করবেননা তাহলে তারই নেতৃত্বে একটি কেয়ার টেকার সরকার গঠিত হতে পারে। এ প্রস্তাব যদি তিনি গ্রহণ করেন তাহলে তাকে বর্তমান মন্ত্রিসভা বাতিল করে এমন সব লোক দিয়ে একটি অরাজনৈতিক মন্ত্রিসভা গঠন করতে হবে যারা আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেননা।

এ দুটো বিকল্প প্রস্তাবের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রথম প্রস্তাবটি অধিকতর উপযোগী। এ পথেই রাজনৈতিক ময়দানে বিরাজমান উত্তেজনার অবসান হবে এবং রাজনৈতিক দল সমূহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবর্তে নির্বাচন অভিযানে সক্রিয় হয়ে পড়বে। যদি এ দুটো বিকল্প পন্থার কোনটাই গ্রহণ না করেন তাহলে দেশকে তিনি কিভাবে গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা করতে পারবেন তা বুঝবার সাধ্য আমাদের নেই।

www.bjilibrary.com

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের প্রতি আবেদন

এ প্রসংগে একটি বিষয়ের প্রতি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের মহান আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তারা জনগণের মনে আশার সঞ্চার করতে পেরেছেন। এ আন্দোলনের সফলতার উপর জাতির ভাগ্য নির্ভর করছে। এ সময় সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার, জাতির লক্ষ্যবিন্দু অর্জনের জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বলেই দেশবাসীর ধারণা। উক্ত জাতীয় টার্গেট ছাড়াও অন্যান্য ইস্যু রয়েছে যেসবের গুরুত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এতসব ইস্যুকে সংলাপের অন্তর্ভুক্ত করা হলে আসল জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি হবে কিনা তা তাঁরা নিশ্চয়ই গভীরভাবে বিবেচনা করবেন। জাতীয় ইস্যুর মীমাংসা হয়ে গেলে অন্যান্য ইস্যুর মীমাংসা নিশ্চয়ই সহজতর হবে।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি

সর্বশেষে সশস্ত্র বাহিনীর সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের নিকট একটি বিষয় বিবেচনা করার জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানাই। কোন দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর গুরুত্ব স্বীকার না করে পারেনা। বাংলাদেশ প্রায় চারদিকে একটি মাত্র দেশ দিয়ে বেষ্টিত বলে এদেশের আযাদীর হেফাজতের জন্য সুদক্ষ, সুসংগঠিত, সুসজ্জিত ও মজবুত সশস্ত্র বাহিনী অপরিহার্য।

বিগত দু'বছর সামরিক শাসনের ফলে তারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তা ধীরচিত্তে বিবেচনা করে দেখুন যে, পেশাগত দিক দিয়ে তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে। অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার না করলে এদিক দিয়ে আরও ক্ষতি হওয়ার আশংকা।

সামরিক শাসনের ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে আর একটি দিকে। জনগণ সামরিক শাসনের বিরোধী হওয়ার দরুন সশস্ত্র বাহিনীকে শাসকের ভূমিকায় দেখলে স্বাভাবিকভাবে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। তাই জনগণের প্রাণপ্রিয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তাদের আস্থা বহাল করার স্বার্থে সামরিক আইন শিগগির তুলে নেয়া অত্যন্ত জরুরী।

সশস্ত্র বাহিনীকে সাফল্যের সাথে দেশ রক্ষার মহান দায়িত্ব পালন করতে হলে তাদেরকে সর্বস্তরের জনগণের নিরংকুশ আস্থা অর্জন করতেই হবে। শাসকের ভূমিকায় থেকে ঐ আস্থা কী করে হাসিল করা সম্ভব? তাই যতটুকু

www.bjilibrary.com

ক্ষতি হয়ে গেছে তা পূরণ করতে হলে অনতিবিলম্বে সামরিক আইন তুলে নিন।

দোয়া

আসুন আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে কাতরভাবে দোয়া করি, ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে গৃহযুদ্ধের আযাব থেকে বাঁচাও। বর্তমান সরকারকে গণদাবী মেনে নেবার তৌফিক দাও। আমাদের সবাইকে বর্তমান সংকট থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে উদ্ধার পেতে সাহায্য কর। আমিন--।

(– গোলাম অযম ৫/৪/৮৪)

১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনজোট ও জামায়াতের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সংকট চূড়ান্ত রূপ লাভ করলে অধ্যাপক গোলাম আযম সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতির মারফত সরকারের প্রতি ক্ষমতা ছেড়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার পরামর্শ দিয়ে যে বক্তব্য রাখেন তা নিম্নরূপ ঃ

"বাংলাদেশে বর্তমানে এক ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। দেশের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে জেনারেল এরশাদের পদত্যাগ এবং নিরপেক্ষ কেয়ার টেকার সরকারের অধীনে নতুন করে সাধারণ নির্বাচন দাবী করছে। আন্দোলন এত জোরদার হয়ে উঠেছে যে, গত ১০ই নভেম্বরে 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচীর মোকাবিলায় জেনারেল এরশাদের সরকার সম্ভাব্য সব ধরনের আইনগত, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁর সরকারের নির্দেশে সব ধরনের শক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের কারণে আন্দোলন দমন করা সম্ভবপর হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়াও আইনজীবী, অধ্যাপক, ওলামা, ছাত্র, শিক্ষক এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীরাও এই আন্দোলনের প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। আন্দোলনের সরাসরি বিরোধিতা করতে সাহসী হয়েছে এমন কোন শ্রেণীর লোক এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মনে হচ্ছে আন্দোলন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, কোন আপোষ ফর্মূলা জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারছেনা এবং কোন বিকল্প প্রস্তাব আন্দোলনের দাবী মেটাতে পারবে না।

বি-বি-সি-র সাথে সাক্ষাৎকার

সম্প্রতি বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে জেনারেল এরশাদ এ আন্দোলনের প্রতি যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তাতে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবনে তাঁর ব্যর্থতা অবচেতনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তাঁর প্রতি সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থন

www.bjilibrary.com

রয়েছে বলে দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করে তিনি ঘোষণা করেন যে, যতদিন তিনি ক্ষমতায় আছেন ততদিন সামরিক অভ্যুত্থানের কোন সম্ভাবনা নেই। তবে তাঁর প্রতি জনসমর্থন আছে এমন দাবী তিনি করেননি। এটার অর্থ হচ্ছে তিনি নিজেকে বেসামরিক সরকার প্রধান বলে দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে এখনও সশস্ত্র বাহিনীকেই তাঁর শক্তির মূল উৎস হিসেবে বিবেচনা করেন। অথচ সুষ্ঠু সরকার পরিচালনার জন্য জনসমর্থন অপরিহার্য। এটাই হচ্ছে সার্বজনীন স্বীকৃত রাজনৈতিক ধারণা। বস্তুতঃ এটাই যে কোন ধরনের সরকারের পেছনে নৈতিক সমর্থন হিসেবে কাজ করে। তিনি যদি আদতেই নিজের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আস্থাবান হতেন তাহলে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করে ৫ জনের অধিক লোক সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরও রাজধানী অভিমুখী সব রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিয়ে জনসমাবেশ ঠেকানোর দরকার ছিলনা। বিপুল সংখ্যক লোক ১৪৪ ধারা ভংগ করেছে, গ্রেফতার হয়েছে, পুলিশের মোকাবিলা করেছে, গুলীবিদ্ধ হয়েছে এবং সাহসের সাথে তাঁর পদত্যাগের বলিষ্ঠ দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

জেনারেল এরশাদের রাজনৈতিক দল ১৬ই নভেম্বর পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রদর্শনের জন্য ঢাকায় লোক জড়ো করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো সরকার সমর্থকদের ক্ষুদ্র সমাবেশ এবং বিরোধী দলের দুটি বিশাল সমাবেশের মধ্যে তুলনা করার সুযোগ লাভ করে।

বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে জেনারেল এরশাদ মন্তব্য করেন যে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে তাঁর পদত্যাগ দাবী সংগত নয়। তারা নিছক ঈর্ষা ও বিদ্বেষবশতঃ তার বিরোধিতা করছে। তিনি দাবী করেন যে, তিনি এবং তার দল যথার্থভাবে নির্বাচিত। নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে কিংবা নির্বাচনকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করা হয়েছে বলে বিরোধীরা প্রমাণ করতে পারবেনা।

পদত্যাগ দাবীর পাঁচটি কারণ

মনে হচ্ছে জনগণ কেন তাঁর পদত্যাগ দাবী করেছে এটা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে তিনি অক্ষম। বিরোধী দলের আন্দোলন সম্পর্কে আমার ক্ষুদ্র চিন্তা ও বিশ্লেষণ থেকে তাঁর পদত্যাগের জোর দাবী উঠার পেছনে যেসব মূল কারণ আমার কাছে ধরা পড়েছে তা হচ্ছে ঃ

প্রথমতঃ যে পন্থায় তিনি ক্ষমতায় এসেছেন তা অতি নিন্দনীয় বলে বিবেচিত। ক্ষমতার অশুভ কামনা ছাড়া ১৯৮২ সালের মার্চে সামরিক আইন জারী করার কোন যৌক্তিকতা ছিলনা। ক্ষমতা দখলের এ পন্থাকে মেনে নেয়া বাংলাদেশের সচেতন জনগণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাঁকে যদি ক্ষমতায়

www.bjilibrary.com

থাকতে দেয়া হয় তাহলে এ অবাঞ্ছিত পথ উচ্চাভিলাষী জেনারেলদেরকে তার পদাঙ্ক অনুসরণে প্রলুব্ধ করবে। তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার হেফাজত ও নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। এ পদত্যাগ ভবিষ্যতে সামরিক অভ্যুত্থানকে কার্যকরভাবে নিরুৎসাহিত করবে।

দ্বিতীয়তঃ জেনারেল এরশাদ কোন রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মসূচী ছাড়া সুযোগ সন্ধানী, স্বার্থপর ও মোসাহেবদের নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করে রাজনীতিকে কলুষিত করেছেন। তিনিই হচ্ছেন এদলের একমাত্র সংগঠক, পৃষ্ঠপোষক এবং নেতা। গণতন্ত্রের কোন সংজ্ঞায়ই এ ধরনের সংগঠনকে রাজনৈতিক দল বলা যায় না।

তৃতীয়তঃ তিনি নির্বাচন পদ্ধতিকে বিকৃত করে গণতন্ত্রের যাবতীয় নীতিমালাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ১৯৮৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনকে খোলাখুলিভাবে প্রভাবিত করা হয়েছে এবং অধিকাংশ ভোটদাতাকেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেয়া হয়নি। অবশ্য জনগণ সংসদ নির্বাচন বর্জন করেনি। কিন্তু তারা দেশব্যাপী হরতাল পালন করে ১৯৮৬ সালের ১৫ই অক্টোবরে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছে। জেনারেল এরশাদ নিজেও নিশ্চিতভাবে জানেন যে, জনগণ তাকে ভোট দেয়নি। যে কোন নিরপেক্ষ সংস্থা দেশের যে কোন এলাকায় সমাবেশ ডেকে জনগণকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারে যে তারা আদতেই ভোট কেন্দ্রে গিয়েছিল কি না। সব রাজনৈতিক দল এ নির্বাচন বর্জন করেছে এবং তারা জেনারেল এরশাদকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে গণ করে না। এ অবস্থায় যদি তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকেন তাহলে জনগণ নির্বাচনের উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলবে এবং এ ধরনের হতাশা জনগণকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সন্ত্রাসী শক্তির উপর নির্ভরশীল করে তুলবে।

চতুর্থতঃ এ ধরনের জনসমর্থনহীন সরকার গোপন ষড়যন্ত্র ছাড়া টিকে থাকতে পারেনা। এ ধরনের সরকারের আমলে সব ধরনের দুর্নীতির পথ সুগম হয়। বাংলাদেশের নাগরিক মাত্রই এ কথার সাক্ষী যে, জেনারেল এরশাদের ছয় বছরের শাসনামলে দুর্নীতি এত অবাধ ও গভীরে পৌঁছে গেছে যে, জনগণের সত্যিকার নির্বাচিত একটি সরকার তার স্থলাভিষিক্ত না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না।

পঞ্চমতঃ তিনি বহুসংখ্যক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। অথচ আদালতে তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা সম্ভব হয়নি। স্পষ্টতঃ বেকসুর লোকদের আটক করা হয়েছে। তাদের গ্রেফতার করার জন্য সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা আইন নামক

www.bjilibrary.com

কালাকানুনের আশ্রয় নিতে হয়েছে। বিনা বিচারে আটক করা মৌলিক মানবাধিকারের চরম পরিপন্থী। অথচ সরকারের পবিত্র দায়িত্বের একটি হচ্ছে মানবাধিকার সংরক্ষণ। সরকার নিজেই যদি মানবাধিকার লংঘন করেন তাহলে কারো নিরাপত্তাবোধ থাকতে পারে না। কোন জনপ্রিয় সরকারের কি নৈতিক সমর্থন ছাড়া কেবলমাত্র পাশবিক শক্তির উপর নির্ভর করে ক্ষমতায় টিকে থাকা উচিত?

ক্ষমতা ছেড়ে নির্বাচনে আসুন

তাঁর পদত্যাগের পক্ষে উপরোল্লিখিত যুক্তিসমূহ এটাই প্রমাণ করছে যে, তাঁর যাবতীয় ব্যক্তিগত গুণাবলী ও যোগ্যতা সত্ত্বেও জনগণ তাঁকে আর ক্ষমতায় দেখতে নীতিগতভাবে প্রস্তুত নয়। তিনি যদি নিজকে একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক এবং দক্ষ শাসক বলে বিবেচনা করেন তাহলে তাঁর উচিত হবে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়িয়ে একটি নিরপেক্ষ কেয়ার টেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়া। এতে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পূর্ণ সুযোগ পাবেন। যদি জনগণ তাঁর ছয় বছরের সেবায় সন্তুষ্ট হয় তাহলে তারা নিশ্চিতভাবে তাঁকে ক্ষমতায় বসাবে।

আমি জেনারেল এরশাদকে আহ্বান জানাই, তিনি যেন একটি কেয়ার টেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে সাংবিধানিক পদ্ধতি রাজনৈতিক দলগুলো পেশ করেছে, তা মেনে নিয়ে রাজনৈতিক সংঘাতের হাত থেকে দেশকে বাঁচান। এটাই জনগণকে শান্ত করা এবং বর্তমান রাজনৈতিক সংকট উত্তরণের একমাত্র শান্তিপূর্ণ পথ।

(অধ্যাপক গোলাম আযম)
২০/১১/৮৭

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক গোলাম আযমের ঐতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলন

৩০শে মে, '৮৮ অধ্যাপক গোলাম আযমের নিজ বাসভবন ১১৯, কাজী অফিস লেনে তাঁর টিনের চৌচালা ঘরে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এক ঘন্টা ৫ মিনিটের এ দীর্ঘ সাংবাদিক সম্মেলনে দেশী-বিদেশী সকল সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন। গভীর আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান ৬৬ বছর বয়স্ক নেতা সহাস্যে সাংবাদিকদের সকল প্রশ্নের জবাব দেন। তাঁর সম্পর্কে একতরফা মিথ্যা প্রচারণার প্রেক্ষিতে যেসব বিভ্রান্তিকর বক্তব্য ময়দানে ছড়ানো হয়েছিল অধ্যাপক আযম ঐসব ব্যাপারে জাতীয় বিভ্রান্তির অপনোদন করেন। পাঁচ ঘন্টার নোটিশে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে ৮০ জনের বেশী সাংবাদিক ও আলোকচিত্র সাংবাদিক হাজির হয়েছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনের বর্ণনা ও তাঁর বক্তব্য পরদিন সকল কাগজে যথাযথ গুরুত্বের সাথে স্থান পায়। সাংবাদিক সম্মেলনের ভাষণ ও প্রশ্নোত্তর নিম্নে দেয়া হলো ঃ

দেশবাসীর খেদমতে আমার জন্মগত নাগরিক অধিকার প্রসংগ

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, আপনাদের মাধ্যমে প্রিয় দেশবাসীর কাছে আমার বক্তব্য তুলে ধরার জন্যই আমি আজ আপনাদের এ কষ্ট দিয়েছি। সময় নষ্ট না করে শুরু করছি।

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আমি জন্মসূত্রে আপনাদের মতো এদেশের একজন নাগরিক। অথচ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আমাকে পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে চিত্রিত করে একতরফা মিথ্যাচার চালানো হচ্ছে। আমার ধারণা ছিল, যেহেতু অবৈধভাবে সরকার আমাকেসহ বেশ কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করলেও পরবর্তী সময়ে যারাই নাগরিকত্ব

www.bjilibrary.com

পূনর্বহালের জন্য আবেদন করেছেন তাদের নাগরিকত্ব বহাল করা হয়েছে, সেহেতু আমার ব্যাপারেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত হবে। কিন্তু আমার নাগরিকত্বের ব্যাপারটি রহস্যজনকভাবে অদ্যাবধি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং এ সম্পর্কে আমি আমার প্রিয় দেশবাসীর খেদমতে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে চাই।

১৯৭১ সালের ২২শে নভেম্বর তদানীন্তন জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে আমি লাহোর যাই। বৈঠক শেষে ৩রা ডিসেম্বর করাচী থেকে ঢাকার পথে রওনা হই। ঐদিনই ভারতীয় বিমান বাহিনী ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরে বোমা ফেলায় আমার বিমানটি দেশের কাছে এসেও ফিরে যেতে বাধ্য হয় এবং সৌদী আরব যেয়ে আশ্রয় নেয়। তাই তখন আমার ঢাকা ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। এভাবে বাধ্য হয়ে বিদেশে আটকা পড়ে যাই।

নাগরিকত্ব সংকট

বিদেশে বাধ্য হয়ে থাকা অবস্থায় দেশে ফিরে আসার সুযোগের অপেক্ষায় থাকাকালেই পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারীতে বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে আমাকেও বাংলাদেশে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করেছেন। তখন হজ্জ উপলক্ষে মক্কা শরীফে ছিলাম। নাগরিকত্ব সমস্যার সমাধান ছাড়া দেশে ফিরে আসার উপায় না দেখে দেশের সাথে যোগাযোগের সুবিধার জন্য হজ্জের পরই লন্ডন চলে গেলাম।

আমার পরিবার, বৃদ্ধ, পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আমাকে বাধ্য হয়ে অনিশ্চিত নির্বাসন জীবন বরণ করতে হল। দেশে ফিরে আসার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। দেশে ফিরে আসবার আকাংখ্যা এত তীব্র ছিল যে, অনেকের পরামর্শ সত্ত্বেও লন্ডনে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার জন্য মনকে কিছুতেই রাযী করতে পারলাম না।

নাগরিকত্ব বহালের চেষ্টা

১৯৭৬ সালের জানুয়ারীতে বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেন যে, পূর্ববর্তী সরকার যাদেরকে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন তারা সরাসরি স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের বরাবরে দরখাস্ত করতে পারেন। আমি এ সুযোগে ১৯৭৬ এর মে মাসে লন্ডন থেকে যথারীতি দরখাস্ত পাঠাই। ১৯৭৭ সালের জানুয়ারীতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের নিকট আবেদন জানাই। ১৯৭৮ সালে দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের নিকট আবার দরখাস্ত

www.bjilibrary.com

করি। অবশেষে আমার বৃদ্ধা ও অসুস্থ আম্মার আবেদনে সরকার আমাকে দেশে আসার অনুমতি দেন।

১৯৭৮ এর জুলাই মাসে দেশে আসার পর আবার নাগরিকত্ব বহালের জন্য যথারীতি দরখাস্ত করি। নভেম্বর মাসে সরকার ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে আমাকে দেশথেকেচলে যাবার নির্দেশ দেন। আমি লিখিতভাবে প্রেসিডেন্টকে জানাই যে, আমার পক্ষে দেশ থেকে চলে যাওয়া সম্ভব নয়।

এরপর সরকার আমাকে আর কিছুই জানাননি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে আমি জানতাম যে, ১৯৭৯ সালের মে মাসেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমার নাগরিকত্ব বহাল করার পক্ষে সুপারিশ করে প্রেসিডেন্টের বরাবরে দস্তখতের জন্য পাঠিয়েছেন। ১৯৮০ সালে জাতীয় সংসদের জনৈক সদস্যের প্রশ্নের জওয়াবে স্বরাষ্ট্রম ন্ত্রী বলেছিলেন যে, সরকার আমার নাগরিকত্ব বহালের প্রশ্নটি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছেন এবং তা বহাল হওয়ার অপেক্ষায় আমি দেশে থাকতে পারি।

* নাগরিকত্বের আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিধান

আন্তর্জাতিক আইনের সকল বিধি-বিধান এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী আমি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। যেহেতু বাংলাদেশের বর্তমান ভূখন্ডেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি সেহেতু ১৯৭২ সালের আদেশ বলে গৃহীত বাংলাদেশ নাগরিকত্ব এ্যাক্ট ১৯৫১ যা ১৯৭২ সালের ২২শে মে থেকে কার্যকর তদনুযায়ী আমি বাংলাদেশের নাগরিক। অধিকন্তু বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আদেশ ১৯৭২ (অস্থায়ী বিধান)-এর ধারা ২ (১) অনুযায়ী আমি বাংলাদেশের নাগরিক যেহেতু আমার পিতা, পিতামহ সকলেরই জন্ম বর্তমান বাংলাদেশ বলে পরিচিত ভূখন্ডে এবং ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ আমি এই ভূখন্ডের একজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলাম এবং বাধ্য হয়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাত্র কয়েক বছর বাইরে কাটানোর সময়টুকু বাদে আজ পর্যন্ত আমি স্থায়ীভাবে আমার জন্মভূমিতেই বসবাস করে আসছি।

১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লন্ডনে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু তাতে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের ২ (১) ধারা (অস্থায়ী বিধান) মতে আমার নাগরিকত্বের ব্যাপারে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও আমার লন্ডনে অবস্থানকালে ১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার এক আদেশ বলে আমার নাগরিকত্ব বাতিল করে দেয় যা আইন অনুযায়ী করা হয়নি সুতরাং বেআইনী। সুতরাং এটা ছিল দেশের সর্বোচ্চ আইন ও আইনের উৎস সংবিধানের ৬ নং ধারার সম্পূর্ণ লংঘন, যাতে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশের

www.bjilibrary.com

নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।" তদানীন্তন সরকার কর্তৃক আমাকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের (Universal Declaration of Human Rights by the UNO in 1948) সুস্পষ্ট খেলাফ। কেননা বাংলাদেশও এই সনদের অন্যতম স্বাক্ষরকারী। মানবাধিকার সনদের ১৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "কোন ব্যক্তিকে খামখেয়ালিভাবে তার নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবেনা।"

উল্লেখ্য যে, জন্মসূত্রে নাগরিক সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিধান এতই সুস্পষ্ট যে, কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় তার জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্য কোন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে তার নিজ দেশের নাগরিক বলেই গণ্য হবে। এমন কি সে যদি অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার পর আবার নিজ দেশে ফিরে এসে তার জন্মভূমিতেই থাকতে চায় এবং অন্য দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করার কথা ঘোষণা করে তাহলে আপনা আপনিই তার নাগরিকত্ব বহাল হয়ে যাবে।

*[এ অংশটি সাংবাদিক সম্মেলনের পর সংযুক্ত হয়]

বিষয়টি ঝুলে আছে কেন?

১৯৭৮ সালের ১১ই জুলাই দেশে আসর পর প্রায় দশ বছর আমি দেশে আছি। আট বছর পর্যন্ত চুপ থাকার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে লিখিতভাবে আমার কাছ থেকে জানতে চাইলেন যে, আমি এতদিন কীভাবে দেশে আছি। জওয়াবে আমি জানিয়ে দিলাম যে, জন্মগত অধিকারের দাবীতেই আমি নিজ দেশের নিজ বাড়ীতে বাস করছি। এরপর আজ পর্যন্ত সরকার আর কিছুই বলছেন না।

১৯৭৩ সালে যে ৮৪ জনকে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে যারাই নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার ইচ্ছায় দেশে এসেছেন তাদের সবারই নাগরিকত্ব বহাল হয়েছে। শুধু আমার বেলায় এ বিষয়টি কেন অমীমাংসিত রাখা হয় তার কোন কারণ সরকার আজ পর্যন্ত আমাকে জানাননি। সরকার আমার জন্মগত নাগরিক অধিকার বহাল না করে দীর্ঘসূত্রিতার আশ্রয় নিয়ে আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবার সুযোগ করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং সরকারের একটি মহল অন্যায়ভাবে উস্কানিমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। একটি সরকারী সাপ্তাহিকসহ কতক পত্রিকা আমার বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কিয়ে দেবার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার বাড়ীতে সশস্ত্র হামলা পর্যন্ত চালানো হয়েছে।

www.bjilibrary.com

ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারণা

আমার বিরুদ্ধে যেসব অলীক কল্প-কাহিনী পত্র-পত্রিকায় লিখে আমার সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে তা খুবই ন্যাক্কারজনক। আমি শৈশবকাল থেকেই এদেশের মাটি, আলো, বাতাস ও জনগণের সংগে একাকার হয়ে আছি। ছাত্র জীবন, কর্ম জীবন ও রাজনৈতিক জীবনে যাদের সাথে আমার মেলামেশার সুযোগ হয়েছে তারা আমাকে ঘনিষ্ঠভাবেই জানেন। আমার আদর্শিক দৃষ্টিভংগি, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছাত্র জীবন থেকে একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। যারা ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী অর্থাৎ ইসলাম ছাড়া অন্যকোন তন্ত্রমন্ত্রে মুক্তির সন্ধান করেন তাদের সাথে আমার মত ও পথের বিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। যারা আমার বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় মিথ্যার ঝড় তুলেছেন তারাও জানেন যে, ভিনদেশী মতাদর্শে বিশ্বাসী গুটিকতক লোক বিভ্রান্ত হলেও এদেশের বৃহত্তর জনতা একথা ভালো করেই উপলব্ধি করেন যে, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের গতিরোধ করাই এ প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য।

১৯৭১ এর ডিসেম্বরে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম হবার পর বিদেশে আমার বাংলাদেশ বিরোধী ভূমিকার নতুন নতুন যেসব হাস্যকর অভিযোগ তোলা হচ্ছে তার সত্যতা প্রমাণ করার দায়িত্ব তাদেরই। বাংলাদেশ কায়েম হবার পর আমি এ সিদ্ধান্তই নিয়েছি যে, আমার নিজ জন্মভূমিতেই আল্লাহর দ্বীন কায়েমের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবো। আর এ কারণেই প্রথম সুযোগেই দেশে ফিরে এসেছি এবং কারো নির্দেশে দেশ থেকে চলে যেতে রাযী হইনি।

সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত পরিচয়

এদেশের দশ কোটি মানুষের ন্যায় আমিও জন্মসূত্রে বাংলাদেশী। ১৯২২ সালের ২২শে নভেম্বর ঢাকা মহানগরীর লক্ষ্মীবাজারস্থ মিয়া সাহেব ময়দান বা শাহ সাহেব বাড়ীতে আমার জন্ম। এটা আমার নানার বাড়ী। পিতা-মাতার পয়লা সন্তান হিসেবে মায়ের পিত্রালয়ে জন্মলাভ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমার বাপ-দাদার বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বীরগাঁও গ্রামে। ইউনিয়নের নামও বীরগাঁও। অন্ততঃ ৭ পুরুষ থেকে আমাদের বংশের এটাই আদি বাসস্থান। ১৯৪৮ সালে আমার আব্বা ঢাকার মগবাজার রমনা থানার কাছে একটু জায়গা কেনার পর থেকে আমরা ঢাকারই স্থায়ী বাসিন্দা।

www.bjilibrary.com

নিজের গ্রামে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে একটু দূরে বড়াইল গ্রামে ৬ষ্ঠ শ্রেণী এবং কুমিল্লা শহরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর নবম শ্রেণী থেকে এম এ পর্যন্ত আমার গোটা ছাত্র জীবন ঢাকা শহরেই কেটেছে। এম,এ পাশ করার পর ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনার সময়টুকু বাদ দিলে আমার কর্মজীবনও ঢাকায়ই কেটেছে।

১৯৪৮ সালে রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন থেকে আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু। ১৯৫০ থেকে ৫ বছর তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে অগনিত মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছি। ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর ইসলামী আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশের উল্লেখযোগ্য সকল ইসলামী ও রাজনৈতিক ব্যক্তির সাথে অন্তরংগভাবে মেলামেশার সৌভাগ্য হয়েছে।

১৯৭১ সাল পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে বিভিন্ন জোটের সাথে আমি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছি। তবে ৭১ সালে আমার রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে সে বিষয়ে আমার বক্তব্য দেশবাসীর নিকট পেশ করা কর্তব্য মনে করেই "পলাশী থেকে বাংলাদেশ" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছি। আমি এবং আমার সহকর্মীরা ১৯৭১ সালে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং আধিপত্যবাদের আশংকায় রাজনৈতিক ভূমিকা নির্ধারণ করেছিলাম। এখনও আমি মনে করি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি হুমকি কেবল মাত্র ঐ দেশ থেকেই আসতে পারে। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণেই বাংলাদেশ আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দান করেন তাদের সাথে একমত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করার কথাও আমি কল্পনা করতে পারিনি। ভারতের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম। যে ভারত মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাস ভূমির অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, সে ভারত শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বাংলাদেশের কল্যাণকামী হতে পারে এমনটি ভাবতে পারিনি। তদানীন্তন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিসেবে আলাদা হওয়ার কথাও চিন্তা করা সমিচীন মনে করিনি। আমার বিশ্বাস ছিল ইসলামের ইনসাফ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হলে জনগণের অধিকার ও মর্যাদা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটবে। আজও আমি বিশ্বাস করি যতদিন আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম না হবে ততদিন পর্যন্ত মানুষের সত্যিকার স্বাধীনতা, অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং শোষণ, যুলুম ও নিপীড়নের অবসান ঘটতে পারেনা।

www.bjilibrary.com

দশ বছর আমি যা করেছি

১৯৭৮ এ দেশে আসার পর প্রতিটি তৎপরতা বা কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশকে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য আমি আমার নগন্য মেধা ও শ্রম নিয়োজিত করেছি। আমার লেখনী, বক্তব্য, আলোচনা, জুময়ার খুতবা ইত্যাদির মাধ্যমে এ প্রচেষ্টাই অব্যাহত রেখেছি যে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের জন্য সম্মিলিত সংগ্রাম চালাতে হবে। দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের নাজাতের জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর পদাংক অনুসরণ করেই চলতে হবে। জাতীয় আদর্শ ইসলামের ভিত্তিতেই সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে কায়েম করা ছাড়া মানবতার মুক্তি আসতে পারেনা। ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, ওলামা, ছাত্র, শ্রমিক, সরকারী কর্মচারী, পেশাজীবী, সুধী, বুদ্ধিজীবী যাদের সামনেই আমার কোন বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়েছে সকলকেই আমি আল্লাহর দ্বীনের পথে সংগ্রামে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়েছি।

জনগণকে যুলুম ও শোষণ থেকে বাঁচাতে হলে ঈমানদার, সৎ ও চরিত্রবান লোকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমে এগিয়ে আসতে হবে। চরিত্রহীন, স্বার্থপর, সুবিধাবাদী, স্বেচ্ছাচারী ও প্রতারকদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকলে জনগণের দুরবস্হা আরো বেড়েই যাবে। চরিত্রবান, নিঃস্বার্থ, গণতন্ত্রমনা ও জনসেবার জযবা যাদের আছে তারা রাজনৈতিক ময়দানকে অপছন্দ করে দূরে সরে আছেন বলেই দেশের এ দুর্দশা। এ অবস্হা থেকে উদ্ধার পেতে হলে তাদেরকে সুসংগঠিত হয়ে জনগণের কাংখিত নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

যারা আমার উল্লিখিত ভূমিকা ও বক্তব্য অপছন্দ করেন তারা আমাকে পছন্দ না করাই স্বাভাবিক বরং আমার এ তৎপরতাকে তারা 'অপরাধ' বলেই গণ্য করবেন। কেউ পছন্দ করুন বা না করুন একজন মুসলমান হিসেবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ কার্যক্রম আমাকে চালিয়েই যেতে হবে এবং আপনাদের কাছেও এ দোয়াই কামনা করি যে, আল্লাহ পাক আমাকে এ তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার তাওফিক যেন দান করেন।

যারা আমাকে মহব্বত করেন

যারা আমাকে দ্বীনের কারণেই মহব্বত করেন তাদের খেদমতে আরয করছি যে, "আপনারা দোয়া করুন, মোটেই পেরেশান হবেন না। আমি তো আল্লাহর এক নগন্য গোলাম মাত্র। আল্লাহর রাসূলগণও অত্যাচার ও হত্যার শিকার হয়েছেন। যদি আল্লাহ পাক আমাকে শাহাদাত নসীব করেন তাহলে এরচেয়ে

www.bjilibrary.com

বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে? আপনাদের নিকট এ দোয়াই চাই যে আল্লাহ পাক যেন আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত ইকামাতে দ্বীনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার তাওফীক দান করেন।"

কুরআন পাক এ কথার সাক্ষী যে ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন যখনি হয়েছে তখন সকল কায়েমী স্বার্থ এর গতিরোধ করার অপচেষ্টা করেছে। যে দেশে আল্লাহর আইন চালু নেই সে দেশের সরকার প্রত্যেক নবীর যুগেই চরম বিরোধী ভূমিকা পালন করেছে। আজও এর ব্যতিক্রম হবার কারণ নেই। যারা শুধু দ্বীনের খেদমতে আছেন তাদেরকে বাতিল শক্তি বরদাশত করতে পারে। কিন্তু দ্বীনে হক কায়েমের আন্দোলনকে বাতিল শক্তি কী করে সহ্য করবে? তাই আমার বিরুদ্ধে যা কিছু হচ্ছে তাতে আমার অন্তরে তৃপ্তি বোধ করছি যে আমি আল্লাহর পথেই এগিয়ে চলছি। এরজন্য মহান মনিবের দরবারেই শুকরিয়া জানাই।

আমি ঐসব অগনিত রাজনৈতিক নেতা, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, ওলামা ও সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে দোয়া করছি যারা গত ১০ বছরে আমার জন্মগত নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেবার দাবীতে বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন এবং আমার প্রতি সুভেচ্ছা ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

কারো বিরুদ্ধে আমার বিদ্বেষ নেই

আমি যে মহান ব্যক্তিদের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে চাই তাঁরা নবী ও রাসূল। তাই তাঁদের নীতি অনুযায়ীই আমি কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি না। আদর্শের খাতিরে যাদের পথকে ভ্রান্ত মনে করি তাদের সমালোচনা অবশ্যই করি। কিন্তু আমার সমালোচনার ভাষাই একথা প্রমাণ করে যে তাদের পথকে আমি ভ্রান্ত মনে করলেও অশালীন ভাষায় তাদের উল্লেখ করিনা। আল্লাহ পাক এ বিষয়ে আমাকে যেন ভুল করা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

সংক্ষেপে আমি আমার কথা পেশ করলাম। আসল ফয়সালার মালিক আল্লাহ তায়ালা। দুনিয়ার বিচারে আমার প্রতি কী আচরণ হওয়া উচিত সে বিষয়ে জনগণের আদালতেই আমি নিজকে পেশ করলাম। আল্লাহ যে দেশে আমাকে পয়দা করেছেন আমি মৃত্যু পর্যন্ত সে দেশেরই খেদমত করতে চাই। প্রায় ৭ বছর বাধ্য হয়ে বিদেশে পড়ে থাকাকালে আল্লাহ পাকের নিকট এ দোয়াই করেছি যে তিনি যেন আমাকে দেশে এসে ইসলাম, দেশ ও জনগণের খেদমত করার সুযোগ দান করেন। আমার সে দোয়া কবুল করে দয়াময় রব আমাকে দেশে আসার তাওফীক দান করেছেন। যতদিন তিনি হায়াত রেখেছেন

www.bjilibrary.com

ততদিন যেন দ্বীন, দেশ ও জাতির কল্যাণে আমার দেহ, মন ও মগজের সামান্য যোগ্যতাটুকু কাজে লাগাতে পারি এ বাসনাই অন্তরে পোষণ করছি। আপনাদের নিকটও এ দোয়াই চাই। বাকী আল্লাহ পাকের মরযী।

যারা আমার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন তাদের জন্যও দোয়া করি। আমার সাথে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের লড়াই নেই। তারা যদি ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসাবে বুঝতে পারেন তাহলে তাদের বর্তমান মতাদর্শ পরিত্যাগ করে আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। এমন উদাহরণ ক্রমেই বাড়ছে। অনেকেই না বুঝে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও এক সময়ে ইসলামের দাওয়াত ও সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত করেছেন এবং আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারাই বিবেচনা করুন ঃ

১। আমি জন্মসূত্রে এ দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও আমাকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করা কি বে-আইনী নয়?

২। আমি যদি বে-আইনী কোন কাজ করে থাকি তাহলে আইন মতো আমার বিচার করা হলোনা কেন?

৩। যদি বিদেশে থাকার কারণে আমার বিচার করা সম্ভব না হয়ে থাকে তাহলে গত ১০ বছর দেশে থাকা সত্ত্বেও কেন বিচার করা হয়নি?

৪। আমার মতো একই অজুহাতে যাদের নাগরিকত্ব অবৈধভাবে হরণ করা হয়েছিল তাদের সবারই নাগরিকত্ব বহাল হওয়া সত্ত্বেও আমার বেলায় হচ্ছে না কেন?

৫। দেশের অগনিত রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ওলামা ও সর্বশ্রেণীর মানুষ আমার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেবার দাবীতে পত্রিকায় বিবৃতি দেয়া সত্ত্বেও সরকার এ বিষয়ে নীরব কেন?

নাগরিকত্ব ও মাতৃভাষা আল্লারই দান। কে কোন্ দেশে পয়দা হবে এবং কোন্ মায়ের গর্ভে জন্মলাভ করবে সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সিদ্ধান্ত নেন। আমি চেষ্টা করে বাংলাদেশে পয়দা হইনি। আমার আল্লাহই এ দেশকে আমার জন্মভূমি হিসেবে বাছাই করেছেন। তাই যারা আমার নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়েছেন তারা আমার ওপর কতবড় যুলুম করেছেন তা আপনারাই বিবেচনা করুন। আর যারা আমার ঐ জন্মগত অধিকার ফিরিয়ে

www.bjilibrary.com

দিচ্ছেন না তারা কত বড় জঘন্য অন্যায় করছেন তা-ও আপনারা চিন্তা করে দেখুন।

কোন নাগরিক দেশের আইনের বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে ঐ আইন অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে। এমনকি তাকে মৃত্যুদন্ডও দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করা চরম মানবতা বিরোধী কাজ। দুনিয়ার কোন দেশে এমন উদ্ভট ব্যাপার ঘটেছে কিনা আমার জানা নেই।

দেশবাসী সবার প্রতি আবেদন

সর্বশেষে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, উপজাতি, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে আমার জন্মভূমির সকলের প্রতি আমার আহবান, আমরা কেউ যেন অন্ধতার বশবর্তী হয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করি। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাংগ ব্যবস্থা। এটা কারো একচেটিয়া সম্পদ নয়। ইসলাম থেকে প্রতিটি মানব সন্তানই কল্যাণ লাভের অধিকারী। আল্লাহর সৃষ্ট সূর্যের আলো যেমন সবার জন্য, আল্লাহর দ্বীন ইসলামও সকলের জন্যই। যারা দরজা জানালা খুলে রেখে সূর্যের আলো ঘরে ঢুকার সুযোগ দেয় তারাই আলো পায়। তেমনি মনের কপাট খুলে যদি কেউ আল্লাহর দেয়া বিধানকে জানতে ও বুঝতে চায় তাহলে ইসলামের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে মানুষের মনের উপর জোর খাটেনা। এটা প্রতিটি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ প্রত্যেককে তাঁর বিধান থেকে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি লাভের তাওফীক দান করুন। আমীন।

৫–৩০ মিঃ থেকে ৬–৪০ মিঃ পর্যন্ত এক ঘন্টা ১০ মিনিট স্থায়ী সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যাপক আযম সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন। নিম্নে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু প্রশ্নোত্তর দেয়া হলো ঃ

প্রশ্নঃ আপনার বিরুদ্ধে তিনটি প্রধান অভিযোগের প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক বহিষ্কারের দাবী উঠেছে। প্রথমতঃ বলা হচ্ছে ৩০ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছে, তারজন্য আপনি দায়ী। দ্বিতীয়তঃ আপনি এখনো বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সাথে পুনঃ একত্রীকরণের চেষ্টা করছেন এবং তৃতীয়তঃ আপনি একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করছেন। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তরঃ আমি কখনো এই দেশের শাসক, মন্ত্রী বা গভর্ণর ছিলাম না। আমি কবে কিভাবে লোক মারলাম? আমি চ্যালেঞ্জ করছি এই অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য। গত দশ বছর ধরে আমি দেশে আছি। আজ পর্যন্ত কেউ আমার বিরুদ্ধে

www.bjilibrary.com

এসব অভিযোগ তুলে মামলা করেছে বলে আমার জানা নেই। আমি কাউকে হত্যা করেছি, হত্যার প্রেরণা দিয়েছি এসব আমার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক আক্রমণ ছাড়া কিছু নয়। আমি যে আদর্শ প্রচার করি সে আদর্শের বিরুদ্ধে তাদের বলার কিছু নেই। আমার বিরুদ্ধেও এসব ছাড়া বলার কিছু পায় না। এসবের জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করি না এজন্য যে, মানুষ শুনে হাসবে যে, একটা ব্যক্তি যার কোন ক্ষমতা ছিল না, তিনি দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছিলেন। এরপর তার কোন বিচারও হলো না, কেউ তাকে ধরলো না, আদালতে তার বিরুদ্ধে কেউ নালিশ পর্যন্ত করলো না। আমার কাছে এই অপপ্রচারের কোন মূল্যই নেই।

দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের সাথে এদেশকে যুক্ত করার প্রসংগ। ১৯৭৯/৮০ সালেও আমি সংবাদপত্রে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বলেছি যে, যদি বর্তমান পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশ ভৌগলিকভাবে যুক্ত হতো তবু হয়তো কেউ এই চিন্তা করতে পারতো। কিন্তু দেড় হাজার মাইল দূরে যে দেশ সে দেশের সাথে পুনরায় যুক্ত করার চিন্তা কোন পাগলেও করতে পারে না। যখনই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তখন থেকেই মেনে নিয়েছি। এখন এদেশকে গড়ে তোলার জন্য আমাকে সাধ্যমত কাজ করতে হবে। এর অতিরিক্ত কোন চিন্তা মগজে আসা স্বাভাবিক হতে পারে না।

তৃতীয়তঃ আমি যে ষড়যন্ত্র করছি তা ধরা পড়ছে না কেন? মাঝে মাঝে দেশের রাজনৈতিক সংকটে কিছু কথা বলেছি এবং তা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমার বই-পুস্তক বাজারে রয়েছে। এর কোন একটা বেআইনী ঘোষণা করা হয়নি। আমি রমযানে সুধী সমাবেশ, ইফতার পার্টিতে বক্তব্য দিয়েছি। আজ পর্যন্ত কেউ এই ষড়যন্ত্র ধরতে পারলো না। এই প্রচারের যে কি ভিত্তি তা আমার মাথায় আসে না। সুতরাং আমি মনে করি যে, আমার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কিছু বলার নেই বলেই এ ধরনের অদ্ভূত হাস্যকর কথা বলে বেড়াচ্ছে।

প্রশ্নঃ নাগরিকত্ব পাওয়ার ব্যাপারে আপনি পরবর্তীতে কি পদক্ষেপ নেবেন?

উত্তরঃ আমার নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। যেটুকু পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন ছিল দেশে আসার পরপর এবং বিদেশে থাকতেই করেছি। আমি আইন অমান্য করতে চাই না। যেভাবে সরকার বলেছেন সে ভাবেই আমি বাইরে থেকে আবেদন করেছি। কিন্তু তারা কিছুই করেননি। দেশে আসার পর দশ বছর হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার

www.bjilibrary.com

প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

প্রশ্নঃ আপনি বলছেন, নাগরিকত্ব আপনার জন্মগত অধিকার এবং আপনি দশ বছর ধরে দেশে আছেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে লিখিত আবেদনও করেছেন। কিন্তু হাইকোর্টে আপনার নাগরিকত্বের ব্যাপারে কেন আপীল করেননি?

উত্তরঃ আমি সরকারের কাছে গেছি। সরকার আমাকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করেনি বা অর্ডার দেয়নি। একবার দিয়েছিল, আমি জানিয়ে দিয়েছি যে আমি যাব না। এরপর আর কিছু বলেনি। যদি এমন কিছু বলতো তবে কোর্টের আশ্রয় নেয়ার দরকার হতো। কিন্তু কোর্টের আশ্রয় নেয়ার কোন প্রয়োজন মনে করিনি।

প্রশ্নঃ আপনাকে নিয়ে সম্প্রতি যে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে, এর পিছনে কোন দেশী বা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র আঁচ করছেন কি না?

উত্তরঃ না, আমার জানা নেই।

প্রশ্নঃ আপনি কি গত দশ বছরে এদেশের কোন রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ১৯৮৬ সালে সম্ভবতঃ আপনি হজ্ব করতে গিয়েছিলেন। তখন কোন্ দেশের পাসপোর্ট নিয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তরঃ আমি বাংলাদেশে আসার পর এখান থেকে কোথাও যাইনি। আসার পর বেরুতে পারিনি, এজন্য যে পাসেপোর্ট দরকার। আর আমি বাংলাদেশের পাসপোর্ট পাইনি। এ ধারণাও ভুল যে ১৯৮৬ সালে আমি হজ্ব করতে গিয়েছিলাম।যতদিন বিদেশে ছিলাম ততদিন হজ্ব করেছি। দেশে আসার পর হজ্ব করতে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। তাছাড়া কোন রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি।

অধ্যাপক গোলাম আযম সাংবাদিকদের যেসব প্রশ্নের উত্তর দেন তা বিস্তারিত দেয়া হলোঃ

প্রশ্নঃ স্বাধীনতা যুদ্ধ সঠিক পদক্ষেপ না ভুল পদক্ষেপ ছিল?

উত্তরঃ ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত শেখ সাহেব দেশকে ভাগ করার কথা কখনও বলেননি। জনগণ তাকে দেশ ভাগ করার জন্য নয়, এদেশের মেজরিটি জনগোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ভোট দিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে জনগণকে স্বাধীনতা চাইতে বাধ্য করে।

প্রশ্নঃ আপনার ব্যাপার নিয়ে আপনার পার্টি কোন রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে আলাপ-আলোচনা বা সমঝোতার চেষ্টা করেছিল কি না?

www.bjilibrary.com

উত্তরঃ সমঝোতার কথাতো জানিনা। তবে যতটুকু জানি যে, ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে যখন বর্তমান সরকার প্রধানের সাথে সংলাপ চলে তখন নেতৃবৃন্দ লিখিতভাবে সংলাপের বক্তব্য দিয়েছেন। বক্তব্যের বাইরে আনঅফিসিয়ালী জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব এরশাদ সাহেবকে বলেছিলেন যে, আপনার পূর্ববর্তী সরকার উনার প্রতি একটা অন্যায় করেছেন, এটার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এরচেয়ে বেশী আর কিছু বলেননি।

প্রশ্নঃ আপনি এখন কার বাড়ীতে আছেন? এই বাড়ীর ট্যাক্স কে দেয়?

উত্তরঃ এই ঘরটা আমার আব্বার তৈরী। খাজনা, ট্যাক্স আমার নামে। মিউনিসিপালিটির খাজনা সব আমার নামে।

প্রশ্নঃ ভোটার লিস্টে কি আপনার নাম আছে?

উত্তরঃ ভোটার লিস্টে আমার নাম আছে বলে শুনেছি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পৌর কর্পোরেশন নির্বাচনে আমার ওয়ার্ড থেকে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের একজন প্রার্থী আমাকে ভোটার নম্বর দিয়ে আমাকে ভোট দেয়ার জন্য বলেছিলেন।

প্রশ্নঃ ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে কি ভোট দিয়েছিলেন?

উত্তরঃ না, আমি কোথাও ভোট দিতে যাইনি।

প্রশ্নঃ আপনি যখন নাগরিকত্বের জন্য দরখাস্ত দিয়েছিলেন, তখন কি পাকিস্তানী পাসপোর্ট সারেন্ডার করেছিলেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ, আমি পাকিস্তানী পাসপোর্ট সারেন্ডার করেছিলাম। কিন্তু যার মাধ্যমে হোমে পাঠিয়েছিলাম, তারা আমার দরখাস্তের অংশবিশেষ কেটে দিয়ে পাসপোর্টটি তাকে ফেরত দিয়েছে। আমি পাসপোর্ট Destroy করে দিয়েছি।

প্রশ্নঃ আপনার নাগরিকত্ব তো বহাল করা হয়নি। এটা কি জামায়াতে ইসলামীকে কোন রকম রাজনৈতিক ব্ল্যাক মেইল করার জন্যই করা হচ্ছে না বলে মনে করেন? অন্যদেরকে পুনর্বহাল করেছে। আপনারটা করেনি।

উত্তরঃ তাদের নিয়ত সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। তবে আপনার এই আশংকা বোধ হয় অমূলক নয়।

প্রশ্নঃ আপনি ব্যাপারটিকে কিভাবে দেখেন?

উত্তরঃ আমার মনে হয়, ইসলামী আন্দোলনই আমার অপরাধ।

প্রশ্নঃ অনেকে আপনাকে জামায়াতের অঘোষিত প্রধান মনে করে, বর্তমানে

www.bjilibrary.com

যিনি আমীর আছেন তিনি ভারপ্রাপ্ত হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকেন। বর্তমানে আপনার সাথে সম্পর্কটা কি?

উত্তরঃ জামায়াতের সাথে আমার আদর্শিক সম্পর্ক থাকা তো স্বাভাবিক। তারা আমার সাহিত্য ব্যবহার করে। জামায়াত প্রধান হিসেবে আব্বাস আলী খান সাহেব কাজ করছেন। জামায়াত তাকে ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে Treat করছে।

প্রশ্নঃ আব্বাস আলী খান সাহেব কি শীঘ্রই ভারমুক্ত হবেন?

উত্তরঃ এটাতো আমি বলতে পারি না। জামায়াত নির্বাচনের মাধ্যমে তার আমীর নির্বাচন করে।

প্রশ্নঃ আপনি বলেছেন আপনার বিরুদ্ধে যে হত্যার অভিযোগ তা অমূলক। যে সরকার একাত্তুর সালে গণহত্যার জন্য দায়ী সেই মালেক সরকারে আপনার পার্টির সদস্যরা মন্ত্রী ছিলেন। সুতরাং সেই সরকারের হত্যাকান্ডের দায়িত্ব আপনি অস্বীকার করবেন কিভাবে? আপনি '৭৮ সালে দেশে এসেছেন কোথা থেকে এবং কোন দূতাবাস থেকে আপনাকে ভিসা দেয়া হয়েছে?

উত্তরঃ আমি লন্ডনে ছিলাম। সেখানকার বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে ভিসা নিয়েছি। ভিসার মেয়াদ ছিল তিন মাস। ঐ মন্ত্রিসভায় জামায়াতের যারা ছিলেন তারা কি কাজ করেছেন না করেছেন তা সরকারের রেকর্ডে আছে। তখন ছিল প্রকৃতপক্ষে মার্শাল ল'। টিক্কা খানের মার্শাল ল'। টিক্কা খানের সরকারে তারা ছিলেন না। ডাঃ মালেক যখন গভর্ণর হন তখন তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিকে তার মন্ত্রিসভায় নিয়েছিলেন। তখন তারা অল্প সময়ের জন্য এই মন্ত্রিসভায় ছিলেন। আমার যতটুকু জানা, তখন জনগণকে রক্ষা করার চেষ্টাই তারা করেছিলেন। হত্যার চেষ্টা করার তো কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

প্রশ্নঃ আপনার 'পলাশী থেকে বাংলাদেশ' বইয়ে বলেছেন, শান্তি কমিটি লোকজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। শান্তি কমিটির পক্ষে কথা বলা কি প্রমাণ করে না, আপনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করছেন?

উত্তরঃ শান্তি কমিটি যে হত্যা করেছে আমার তা জানা নেই।

প্রশ্নঃ একাত্তুর সালে কিছু রাজনৈতিক দল স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। তারমধ্যে জামায়াতে ইসলামীও ছিল। জামায়াত তদানীন্তন ক্ষমতাসীনদের এবং পাক আর্মীর সাথে কাজ করার জন্য কর্মীদের দিয়ে রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী গঠন করেছিল। আপনার দৃষ্টিতে তা জনগণকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য। কিন্তু প্রকারান্তরে দেখা গেছে

www.bjilibrary.com

এদেশে যেসব বুদ্ধিজীবীরা নিহত হয়েছেন তাদের অধিকাংশই আলবদর, আলশামস বাহিনীর হাতে নিহত হন। রাজাকার বাহিনী মানুষের ঘরে আগুন দিয়েছে।

উত্তরঃ এসব বাহিনী সৃষ্টি করেছে সরকার। আমরা এসব বাহিনী গঠন করিনি।

প্রশ্নঃ ১৯৭১ সালে জামায়াত ও আপনার ব্যক্তিগত ভূমিকা সঠিক ছিল বলে কি মনে করেন?

উত্তরঃ বাংলাদেশকে আমরা তো পরাধীন দেশ মনে করি না। পাকিস্তান আন্দোলনেই দেশ স্বাধীন হয়েছে। এ দেশটা পাকিস্তানের বৃহত্তর অংশ ছিল। আমার ধারণা ছিল বৃহত্তম অংশের আলাদা হওয়ার প্রয়োজন নেই। আলাদা হওয়ার প্রয়োজন মনে করেছে তারা, যাদের বাংলাদেশের বাইরে রাজনীতি করার যোগ্যতা নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে আমার এবং আমার পার্টির ভূমিকা ঠিক ছিল কিনা, আমরা জনগণের আদালতে হাজির আছি। জামায়াত একটা নির্বাচনেও অংশ নিয়েছে। সে নির্বাচনে জনগণ তাদের কিভাবে দেখেছে। অন্ততঃ ১৫টা আসন কেড়ে নেয়া হয়েছে। সামনেও নির্বাচন আসবে। আমরা জনগণের আদালতে আছি।

প্রশ্নঃ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আপনি একজন সৈনিক ও নেতা ছিলেন। এজন্য আপনি কারা ভোগও করেছেন। বলা হয় যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকেই সত্যিকার বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। তাতে কি ধরে নেব বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে আপনার অবদান আছে?

উত্তরঃ কে কি নিয়তে কাজ করে সেটা তো ভিন্ন জিনিস। আমি ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলাম এজন্য যে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হোক।

প্রশ্নঃ স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভারতীয় আগ্রাসন বলে মনে করেন কিনা?

উত্তরঃ ভারত যে বাংলাদেশকে সাহায্য করলো, সেখানে তাদের নিয়ত খুব সৎ ছিল এটা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আলাদা হওয়ার পর এদেশ তো আমাদের দেশ। জনগণকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, তারা ভারতকে কতটুকু বন্ধু মনে করে।

প্রশ্নঃ ভারতকে শত্রু মনে করেন কিনা?

উত্তরঃ ভারতকে শত্রু মনে করি না। কিন্তু ভারত সরকারের ভূমিকা বন্ধু হিসেবে প্রমাণিত নয়। এমন সরকার আসতে পারে যে বন্ধু হতে পারে।

শেখ মুজিব সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন,

www.bjilibrary.com

শেখ মুজিব আমার বয়সে বড় হলেও রাজনৈতিক বন্ধু ছিলেন। এক সাথে আইয়ূব বিরোধী আন্দোলন করেছি।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ভারত তাদের স্বার্থে সাহায্য করেছে। জনগণ ভারতকে শত্রু মনে করে। তবে ভারতে ভিন্ন ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে বন্ধুত্ব হতে পারে। এই ভিন্ন ধরনের সরকার সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট কিছুই জানাননি।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পাকিস্তানের শাসকদের ভুল চিন্তার কারণে দেশ স্বাধীন হয়। তারা বাধ্য করেছে দেশকে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে যেতে।

'ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার বীরগাঁও-এর আদি বাসিন্দা অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯২২-এর ২২ নভেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ২ পুত্র দেশের বাইরে, ১ পুত্র সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত, একটি ট্রাভেল এজেন্সীতে কর্মরত, এক পুত্র জামায়াত কর্মী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এক পুত্র ও এইচ এস সি উত্তীর্ণ অপর পুত্র ছাত্র শিবির কর্মী বলে তিনি জানান।

দেশে ফেরার দশ বছরের মধ্যে এই প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমান, জয়েন্ট সেক্রেটারী অধ্যাপক ইউসুফ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মকবুল আহমদ, ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, প্রচার সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, মহানগরী নায়েবে আমীর জনাব আবদুল কাদের মোল্লা উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক আযমের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য

সময়ানুবর্তিতা

সাদামাটা এবং সহজ সরল জীবনের অধিকারী অধ্যাপক আযম তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগান। সময় নষ্ট করেন না। যথাসময়ে কর্ম সম্পাদন তাঁর বৈশিষ্ট্য। যে কোন বৈঠকে নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হন। কোথায় কোন অনুষ্ঠানে বা কারো সাথে সাক্ষাতের প্রশ্নে কাঁটায় কাঁটায় সময় রক্ষা করেন। অন্যদেরও সময়ের ব্যাপারে গাফিলতি খুব অপছন্দ করেন। সময় রক্ষা না করলে তিনি তাঁর আন্দোলনের সহকর্মীদের অত্যন্ত কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। মোটকথা সময়ানুবর্তিতার প্রশ্নে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দুর্বলতা তিনি বরাদশত করতেই রাজী নন।

www.bjilibrary.com

যত্নের সাথে কাজ করা

যে কোন কাজ তাঁর হাতে গেলে তা খুবই যত্নের সাথে সম্পাদন করেন। ছোটখাট সামান্য ব্যাপারেও তিনি নজর রাখেন। হাফহার্টেড কোন কাজ তিনি শৈশবকাল থেকেই করেন না। কাউকে একটি কাজ দিলে তা যথাযথভাবে আদায় করেন। তিনি কোন কাজে জড়িত হলে পূর্ণ মাত্রায় মনোযোগ দিয়ে দায়িত্বশীলতার সাথে তা করেন, যাকে বলে সিরিয়াসনেস। প্রতিটি কাজ আন্তরিকতা ও যত্নের সাথে সম্পাদন যারা করতে পারেন তারা আসলে অনেক বেশী কাজ করতে পারেন।

যুক্তিপূর্ণ আলোচনা

কোন বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি তা শিক্ষক সুলভ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা ও উদাহরণসহ তুলে ধরনে। বিষয়বস্তুর যুক্তিপূর্ণ এবং সামঞ্জস্যশীল উপস্থাপনা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। জটিল বিষয়কেও খুবই সহজ ভাষায় পরিবেশন করেন। তিনি তাঁর আলোচনা এমনকি জনসভার বক্তৃতায় পর্যন্ত একটির পর একটি পয়েন্ট পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেন। তাঁর ভাষা যেমন সহজ তেমনি গতিশীল। কথা বলেন খুব আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তার সাথে।

ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা

অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। ভিন্নমত পোষণকারীকে কথা বলার জন্য বেশী সুযোগ দিয়ে থাকেন। বাস্তবসম্মত ও যুক্তিযুক্ত পরামর্শ খুব খুশী হয়ে গ্রহণ করেন। যেকোন ব্যক্তির মতামতের গুরুত্ব দেন। তাঁর কাছে সামান্য একজন কর্মী কিংবা যেকোন লোক কোন বিষয়ে জানতে চাইলে বা লিখলে তার যথাযথ জবাব দেন। নিজের মত খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করেন কিন্তু তাঁর মতটিই গ্রহণ করতে হবে এমন মনোভাবের বিন্দুমাত্র প্রভাব তাঁর মধ্যে নেই।

বিভিন্ন মতের সমন্বয় সাধনে

কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে প্রয়োজনে দীর্ঘ আলোচনা করেন। ধৈর্য্যের সাথে প্রত্যেকের কথা শোনেন। বড় বড় জাতীয় এবং রাজনৈতিক ইস্যুতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। আন্দোলনে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে নেতা কর্মী সর্বস্তরে ব্যাপক ঐক্যমত গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি খুবই সতর্ক। তিনি মনে করেন মতপার্থক্য ও মতভেদ থাকবে কিন্তু তারও একটি সীমা থাকতে হবে এবং সমন্বয়ের ব্যবস্থা করতে

www.bjilibrary.com

হবে। বড় ধরনের জাতীয় ও রাজনৈতিক ইস্যুতে বিভিন্ন মতের সমন্বয় সাধিত হওয়া তিনি জরুরী মনে করেন। তিনি অনেক সময়ই বলে থাকেন, এই ধরনের ইস্যুতেই সাধারণতঃ সংগঠনে বা আন্দোলনে ভাংগন এবং চিন্তার বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

অসাধারণ সাহসিকতা

অসাধারণ সাহসিকতা অধ্যাপক আযমের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাজনীতির কূট চক্রান্তে বাংলাদেশের মধ্যে তাঁকে সবচাইতে সমালোচিত এবং বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়ার ভাব পরিলক্ষিত হতে কেউ দেখেনি। তাঁর বিরুদ্ধে এতসব মিথ্যা প্রচারণা, সমালোচনার ঝড়, হুমকি এমনকি জীবননাশের ষড়যন্ত্র– এতকিছু সত্ত্বেও তিনি নির্বিকার। এসবের কোন তোয়াক্কাই তাঁর নেই। কারও বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগও নেই। তিনি তো বলেন, "দুনিয়ার আদালতে বিচার প্রত্যাশা করিনা, আমার কেইস আমি আল্লাহর আদালতে দিয়ে রেখেছি।"

দেশে প্রত্যাবর্তনের অল্প কিছুদিন পরই তিনি নারায়ণগঞ্জের একটি সুধী সমাবেশে বললেন, নাগরিকত্বের ব্যাপারে আমার কোন সমস্যা নেই। জন্মগতভাবেই আমি এদেশের নাগরিক। সরকার আমার নাগরিকত্বের ঘোষণা দিতে পারছেনা– এটা তাদের সমস্যা।

তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনেও প্রশ্নের জবাবে তিনি বলে দিলেন, "আপনারা বিচলিত হবেন না, আমি দেশে আছি এবং থাকবো ইনশাআল্লাহ।" অনেক বিরুদ্ধবাদী পর্যন্ত তাঁর এ সাহসিকতায় প্রশংসা করেছেন। আমরা অনেক সময় অনেক জটিল পরিস্থিতি বা গুরুত্বপূর্ণ কোন খবর নিয়ে অত্যন্ত পেরেশানীর সাথে আলোচনার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছি। কিন্তু কোন গুরুতর ব্যাপারেও তাঁকে বিচলিত হতে দেখিনি। বরং আমাদের পেরেশানি দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছেন এজন্য যে এরকম পরিস্থিতিতে পেরেশান হলে চলবে কেন?

আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতাই তাঁকে এতটা সাহসী করেছে। কোন কথা বলতে গেলেও তিনি আল্লাহর জেকের করেন, তাঁর স্মরণ করেন। অন্যেরা আলোচনায় যদি এমন বলেন যে, 'এটা করবো' তাহলে তিনি সাথে সাথে স্মরণ করিয়ে দেন যে– 'ইনশাআল্লাহ' বলুন– এভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় তিনি নিজে করেন, আন্দোলনের সহকর্মীদেরও শিক্ষা দেন।

www.bjilibrary.com

শিশু-কিশোরদের সাথে

কোন ভুল উচ্চারণ, ভুল শব্দ তাঁর সামনে বললে রক্ষা নেই। তিনি ওটাকে শুধ্ধ করে ছাড়বেন। বিশেষ করে নাম ভুলভাবে উচ্চারণ করলে তিনি তার সংশোধন অবশ্যই করবেন। কত লোকের নাম যে শুধ্ধ করেছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। আর নাম পরিচয় মনেও রাখতে পারেন। কারও সাথে পরিচিত হলে নিজ থেকেই তার খোঁজ-খবর নেয়া তিনি পছন্দ করেন।

শিশু-কিশোরদের পেলে তিনি তাদের সাথে খুব মিশতে পারেন। কোন বাড়ীতে গেলে ঐ বাড়ীর শিশু-কিশোরদের সাথে নিজের উদ্যোগে পরিচয় করেন, কাছে ডাকেন, আলাপ করেন। কোন মজলিসে গেলে অধ্যাপক আযমের উপস্থিতি খুব সহজেই অনুভূত হয়। আন্তরিকতার সাথে কথা বলা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পুরনো বন্ধুদের সাথে ছাত্র জীবনের উজ্জ্বল তারুণ্য নিয়ে কথা বলেন।

ছকে বাঁধা জীবন

তাঁর গোটা জীবনটাই ছকে বাঁধা। পড়াশুনা, সাংগঠনিক কাজকর্ম, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম, সাক্ষাৎদান সবকিছুতেই একটা নিয়মানুবর্তিতা পালন করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী অভিযানে তিনি যখন মোমেনশাহী যান তখনকার একটি ঘটনা। সম্ভবতঃ বিকেলের দিকে কিছু বিস্কিট-চানাচুর 'কলা একটি প্লেটে তাঁর সামনে দেয়া হলো। তিনি বললেন, "আমি খুচরা খাইনা, রাতেই একবারে খানা খাবো।" তিনি চা খান না, পানও খান না। সিগারেট বিড়ির তো প্রশ্নই ওঠে না।

মিতব্যয়িতা

ব্যক্তিগত ও সাংসারিক জীবনে যেমন মিত্যব্যয়ী, সাংগঠনিক জীবনেও তাই। কোন ধরনের অতিরিক্ত খরচ তিনি পছন্দ করেন না। কাগজ, খাতা ইত্যাদির ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্ক। ব্যবহার করা কাগজের অপর পৃষ্ঠা তিনি সর্বদাই ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর কাছে যেসব খামে চিঠিপত্র আসে তিনি তা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করেন। এক টুকরা কাগজও নষ্ট করেন না। আন্দোলনের কাজে বিভিন্ন লোককে তিনি অনেক চিঠি লিখেন বা কোন বিষয়ে নোট পাঠান। তাও একপৃষ্ঠা লেখা কাগজ ব্যবহার করেন।

আপনি হয়তো তাঁকে কোন বিষয়ে কিছু লিখলেন। আপনার লেখা কাগজের অপর পৃষ্ঠা যদি সাদা থাকে তাহলে হয়তো দেখবেন ঐ কাগজেই তিনি জবাবটি লিখে দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

এই বয়সেও প্রতিটি খরচের হিসেব নিজ হাতে রাখেন। জমি-জমার খাজনা, ট্যাক্স থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ, গ্যাস বিল, খরচের তালিকাও তাঁর টেবিলে বা ফাইলে দেখেছি। এতটা সতর্কতা আমাদের কাছেই বিস্ময়কর লাগে।

কোথায় ফ্যান, লাইট অহেতুক চলছে বা পানির ট্যাপ ঠিকমত বন্ধ হয়নি, জানালার হুক লাগানো হয়নি এসব ছোটখাট ব্যাপারও তাঁর নজর এড়ায় না।

অধ্যাপক আযমের অসংখ্য লেখা ও খসড়া আমাকে পড়তে হয়েছে। কিন্তু অদ্ভূত ব্যাপার দেখেছি যে, ভুল একটি বানান পাইনি, সচরাচর এমন লেখা হাতে কমই আসে। অনেক নামকরা লোকেরাও বানানের প্রতি অতটা যত্ন দেন না। আর সংবাদপত্রে যারা লিখেন তারা তো অনেকেই ধরেই নেন যে সংশোধন বিভাগ বানান শুদ্ধ করেই দেবে। তাছাড়াও তাঁর ভাষা সাধারণ মানুষের বড় উপযোগী। তিনি কম শিক্ষিত লোকদের কথা সামনে রেখে লিখেন। তাঁর অনূদিত ও সম্পাদিত তাফহীমুল কোরআনের সার সংক্ষেপ এর প্রমাণ।

গাছের যত্ন নিতে ভালবাসেন

তাঁর সার্বক্ষণিক ব্যস্ততার মধ্যেও বাড়ীর কাজের তদারকী, তরি-তরকারী ও ফলের গাছ লাগানো– এসব কাজ করেন। গাছের যত্ন নিতে খুব ভালোবাসেন। তাঁর নিজ হাতে লাগানো গাছের ফল সহযোগীদের মধ্যে বিতরণ করা তাঁর সখ। ফুল তিনি খুব পছন্দ করেন। নানা জাতের ফুলের কলম সংগ্রহ করে এক গাছে তিন জাতের ফুলের ফলন করেছেন তিনি। প্রতি বছরই দেখে আসছি ফুলের মৌসুম আসলে গাছ থেকে ফুল এনে সহযোগীদের মধ্যে নিজ হাতে বিতরণ করছেন তিনি।

মানুষের দুঃখ-কষ্টে তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল। ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক বিপদ-আপদে তিনি বড় মহব্বতের সাথে মানুষের পাশে দাঁড়ান। জামায়াতের কর্মীরা যাতে সমাজসেবায় আন্তরিকতার সাথে অবদান রখেন এ বিষয়ে খুবই তাগিদ দিয়ে থাকেন তিনি। মানুষের প্রতি এ দরদী হৃদয়ের কারণেই দেখা যায় যখনই কোথাও কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, মহামারীর খবর আসে সাথে সাথেই তিনি সংগঠনকে নির্দেশ দেন সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালাতে। কেউ কোন ব্যক্তিগত ছোট-খাট সমস্যা নিয়েও যদি তাঁর কাছে পৌঁছেন তাহলে খুবই হৃদ্যতার সাথে চেষ্টা করেন। কারও কাছে পাঠালে আবার টেলিফোন করে নিজে খবর নেন।

চিঠি-পত্রের জবাব

অনেক লোক অনেক কারণে তাঁকে লিখেন। দেশ-বিদেশের অনেক চিঠি

www.bjilibrary.com

আসে। প্রতিটির জবাব তিনি দিয়ে থাকেন। এমনকি অনেক অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রাসংগিক চিঠি তাঁকে লিখা হয়। তিনি বিরক্ত না হয়ে সংশ্লিষ্ট লোকের কাছে তা পাঠিয়ে দেন। অনেক সময় আবার যার কাছে পাঠান তাকে লিখেন তার জবাব যেন অবশ্যই দেয়া হয়।

তাঁর সাহচর্য

অধ্যাপক আযমের সাথে যারা কোথাও সফর করেছেন, কিংবা কিছু সময় কাটিয়েছেন তারা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, প্রতিটি মুহূর্ত শিক্ষণীয়। ছাত্র জীবনে একবার টাংগাইল থেকে মোমেনশাহী পর্যন্ত বাসে তাঁর সাথে সফর করি ঘটনাক্রমে। তিনি বললেন সফরে বই পড়ার কথা। তিনি নাকি সফরেই বেশী পড়েন। বাসে চলে বই পড়া যায় না। এমতাবস্থায় কুরআন শরীফের মুখস্ত আয়াতগুলো মনে মনে পড়তে পরামর্শ দিলেন কিংবা ঐসব অংশ যেসব অংশ খুব ভালো মুখস্ত হয়নি তাও মনে মনে পড়তে পারি। এরপর আমি এটা নিজে অনুশীলন করতাম।

ট্রেনে সফর করলে তো কথাই নেই। বেশকিছু বই তিনি রাখেন। নিজে পড়েন আবার অন্যকেও পড়তে দেন।

১৯৭৬ সালে হজ্বের সময় বেশ কিছুদিন তাঁর সাহচর্য লাভের সুযোগ হয়। একসাথে হজ্ব পালন করে আমি যে তৃপ্তি পেয়েছি জীবনে তা কোনদিন ভুলবো না। কোথায় কি করতে হবে, কিভাবে দোয়া করতে হবে এসব তিনি বুঝিয়ে দিতেন। আর ভিড়ের মাঝে সাথে নিয়ে হজ্বের যাবতীয় ফরজ ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছেন। আরাফাতের ময়দানে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ মোনাজাতে এত প্রশান্তি ও তৃপ্তি পেয়েছিলাম যে আমার জীবনের উপর এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। হজ্বে দেখেছি যাবতীয় পরিশ্রমের কাজে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং নিজ হাতে কোরবানী করেছেন। মক্কায় হারাম শরীফে বসে যখন কথা বলেছেন তখন মসজিদের দোতলায় এমন জায়গায় বসতেন যে, যেখানে থেকে আল্লাহর ঘর সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। আর বলতেন, "কালো গিলাপে ঢাকা এই ঘর দেখলে হৃদয়ে যে আবেগের সৃষ্টি হয় তা থেকে ফায়দা হাসিল করতে হবে। তাই এখানে হাজির থাকাকালে এ ঘরটিকে নজরের আড়াল করতে মন চায়না। তাই যখন কারো সাথে আলাপ করার প্রোগ্রাম করি তখন আল্লাহর ঘরকে সোজা সামনে রেখে বসি যাতে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তা দেখে প্রাণ জুড়াতে পারি। এ ঘর দেখতে এত ভালো লাগে যে যত দেখি তত দেখতে ইচ্ছা হয়।"

www.bjilibrary.com

রাস্তা পারাপারের সময় আমাকে হাত ধরে রাস্তা পার করতেন। আমি তো খুব বিব্রত বোধ করতাম। কিন্তু তাঁর এ সতর্কতায় অভিভূত হয়েছি। কোন সময় তাঁর হাতের ব্যাগটি নিতে চেয়েছিলাম। তিনি তা কখনো দিতেন না। তিনি বলতেন, "আমার অভ্যাস খারাপ করতে চাও?' আমার এ ব্যাগ আমাকেই বহন করতে দাও।"

বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি আদব

আমাকে সাথে নিয়ে তিনি ভারতের বিখ্যাত আলেম মওলানা আবদুল হাসান আলী নদভীর সাথে দেখা করলেন মক্কায়। ঐ প্রবীণ আলেমের সাথে তিনি এতটা তাজিম এবং আদবের সাথে কথাবার্তা বললেন যাতে আমি বিমুগ্ধ হলাম। অনুরূপভাবে মওলানা জাফর আহমদ আনসারী এবং ইন্দোনেশিয়ার ডঃ নাসেরের সাথে সাক্ষাতেও দেখলাম একই ঘটনা। তাছাড়াও বয়োজ্যেষ্ঠ যেকোন লোকের সাথে তাঁর আচরণ শিক্ষণীয়। আন্দোলনের ভিতরে যেসব রুকন বয়সে তাঁর মুরব্বী তাদের তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। যারা অন্যকে সম্মান করতে জানেন তারাই সম্মান পেয়ে থাকেন। আল্লাহই মানুষের সম্মান ও মর্যাদা দান করে থাকেন।

www.bjilibrary.com

ষড়যন্ত্রের শিকার অধ্যাপক গোলাম আযম

সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব সম্পর্কে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে। অন্য কথায় নাগরিকত্বের বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছে। তার পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে চালানো হচ্ছে ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যাচার। ঘটনা প্রবাহ থেকে এবং ইসলাম বিরোধী মহলের ভূমিকা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, অধ্যাপক গোলাম আযম একটি ষড়যন্ত্রের শিকার। তাঁর আদর্শিক এবং আপোষহীন ভূমিকার জন্যই তাঁর বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি আপোষকামী হলে বা সুযোগ সন্ধানী হলে এ সমস্যা থাকার কথা নয়। অবশ্য যারা নাগরিকত্ব পেয়েছেন তাঁরা আপোষকামিতার জন্যই নাগরিকত্ব পেয়েছেন এমন অযৌক্তিক কথা আমরা সঠিক মনে করিনা। মূলতঃ অধ্যাপক আযমের বিষয়টি আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী মহল ভিন্ন কারণে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে বলেই তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে জটিলতা ও বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে।

অধ্যাপক আযমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে লেখক প্রত্যক্ষভাবে জানার সুযোগ পেয়েছেন। লেখক যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত এবং একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন তখনকার সময়ের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী লেখক নিজে। একদিন এন এস আই-এর (ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল) একজন কর্মকর্তা খবর দিলেন তাদের ডি জি জরুরী একটি বিষয়ে আলাপ করতে চান। তার কার্যালয়ে চায়ের দাওয়াত নিলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। সাথে সাথে তার জবাব না দিয়ে লেখক কর্মকর্তাকে জানিয়ে দেন যে, সহকর্মী বন্ধুদের সাথে আলাপ করে জানিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সময় ঠিক করা হয়। আরো দু'জন সাথীকে নিয়ে লেখক এন এস আই প্রধানের সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলেন। সংশ্লিষ্ট ভদ্রলোক, যিনি পরবর্তী কালে বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, তার সাথে দীর্ঘ সময় আলাপ হয়। সাক্ষাতের শুরুতে তিনি নিজেকে ইসলামের একজন অকৃত্রিম খাদেম হিসেবে তুলে ধরেন। তার পদ এবং এন এস আই-এর গুরুত্ব সম্পর্কে দৃষ্টিআকর্ষণ করার পর তিনি তার আসল বক্তব্যে আসেন। তিনি লেখককে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসার আহবান জানান। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে দেশে একটি ভারতবিরোধী রাজনৈতিক ফ্রন্ট গড়ে তুলতে ছাত্রদের সহযোগিতার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বের

www.bjilibrary.com

সাথে ব্যাখ্যা করেন। লেখক এবং লেখক যে ছাত্র সংগঠনের সভাপতি তার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, "আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের জাতির এক সংকট সন্ধিক্ষণে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারেন। বাঘ-ছাগলকে ইচ্ছা করলে আপনারাই এক ঘাটে পানি খাওয়াতে পারেন এবং বাংলাদেশের সকল জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামপন্থীদের এক প্লাটফর্মে দাঁড় করিয়ে জাতীয় স্বাধীনতাকে সমূহ হুমকি থেকে বাঁচাতে পারবেন।"। প্রায় এক ঘন্টাকাল যাবত তিনি জাতীয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কিভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়েছে এবং কিভাবে লেখকের ছাত্র সংগঠন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারে ইত্যাদি। তিনি তার আলোচনার এই পর্যায়ে বলেন, "অবশ্যই আপনি এবং আপনার সংগঠনকে এ ভূমিকা পালন করতে হলে অধ্যাপক গোলাম আযম এবং জামায়াতে ইসলামীকে পরিত্যাগ করতে হবে। আর পরিত্যাগ না করলেও তাদেরকে অন্যান্য দলের মত সমান মর্যাদা দিতে হবে। জামায়াতে ইসলামীর কোন রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই এবং নেতা হিসেবে অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর সকল কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছেন। সুতরাং আপনাদের উচিত হবেনা আর জামায়াত ও গোলাম আযমের পিছনে থাকা। আপনারা একটি পটেনশিয়েল ফোর্স। আপনাদের ভবিষ্যৎ আছে এবং দায়িত্বও আছে।"

ভদ্রলোক আরও অনেক যুক্তি দিয়ে তার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। লেখক তার সকল বক্তব্য শোনার পর জিজ্ঞেস করেন যে, "অধ্যাপক গোলাম আযম যদি কার্যকারিতা হারিয়ে থাকেন এবং জামায়াতের কোন ভবিষ্যৎ নাই থাকে তাহলে এনিয়ে আপনাদের উদ্বিগ্ন হবার কারণই বা কি? তিনি যদি নেতা হিসেবে ইফেকটিভ না হন তাহলে সরকারের জন্যই তো সুবিধা আর অধ্যাপক সাহেবের নাগরিকত্বই বা দিচ্ছেন না কেন এবং জামায়াতকে রাজনৈতিক দলবিধি (পিপিআর)-এর অধীন কাজ করার সুযোগ দিচ্ছেন না কেন? আপনাদের বিশ্লেষণ সঠিক হয়ে থাকলে জামায়াতকে কাজ করতে দেয়ার তো কোন অসুবিধা নেই। কেননা আপনি বলছেন জমায়াতের কোন ভবিষ্যৎ নেই।

সম্ভবত এ ধরনের কোন জবাব তিনি আশা করেননি। ক্ষণিক চুপ থেকে বললেন, দেখুন আমরা তো তাই মনে করি। কিন্তু বড় কর্তারা মনে করেন যে, এ ধারণা ঠিক নয়। তাদের ধারণা, জামায়াতের একটা গণভিত্তি রচিত হচ্ছে এবং অধ্যাপক গোলাম আযম ময়দানে আসতে পারলে সরকারের জন্য পটেনশিয়াল ডেঞ্জার হবেন এবং ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যেতে পারেন। কারণ ৭০-এর নির্বাচনের সেই স্রোতের মধ্যেও তিনি ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের প্রধান

www.bjilibrary.com

প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়াও ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ভূমিকার কারণে তিনি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি যদি জনগণের সামনে তাঁর ও তাঁর দলের ৭১-এর ভূমিকা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন তাহলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনগণ বাস্তব কারণেই সেদিকে ঝুঁকে পড়তে পারেন। কারণ ইতিমধ্যেই ফারাক্কাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের প্রতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আচরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য হুমকি কোন্ দিক থেকে আসতে পারে। এসব কারণেই কর্তা ব্যক্তিরা অধ্যাপক সাহেবের নাগরিকত্ব দিচ্ছেন না এবং রাজনৈতিকভাবে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হয়। তাছাড়া গোটা মুসলিম বিশ্বে তাঁর বিশেষ পরিচিতিও রয়েছে। তিনি অনেকটা খোলাখুলি বলেন যে, "এসব কারণেই অধ্যাপক সাহেবের নাগরিকত্ব পূনর্বহাল হচ্ছে না এবং জামায়াতকেও অনুমোদন দেয়া হচ্ছে না। অবশ্য আমরা চাই যে তাঁর নাগরিকত্ব দেয়া হোক।" সুযোগ বুঝে লেখক ও তার সাথীরা খুবই জোরালো ভাষায় অধ্যাপক সাহেবের নাগরিকত্ব পূনর্বহাল এবং জামায়াতকে অনুমোদন দেয়ার দাবী জানান। তারা দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের স্বার্থেই ছাত্র সংগঠন হিসেবে শিবির কাজ করে যাবে এবং দেশের স্বার্থেই ইসলামী আদর্শ তথা কুরআন-সুন্নাহর শাসন কায়েম করাকে শিবির অপরিহার্য বিবেচনা করে। স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচা এবং জনগণের সত্যিকারের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য ইসলামী ব্যবস্থা কায়েমের কোন বিকল্প নেই এবং এজন্য সংগঠনটি আপোষহীন সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে।"

অতঃপর উল্লেখিত গোয়েন্দা সংস্থাটির পক্ষ থেকেই জামায়াতে ভাংগন সৃষ্টির পদক্ষেপ নেয়া হয়। সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় অব্যাহতভাবে অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক প্রপাগান্ডা শুরু করা হয়। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠনের মাধ্যমে অধ্যাপক গোলাম আযমকে বহিষ্কারের দাবী তোলাও ক্ষমতাসীন মহলেরই কারসাজি। বিরোধী দলের একটি অংশকেও অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদানে নামিয়ে দেয়া হয়। এসব ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হবার বাকি থাকে না যে, অধ্যাপক গোলাম আযম ক্ষমতাসীন চক্রের ষড়যন্ত্রের শিকার।

একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, অধ্যাপক গোলাম আযমের বিশাল ব্যক্তিত্বকে ক্ষমতাসীন মহলসহ অন্যরা তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ মনে করে বলে তাঁর বিরুদ্ধে এত ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচার। অধ্যাপক আযমের বিরুদ্ধে যেসব চক্রান্ত করা হয়েছে সেসবের মধ্যে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্টের চক্রান্তটি অন্যতম। বাংলাদেশের প্রথম সরকার অধ্যাপক সাহেবের নাগরিকত্ব বাতিল ঘোষণা

www.bjilibrary.com

করে তাঁকে প্রতিরোধ করতে প্রয়াস পেয়েছে। অবৈধভাবে জন্মগত নাগরিকত্ব বাতিল করে যখন তাঁকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হলোনা তখন অন্যদের নাগরিকত্ব পূনর্বহাল করে তাঁর ব্যাপারটি ইস্যু হিসেবে ঝুলিয়ে রাখা হলো। দ্রততম সময়ের মধ্যে জামায়াত যদি সংগঠিত একটি শক্তিতে পরিণত না হতো তাহলে অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব নিয়ে হয়তোবা এতটা গড়িমসি সরকার করতো না। তাঁকে যখন দেশে আসতে অনুমতি দেয়া হয় সরকার তখন যদি বুঝতে পারতো যে, জনগণ ও ছাত্র-সমাজের মধ্যে ইসলামী আন্দোলন শক্তি অর্জন করেছে তাহলে কোনক্রমেই তাঁকে আসতেই দেয়া হতোনা। সুপরিচিত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পাশে একটি শক্তিশালী সংগঠন দাঁড়ালে তা যেকোন সরকারের মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে বলেই সবকটি ক্ষমতাসীন সরকার অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব পূনর্বহালের ঘোষণার মধ্যে নিজেকে বিপদ দেখেছে।

অন্যদিকে ইসলাম বিরোধী এবং আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজশে যারা ক্ষমতার রাজনীতি করেন তারা অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব পূনর্বহালের মধ্যে ইসলামী শক্তির উত্থান দেখেছেন। আর তাই তাদের স্বার্থেই অধ্যাপক গোলাম আযমের জন্মগত নাগরিক অধিকারের বিষয়টিকে তারা বিতর্কিত করে তুলেছে।

ক্ষমতাসীন ও ইসলাম বিরোধী মহলের যোগসাজশেই অধ্যাপক গোলাম আযমকে স্বাধীনতা বিরোধী এবং বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিত্রিত করার ষড়যন্ত্র চলেছে। এদেশের জনগণের আদর্শের পরিপন্থী সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধারক ও বাহক কতিপয় সংবাদপত্র এবং নাস্তিক ও কমুনিস্ট বুদ্ধিজীবী (!) নামে পরিচিতি একটি চিহ্নিত মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করতে অপচেষ্টা চালিয়েছে। আর একারণেই নাগরিকত্বের বিষয়টি সবকটি ক্ষমতাসীন সরকার অমীমাংসিত রেখেছে এবং অধ্যাপক আযম যাতে মাঠে না আসতে পারেন সেজন্য সরকারী মহলও বাধা প্রদান করেছে। বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক শক্তিগুলো অধ্যাপক গোলাম আযম যাতে মাঠে নামতে না পারেন, জনতার সামনে তাঁর বক্তব্য উপস্হাপন করতে না পারেন সে ব্যাপারে যারপরনাই চেষ্টা চালিয়েছে। এমনকি গণধিক্কৃত বাকশালের জনৈক নেতা যেখানেই পাও অধ্যাপক গোলাম আযমের উপর হামলা চালাও বলে প্রকাশ্য জনসভায় আহবান জানিয়েছিলো। গোলাম আযমের বিরুদ্ধে উত্তেজনাকর এবং উস্কানিমূলক শ্লোগান দিয়ে ছাত্র, যুবক ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে অব্যাহতভাবে। একতরফা প্রচারণার মুখেও ছাত্র, যুবক ও মুক্তিযোদ্ধারা বিভ্রান্ত হননি। ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতালিপ্সু

www.bjilibrary.com

স্বার্থপর, দুর্নীতিবাজ নেতৃত্বের আহবানে সাড়া দেয়ার পরিবর্তে অসংখ্য ছাত্র-যুবক ও মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক সাহেবের বিরুদ্ধে মহল বিশেষের আক্রোশের কারণ তলিয়ে দেখতে সচেষ্ট হয়েছেন, এবং তারা যখনই অধ্যাপক সাহেবের রাজনৈতিক আদর্শবাদিতা ও সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেয়েছেন এবং ইসলামের সার্বজনীনতা, মহান আদর্শ ও সৌন্দর্যের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন তখনই অধ্যাপক সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। এভাবে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা ও ছাত্র-যুবক যাদেরকে উস্কানি দিয়ে গোলাম আযমের এবং ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয় তারা আজ ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ কর্মী হিসেবে দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত তাদের জন্যই বুমেরাং হয়েছে।

বাংলাদেশে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার গুরুতর বিরোধী সেই নাস্তিক কমিউনিস্ট ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ধ্বজাধারীরা যখন চক্রান্ত করেও ব্যর্থ হচ্ছিলো তখন অধ্যাপক গোলাম আযমের জীবন নাশের অপচেষ্টা চালাতেও তারা কুণ্ঠা বোধ করেনি। ১৯৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বর সন্ধ্যায় অধ্যাপক গোলাম আযমের নিজস্ব বাসভবনে (১১৯ কাজী অফিস লেন, মগবাজার, ঢাকা) সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হামলাকারীরা পরপর ৪টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। ৪টি মোটর সাইকেল যোগে হামলাকারীরা অতর্কিতে এসে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এ অভিযান চালায়। ৩জন অস্ত্রধারী অধ্যাপক আযমের অভ্যর্থনা কক্ষে ঢুকে পড়ে। ঘটনাক্রমে অধ্যাপক সাহেবের বড় ছেলে মামুন আল আযামী সেখানে ছিলেন। তাঁর বুকে রিভলভার তাক করে তারা অধ্যাপক সাহেবকে খোঁজে। মাত্র কয়েক মিনিট আগে অধ্যাপক সাহেব বাড়ী থেকে বাইরে যান। ফলে অলৌকিকভাবেই আল্লাহর রহমতে প্রাচ্যের ইসলামী আন্দোলনের এই মহান নেতা বেঁচে যান। জীবন-মৃত্যুর ফয়সালাকারী আল্লাহই তাঁকে হেফাজত করেছেন।

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে দৈহিকভাবে নির্মূল করার এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনতা পরদিন অধ্যাপক গোলাম আযমের বাসভবন থেকেই এক বিশাল মিছিল বের করে। বিক্ষোভ মিছিলটি মগবাজার সড়ক, মৌচাক মার্কেট, মালিবাগ, শান্তিনগর, কাকরাইল, পুরানা পল্টন হয়ে বায়তুল মকাররম মসজিদ চত্বরে গিয়ে সমাপত হয়। বিশাল মিছিলটির অগ্রভাগে ছিলেন জামায়াত নেতা মওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, শামসুর রহমান, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, এডভোকেট নজরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, অধ্যাপক

www.bjilibrary.com

আব্দুল খালেক, মাওলানা রফিউদ্দিন আহমদ প্রমূখ। ঐদিন খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, দিনাজপুর, বগুড়া, নবাবগঞ্জ, মাগুরা, মুন্সিগঞ্জসহ দেশের সর্বত্র জনতা অধ্যাপক আযমের জীবননাশের চক্রান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে।

অধ্যাপক গোলাম আযমের জীবন নাশের ঘৃণ্য চক্রান্তের প্রতিবাদে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) বলে, বিএনপি জামায়াতে ইসলামীসহ স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনে রত অন্যান্যরাজনৈতিক দল এবং তাদের অংগ সংগঠন সমূহের নেতা ও কর্মীদের উপর পরিকল্পিতভাবে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে জনসমর্থনহীন সরকার দেশে রাজনৈতিক ভিন্নমত ও জনমতকে স্তব্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র কার্যকর করার এক ঘৃণ্য অপপ্রয়াসে রত। এ ধরনের হামলা ও হয়রানিমূলক তৎপরতা গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি বিরুদ্ধ এবং ফ্যাসিবাদী আচরণের প্রকাশ। সরকার বেসামরিক লেবাসে অবৈধ স্বৈরশাসন টিকিয়ে রাখার জন্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের দৈহিকভাবে নির্মূল করার যে ভয়াবহ খেলায় রত হয়েছে তার পরিণতি ভয়ংকর হতে বাধ্য।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম বিরোধী মহলটি বিভিন্ন সময় জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণার আহবান জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করে থাকে। বিএনপির বিবৃতিতে এই প্রসংগে বলা হয়, কোন কোন দল ও সংগঠন কর্তৃক রাজনৈতিক দল বিশেষকে নিষিদ্ধ করার দাবী একটি অগণতান্ত্রিক আবদার তথা মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা এবং নিজ মতের বিরোধী দল সমূহকে বাতিল করে কৌশলে একদলীয় শাসন কায়েমের ষড়যন্ত্র।

প্রবীণ রাজনীতিক, সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রাণনাশের অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক দীর্ঘ বিবৃতিতে বলেনঃ "বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক গোলাম আযমের বাসভবনে অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করার জঘন্য প্রচেষ্টার আমি তীব্র নিন্দা করছি। এ ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতা গণতন্ত্রকামী ব্যক্তি ও জনগণকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন না করে পারেনা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এ ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে দেশে অগণতান্ত্রিক শক্তিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যা দেশে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে এবং গণতন্ত্র বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেবে।

www.bjilibrary.com

আমি অধ্যাপক গোলাম আযমের হত্যার চক্রান্তকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিপ্রদানের জন্য সরকারের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সকল গণতন্ত্রকামী দল ও জনগণের নিকট উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।"

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান, নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমান এবং সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন ঃ দেশের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ও বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে গত শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর বাসভবনে কমান্ডো হামলার মাধ্যমে হত্যার জঘন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। সরকারের জনৈক উপদেষ্টার অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক কূট মন্তব্য এবং অধ্যাপক সাহেবের সফরকে কেন্দ্র করে স্থানে স্থানে সন্ত্রাসী তৎপরতার ঘটনার উল্লেখ করে বিবৃতিতে অধ্যাপক গোলাম আযমকে হত্যার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সশস্ত্র হামলার ঘটনাকে সরকারী ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মন্তব্য করা হয়। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আমরা সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই, হত্যা, সন্ত্রাসের দ্বারা জনগণের আন্দোলনকে দমন করা যাবে না। তাঁরা দেশের সকল গণতন্ত্রকামী দল ও জনগণকে হত্যা সন্ত্রাসের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের সরকারী হীন প্রচেষ্টা নস্যাৎ করার উদাত্ত আহবান জানান।

এছাড়াও প্রবীণ জননেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ, জননেত্রী বাংলাদেশ জাতীয় দলের সভানেত্রী আমেনা বেগম, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও ঢাকা আইনজীবী সমিতির ২৯২ জন আইনজীবী, মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ, জামায়াতে ইসলামীর দশজন সংসদ সদস্য, প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, ইত্তেহাদুল উম্মাহ, বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সংগঠন ও নেতৃবৃন্দ অধ্যাপক আযমের জীবন নাশের প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করেন।

ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

বাংলাদেশের ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক শক্তিগুলো এবং বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের সেবাদাসরা নিজেদের রাজনৈতিক অপারগতা আড়াল করার জন্য ইসলামী আন্দোলনকে সন্ত্রাসী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার এক মারাত্মক অপকৌশল গ্রহণ করেছে। জনগণকে দেয়ার মত যেহেতু তাদের কিছু নেই সেহেতু নিজেরা হত্যাকান্ড সংঘটিত করে তার দোষ অভিনব কায়দায় জামায়াত-শিবিরের উপর চাপিয়ে দেবার এ জঘন্য

www.bjilibrary.com

অপকৌশল গ্রহণ করেছে। কোনভাবেই যেহেতু ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে জনগণকে নিরুৎসাহিত করা সম্ভব হচ্ছেনা সেহেতু আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপকৌশল গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে এ কৌশল তাদের জন্য বুমেরাং হয়ে দেখা দেয়। তাদের সন্ত্রাসী মুখোশ খুলে যায়। জনগণ এদের জুলুমের শিকার। কেননা চরিত্র ও কর্মের মধ্য দিয়ে জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা দেশের জনগণের মধ্যে একটি স্থান করে নিয়েছে। আর যারা জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে তাদের খেয়ানত, দুর্নীতি, অসাধুতা বোধ হয় কারও অজানা নয়।

১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে আগষ্ট পর্যন্ত আবার অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ইসলাম বিরোধী মহলের প্রচারণা তুংগে ওঠে। কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যাপক সাহেবের জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দেশের সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার পর ঐ মহলের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। জন্মগত নাগরিক অধিকার থেকে অধ্যাপক সাহেবকে বঞ্চিত করার কোন পথ নেই– এ সত্য আজ সর্বমহলে স্বীকৃত। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি যে প্রশ্ন রেখেছেন তার জবাবও সরকার দিতে পারেননি। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত অধ্যাপক সাহেবের বক্তব্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সরকারী মহল দেখেছেন যে, আইন অধ্যাপক গোলাম আযমের পক্ষে। ফলে চুপ হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থেই অধ্যাপক সাহেবের নাগরিকত্ব বিষয়ে কোন ফয়সালা তারা নেননি। সুতরাং ক্ষমতাসীন মহল স্বীকার করুন আর না করুন, অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মগতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক। এই নাগরিকত্ব হরণ করা বা তাঁকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন এখতিয়ার কোন সরকারেরই নেই। ৮৮ সালেও অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব পূনর্বহালের দাবীতে শত শত বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সবের উদ্ধৃতি দিয়ে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাইনা। পরিশেষে আমরা বলতে চাই, অধ্যাপক গোলাম আযম শুধুমাত্র বাংলাদেশের একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকই নন, বরং তিনিএদেশের ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী জনতার প্রিয় নেতা। অধ্যাপক গোলাম আযম জাতির এক মূল্যবান সম্পদ এবং বাংলাদেশের জনগণের কাংখিত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের আপোষহীন সেনানী এবং আগামী দিনের ইসলামী বাংলাদেশের একজন রূপকার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর দ্বীনের এই মহান খাদেমকে ইতিহাসে নির্ধারিত তাঁর সঠিক দায়িত্ব পালনে সাহায্য করুন এবং তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহে রাব্বুল আলামীন।

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট – ১

অধ্যাপক গোলাম আযমের রচিত বই-এর তালিকাঃ

কুরআন

১। কুরআন বুঝা সহজ
২। আমপারা (তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ)
৩। ২৯ পারা (তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ)

সীরাতুন্নবী

৪। সীরাতুন্নবী সংকলন
৫। নবী জীবনের আদর্শ
৬। ইসলামে নবীর মর্যাদা
৭। বিশ্ব নবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি
৮। বিশ্ব নবীর জীবনে রাজনীতি
৯। রাহমাতুললীল আলামীন

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন

১০। ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন
১১। ইকামাতে দ্বীন
১২। ইসলামী আন্দোলন-সাফল্য ও বিভ্রান্তি
১৩। বাইয়াতের হাকীকত
১৪। রুকনিয়াতের দায়িত্ব

জামায়াতে ইসলামী

১৫। জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
১৬। জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশ
১৭। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী
১৮। অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী
১৯। বাংলাদেশের ভবিষ্যত ও জামায়াতে ইসলামী

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশ

২০। আমার দেশ বাংলাদেশ
২১। বাংলাদেশের রাজনীতি
২২। বাংলাদেশে আদর্শের লড়াই
২৩। পলাশী থেকে বাংলাদেশ

বিভিন্ন বিষয়

২৪। ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মাওদূদীর অবদান
২৫। আধুনিক পরিবেশে ইসলাম
২৬। কিশোর মনে ভাবনা জাগে
২৭। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ
২৮। মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়
২৯। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ
৩০। A Guide To Islamic Movement

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক গোলাম আযমকে হত্যার ষড়যন্ত্র

দেশ-বিদেশের কোটি কোটি মানুষের সহিত একাত্ম হইয়া অবনত মস্তকে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া জানাইতেছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁহার অসীম ক্ষমতাবলে মজলুম জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে হত্যার হীন ষড়যন্ত্র বানচাল করিয়া দিয়াছেন। আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে সেই মহান আল্লাহর নিকট অধ্যাপক গোলাম আযমের দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া মুনাজাত করিতেছি। গত ২৯শে নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬ টায় ১০/১২ জন দৃষ্কৃতিকারী ৫টি মোটর সাইকেল যোগে অধ্যাপক আযমের মগবাজার কাজী অফিস লেনস্থ বাসভবনে আসে। তাহারা কয়েকজন তাঁহার বাসভবনে বাহিরের কক্ষে অতর্কিতে ঢুকিয়া পড়ে। এই সময় অধ্যাপক আযমের জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব মামুন আল আযামী সেখানে ছিলেন। দৃষ্কৃতিকারীরা তাঁহাকে অধ্যাপক আযম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাঁহার অবস্থান সম্পর্কে জানিতে চায়। এই অবস্থায় তিনি তাহাদেরকে বাহিরে লইয়া যান। এই পর্যায়ে একজন দৃষ্কৃতিকারী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তাক করিয়া হুমকি দেয় এবং স্টার্ট করা মোটর সাইকেলে অপেক্ষমান দৃষ্কৃতিকারীরা পর পর ৪টি বোমা নিক্ষেপ করে। দুইটি বোমা পার্শ্বেই তাঁহার ভাইয়ের বাসায় নিক্ষিপ্ত হয়। ৪টি বোমার মধ্যে তিনটি বোমা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হইলে চারদিকে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এই সময় পাড়া-প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিতে থাকিলে দৃষ্কৃতিকারীরা দ্রুত পালাইয়া যায়। বোমা বিস্ফোরণের কিছু পর পুলিশ তাজা একটি বোমা উদ্ধার করে। উল্লেখযোগ্য যে, ঘটনার সময় অধ্যাপক আযম বাসভবনে ছিলেন না। এইভাবে দৃষ্কৃতিকারীদের হত্যা চক্রান্ত বানচাল হইয়া যায়।

অধ্যাপক গোলাম আযম এই দেশের মাটিরই সন্তান। ১৯২২ সালের ৭ই নভেম্বর ঢাকা শহরেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর। এই ৬৪ বৎসরের জীবন বিশেষ করিয়া তাঁহার রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে দেশবাসী খুব ভালোভাবেই অবহিত আছেন। ভাষা আন্দোলনে তাঁহার অনন্য সাধারণ ভূমিকা জাতি চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। পাকিস্তান আমল হইতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁহার আপোষহীন ভূমিকা এদেশের মানুষের মনে চিরকালই দাগ কাটিবে। এই দেশে ইসলামী আন্দোলনকে শক্তিশালী করা এবং এই যমিনে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠায় তাঁহার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কোটি কোটি তৌহিদী জনতাকে উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করে। শুধু তাহাই নহে, তিনি মুসলিম উম্মাহর একজন অন্যতম নেতা। বাংলাদেশের জনগণ যেমন তাঁহার নেতৃত্বের প্রত্যাশী তেমন ইসলামী দুনিয়াও

www.bjilibrary.com

তাঁহার প্রতি দ্বিধাহীন চিত্তে আস্থা রাখে। প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্য বিশ্বের অনেকেই তাঁহাকে চরিত্রবান ও আকর্ষণীয় নেতা হিসাবে মনে করেন। এক কথায় বলিতে গেলে অধ্যাপক গোলাম আযম দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের বরেণ্য নেতা। এই বরেণ্য নেতাকে হত্যার চক্রান্তে দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ উদ্বিগ্ন না হইয়া পারে না। উদ্বিগ্ন বলিয়াই একদিকে যেমন দেশের আনাচে কানাচে হইতে এই হত্যার চক্রান্তের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ধ্বনিত হইতেছে, তেমনি বহির্বিশ্বেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। গত ৩০ শে নভেম্বর লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের সম্মুখে বিক্ষোভ স্মারকলিপি প্রদানই তাহার প্রমাণ করে। এই সকল বিক্ষোভ ও নিন্দা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হইতেছে।

অধ্যাপক গোলাম আযমকে হত্যার চক্রান্তের পেছনে কোন্ দুরভিসন্ধি নিহিত রহিয়াছে? দেশবাসীর নিকট ইহা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, ক্ষমতাসীন সরকারই ইহার ইন্ধন যোগাইয়াছেন। সাম্প্রতিক কালে ফরিদপুর এবং কিশোরগঞ্জে তাঁহাকে যাইতে দেওয়া হয় নাই। যতদূর আমরা জানি, সরকারই এই উদ্যোগ নেন। ইহার পর প্রেসিডেন্টের একজন উপদেষ্টা অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বিবৃতি দেন। কায়েমী স্বার্থবাদীদের কেহ কেহ বর্তমান সরকারের সহিত কোরাস মিলান। অতঃপর অধ্যাপক আযমকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। এই সকল ঘটনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সরকারী মহল এবং কায়েমী স্বার্থবাদীরা অধ্যাপক গোলাম আযমকে সহ্য করিতে পারিতেছেন না। কেন পরিতেছেন না, তাহা আমরা জানি না। তাঁহার অপ্রতিরোধ্য নেতৃত্ব হয়ত অনেকের ঈর্ষার কারণ হইতে পারে। কিন্তু কোন ব্যক্তির নেতৃত্ব জনগণের নিকট গ্রহণীয় হইলে তাঁহাকে হত্যা করিতে হইবে? এই ধরনের দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনার পরিণাম কি দাঁড়ায়? সরকারী মহল হইতে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার মানবাধিকার করিয়া চীৎকারের তো বিরাম নাই। গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র কি বিরোধী পক্ষকে নিধনের মাধ্যমে নিহিত? এই ধরনের গণতন্ত্রতো এই দেশের জনগণসহ বিশ্বের কেহই স্বীকার করিবে না।

মানবাধিকার? অধ্যাপক গোলাম আযম এই দেশেরই সন্তান। কিন্তু তাঁহার নাগরিকত্ব নাই। ইহা কোন্ ধরনের মানবাধিকারের পরাকাষ্ঠা? সরকারী মহলের প্রতি আমাদের আকুল জিজ্ঞাসা, কেন অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব প্রদান করা হইতেছে না? ১৯৭৩ সালে ৩৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। এই ৩৯ ব্যক্তির মধ্যে অধ্যাপক গোলাম আযমও একজন। ৩৯ ব্যক্তির প্রায় সকলেই বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরিয়া পাইয়াছেন। শুধু নাগরিকত্ব ফিরিয়া পান নাই অধ্যাপক গোলাম আযম। এই ধরনের অনেকেই

www.bjilibrary.com

বিগতসহ বর্তমান সরকারের মন্ত্রিত্বের আসনও অলংকৃত করিয়াছেন ও করিতেছেন। সরকারের স্বার্থ সংরক্ষিত হইবার কারণে হয়তো তাহারা মন্ত্রী হইতে পারেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পদও দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বর্তমান সরকারের মানবাধিকার সংজ্ঞায় অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দেওয়া যাইতে পারে না। কি বিচিত্র ও বৈষম্যের নীতি সরকার অনুসরণ করিতেছেন তাহা জনগণ সহজভাবেই হৃদয়ংগম করিতে পারে। ১৯৭৮ সালের ১১ই জুলাই তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সাড়ে ৮ বৎসর যাবত তিনি নাগরিকত্বহীন অবস্থায় দুঃসহ জীবন কাটাইতেছেন। বিভিন্ন মহল হইতে তাঁহার নাগরিকত্ব ফিরাইয়া দেওয়ার জোর দাবী উত্থিত হইয়াছে। বর্তমান সরকারের দুই একজন মন্ত্রীও এক সময়ে সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতির মাধ্যমে অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব ফিরাইয়া দেওয়ার দাবী জানাইয়াছিলেন। দেশ-বিদেশের অনেকেই এই দাবী জানাইতেছেন। সরকারের উচিত অবিবেচনা প্রসূত এবং হঠকারিতার পথ পরিহার করিয়া অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব ফিরাইয়া দেওয়া। অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব ফিরাইয়া দেওয়া হইলে জনগণের দাবীর প্রতি সরকারের আস্থা বিমূর্ত হইবে এবং সরকারের মানবাধিকারের প্রতি প্রদত্ত ওয়াদা পূরণ হইবে।

(সম্পাদকীয়, সোনার বাংলা ৫/১২/৮৬)

www.bjilibrary.com

এই মিথ্যাচার রুখিতে হইবে

আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে বিভেদ ও বিভাজনের পুরাতন প্রক্রিয়া অব্যাহত রহিয়াছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে জাতীয় ঐক্যমত এবং সংহতি গড়িয়া তুলিবার পবিত্র দায়িত্ব যে ক্ষমতাসীন মহল এবং দায়িত্বশীল ক্ষমতাকাংখী বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির উপর ন্যস্ত তাহাদের নিজ উদ্যোগে বিভেদ বিভাজন আর প্রতিহিংসার রাজনীতিকে যখন উৎসাহিত করা হয় তখন সরলপ্রাণ জনগণের আর বিশেষ কিছুই করিবার অবশিষ্ট থাকে না। রাজনৈতিক ধূম্রজালে অসহায় জনতাকে অনেক সময় অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি মানিয়া নিতে হয়। জনগণকে হিংসা এবং সংঘাতের মুখে ঠেলিয়া দিয়া অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের ঘটনা ক্ষমতাসীন চক্রই ঘটাইয়া থাকে। ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য কিংবা ক্ষমতার সুর্গে আরোহণের জন্য কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠী যুদ্ধ-সংঘাত পর্যন্ত বাধাইয়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। দেশের সম্পদ এবং মানুষের জীবনের কোন মূল্য ইহাদের কাছে নাই। বাংলাদেশের সরলপ্রাণ জনগণও বার বার প্রতারিত হইয়াছে এই ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক চক্রের নিকট। হীন রাজনৈতিক স্বার্থে ইহারা জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে হেন কর্ম নাই যাহা করিতে পারে না। কায়েমী স্বার্থবাদীদের হীন কর্মকান্ডে সাম্রাজ্যবাদী এবং আধিপত্যবাদী শক্তিগুলিও মদদ যোগাইয়া থাকে। কারণ আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জাতীয় ঐক্যমত, সংহতি এবং স্থিতিশীলতা ইহারা আদৌ কামনা করে না। বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগণের মধ্যে বিভেদ বিভাজন এবং সংঘাতের পরিবেশ জিয়াইয়া রাখিতে তাই সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের অনুচররা দেশটির অভ্যুদয় কাল হইতেই তৎপর রহিয়াছে। সংঘাত বাধাইয়া দেওয়া ইহাদের অন্যতম কৌশল।

সরকারী পত্রিকা সাপ্তাহিক বিচিত্রা সংঘাত ও বিভেদ বিভাজনের এক সর্বনাশা জাতীয় স্বার্থবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত রহিয়াছে। সম্প্রতি (১লা এপ্রিল ৮৮) সাপ্তাহিকটি একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করিয়াছে। একই বিষয়ের উপর সম্ভবতঃ ইহা ৪র্থ প্রচ্ছদ কাহিনী। সেই মিথ্যার বেসাতি। জন্মগতভাবে এদেশের নাগরিক অধ্যাপক গোলাম আযমকে ৭১ সালের পাসপোর্টের ছবি ছাপাইয়া পাকিস্তানী নাগরিক প্রমাণের অপচেষ্টা। ৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের দশ কোটি মানুষই পাকিস্তানের নাগরিক ছিলেন বলিয়াই ১০ কোটি মানুষের বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া সম্ভব হইয়াছে। আর যদি ৭১ সালে ভারতের নাগরিক থাকিতেন তাহা হইলে এদেশের নাগরিক হওয়া সম্ভব

www.bjilibrary.com

হইত না। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের নতুন ক্ষমতাসীন সরকার তাড়াহুড়া করিয়া এদেশের জন্মগত নাগরিক এমন সব রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব বাতিলের আদেশ জারি করিয়া দিলেন। এই সাময়িক পদক্ষেপ যে সুবিবেচনাপ্রসূত কোন সিদ্ধান্ত ছিলনা তাহার প্রমাণ মিলে পরবর্তীকালে প্রায় সকলের নাগরিক অধিকার ফেরত দানের সিদ্ধান্তের মধ্যে। রাজনৈতিক কারণেই হয়তো এ সময় সরকার এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন। জন্মগত নাগরিক অধিকার হরণ সঠিক কাজ নহে বিধায় পরবর্তী কালে নাগরিক অধিকার ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু রহস্যজনকভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের সন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসুর) এককালের সাধারণ সম্পাদক ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের একজন সংগ্রামী সৈনিক তদানীন্তন পাকিস্তানের গণতন্ত্র ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য অধিকার ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অন্যতম নেতা এবং এদেশের জনগণের কোরআন ও সুন্নাহর শাসন কায়েমের আন্দোলনের অগ্রসেনানী অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ইস্যুটি ঝুলাইয়া রাখা হয়। আর এই সুযোগে এদেশের একজন কৃতী সন্তানের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি মিথ্যা কাহিনী ছড়াইয়া আমাদের নতুন প্রজন্মের নিকট তাঁহার ভাবমূর্তি বিনষ্টের চেষ্টা চালানো হইতেছে। যেহেতু অধ্যাপক আযমকে যাহারা জানেন, তাঁহার রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং ইসলামী আন্দোলনের ভূমিকার সহিত যাহারা পরিচিত তাহাদের বিভ্রান্ত করা যাইবে না। তাই সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের এজেন্টদের উদ্দেশ্য ভিন্ন।

অধ্যাপক আযমের ভূমিকাকে মিথ্যার প্রলেপ দিয়া এবং বার বার একই মিথ্যা কাহিনী ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিয়া রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং সংঘাত সৃষ্টির অন্তরালে যেসব কারণ নিহিত রহিয়াছে তাহা দেশবাসীর সামনে প্রকাশ পাইলে ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ খুলিয়া যাইবে।

যে অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে সরকারের কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ নাই তিনি কিভাবে নাস্তিক কম্যুনিষ্ট আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হইয়াছেন সেই কাহিনীও জনসমক্ষে আসার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। একতরফাভাবে একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা অধ্যাপক আযমের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালাইয়া যাইতেছে। বাহ্যিকভাবে ইহাদের টার্গেট ব্যক্তি গোলাম আযম বলিয়া মনে হইলেও আসলে ইহাদের টার্গেট হইতেছে বাংলাদেশ, বাংলাদেশের জনগণ এবং জনগণের আদর্শ ইসলাম। অধ্যাপক গোলাম আযম নহে বরং বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অপ্রতিরোধ্য

www.bjilibrary.com

তৎপরতাই ইহাদের গাত্রদাহের মূল কারণ। ব্যক্তি গোলাম আযম যদি আপোসের পথ ধরিতেন, ইসলামী আন্দোলন ছাড়িয়া দিতেন, ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিতে কিংবা অন্য কাউকে ক্ষমতারোহণে সাহায্য করিতেন, শোষণ জুলুম প্রতারণাসহ তাহাদের সকল অন্যায় কর্মকান্ডে সমর্থন যুগাইতেন তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের পরিবর্তে তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব বা আরও কোন বড় পদ দিয়া ইতিমধ্যে পুরস্কৃত করা হইত। সুতরাং এই ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র রুখিতে হইবে। এই মিথ্যাচার প্রতিহত করিতে হইবে।

www.bjilibrary.com

কম্যুনিষ্ট, সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদীদের ষড়যন্ত্র বানচাল হইতে বাধ্য

আধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন চক্র যে অশুভ খেলায় মেতে উঠে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়েছে এবং তার সুযোগে নাস্তিক, কম্যুনিষ্ট, আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহী শক্তিগুলো যেভাবে মিথ্যাচার ছড়িয়ে চলেছে তাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্বের ইস্যুটি আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তির কুটিল ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একই সাথে ৮৪ ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিলের ঘোষণা দেয়া হয়। পরবর্তীকালে যারাই নাগরিকত্ব চেয়েছিলেন তাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দেয়া হয়নি। এর পিছনে রহস্য কি? অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রচারণা নেই। তাঁর বিরুদ্ধে কিছু পত্র-পত্রিকার মিথ্যা প্রচারণা কেন? যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয় এদের কেউ কেউ মন্ত্রী হয়েছেন। এম পি হয়েছেন। অন্য সবাই নাগরিকত্ব ফিরে পেলেও অধ্যাপক আযম পাবেন না কেন? এ প্রশ্ন আজ সাধারণ মানুষের। বিচিত্রার মত ভ্রষ্ট কিছু পত্র-পত্রিকা ছাড়া দেশবাসীর মধ্যে এ নিয়ে কোন প্রতিক্রিয়া তো দূরের কথা বরং উল্টো প্রতিক্রিয়া রয়েছে যে, একটি বিশেষ মহল কেন অবলীলাক্রমে মিথ্যাচার ছড়াচ্ছে?

১৯৭৮ সালের ১১ই জুলাই থেকে অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর মগবাজার কাজী অফিস লেনস্থ পৈত্রিক বাসভবনে বসবাস করে আসছেন। প্রায় দশ বছর অতিবাহিত হলো। সরকার কেন তাঁর নাগরিকত্বের বিষয়টি নিয়ে স্বার্থান্বেষী মহলের বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ দিচ্ছেন?

তিনি বাংলাদেশের জন্মগত নাগরিক। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সবাই এ দেশের নাগরিক। জন্মগত নাগরিক অধিকারের উপর হাত দেয়ার কোন এখতিয়ার সরকারের নেই। সুতরাং সরকার কেন বিষয়টি অমীমাংসিত রেখেছে– এ প্রশ্ন আজ সকলের।

www.bjilibrary.com

এ যাবত পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে যেসব কল্প-কাহিনী এবং মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালানো হয়েছে তার ফল কি দাঁড়িয়েছে। যেভাবে অধ্যাপক আযম এবং তাঁর দলকে ঘাতক দল বলে উস্কানিমূলক কথাবার্তা ছড়ানো হচ্ছে তাতে জনগণ সামান্যও যদি সাড়া দিতেন তাহলে বিপর্যয় ঘটে যেত। যারা গোলাম আযমের বিরুদ্ধে হুক্কাহুয়া রব তুলেছে জনগণ তাদের চিনে। রাজনীতির নামে আমাদের দেশে একশ্রেণীর মানুষ যে বিশ্বাসঘাতকতা, বেঈমানী, প্রতারণা, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, স্বার্থপরতা, দলবদল, বোল পাল্টানো এবং মিথ্যাচারের নজীর রেখেছেন জনগণ তাদের হাড়ে হাড়ে চিনে ফেলেছে।

যে মহলটি বাংলাদেশকে আফগানিস্তানের মত বিদেশী দখলদার বাহিনীর হাতে তুলে দিতে চায়, একদলীয় এবং স্বৈরাচারী শাসন শোষণের মাধ্যমে যারা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎকে খতম করে দিয়েছে, বাংলাদেশে যারা নাস্তিক্যবাদ, কম্যুনিজম কায়েমের দুঃস্বপ্ন দেখে, আধিপত্যবাদী শক্তির সেবাই যাদের রাজনীতির শক্তির উৎস, তারাই অধ্যাপক গোলাম আযম ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে। না জানার কারণে কেউ কেউ বিরোধিতা করতে পারেন। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ ধরনের ভুল ধারণা দূর হতে বাধ্য।

সাম্রাজ্যবাদী এবং ইসলাম বিরোধীরা এটা ভালো করে জানে যে, বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির শিকড় যেমনটি গভীরে তা অনেক দেশেই পাওয়া যায় না। আল্লাহ ও রাসূলের (স ঃ) প্রতি এখানকার জনগণ অগাধ ভালোবাসা পোষণ করেন। আল্লাহর নবী (স ঃ)কে তারা কোনদিন দেখেননি। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে এক ব্যক্তির কবিতা লেখার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা সকলের জানা আছে। যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমাজতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা তাদের শক্তিশালী ঘাঁটি বলে ভুল হিসেব করে, সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই ১৯৭৩ সালে দাউদ হায়দার নামে উল্লিখিত সেই গণধিক্কৃত কবির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। গণঅসন্তোষের মুখে তাকে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বাংলাদেশের জনগণের ইসলামী সেন্টিমেন্ট বাঁধ ভাংগা জোয়ারের মত। আল্লাহর রাসূল (স ঃ)-এর প্রতি জনগণের এই ভালবাসা খুবই গভীর। আর এ কারণেই যারা (১) বাংলাদেশের ইসলামী অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে চায় তারা সোজাসুজি ইসলাম বিরোধিতার আশ্রয় নিতে পারে না। তারা কৌশল হিসেবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যারা করছেন তাঁদেরকে জনগণের মধ্যে অকার্যকর করে দিতে চায়। যেহেতু ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ উত্থাপন করার মত নেই সেহেতু ১৯৭১ সালের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মূলতঃ একটি প্রচারণা যুদ্ধ বা প্রপাগান্ডা-ওয়ার শুরু করা হয়েছে। (২) ইসলামপন্থী নেতা ও দলের বিরুদ্ধে জনগণের কোন

www.bjilibrary.com

অভিযোগ নেই। তাদের চরিত্র হননের মাধ্যমে ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্য এটা করা হচ্ছে। (৩) স্বাধীনতার দুশমন, স্বাধীনতা বিরোধী কথাগুলো এত বেশী আবেগের সাথে জড়িত যা বলে কাউকে সহজেই গণধিক্কৃতের কাতারে শামিল করা যায়। বিশেষ করে ছাত্র-যুবকদের কাছে এর আবেদন অনেক বেশী। তাই ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তারা এ শ্লোগান ছেড়ে দিয়েছে। (৪) জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন একটি সার্বজনীন ইসলামী আন্দোলন। এ আন্দোলনের সাথে জড়িত আছেন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। এ আন্দোলনকে জনগণের সামনে হেয় করতে পারলে জনগণ এ আন্দোলনের প্রতি বিরূপ হবেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অধ্যাপক গোলাম আযমের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী এ দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ না করলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আজকে জামায়াত বিরোধী প্রচারণা বা গোলাম আযম বিরোধী প্রচারণা চালানোর প্রয়োজন হতো না। (৫) জামায়াত যদি একটি মরা নদীর নাম হতো অথবা ক্ষয়িষ্ণু শক্তি হতো তাহলে এ মিথ্যা প্রচারণার দরকার ছিলনা। জামায়াতের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভের কারণ জামায়াতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার সত্ত্বেও জামায়াতের জনসমর্থন বৃদ্ধি পাচ্ছে। (৬) জামায়াতের নেতা ও কর্মীদের অর্থ, পদ ও লোভের বশবর্তী করার সুযোগ থাকলে অধ্যাপক আযমের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদী শক্তির ব্যয়বহুল প্রচার চালানোর দরকার ছিলো না। কিন্তু বিগত দিনগুলোতে প্রমাণিত হয়েছে আপোসহীন নিবেদিতপ্রাণ জামায়াত কর্মীদের পার্থিব প্রলোভনে অন্যদের মত কেনা যাবে না। (৭) অধ্যাপক আযমের অনুপস্থিতিতে ইসলামী আন্দোলন যদি অচল হয়ে পড়তো তাহলেও মিথ্যা প্রাচারণা না চালালেও হতে পারতো কিন্তু তাঁর নাগরিকত্ব ঘোষণা না করেও ইসলামী আন্দোলনের গতি থামিয়ে দেয়া যায়নি। (৮) অধ্যাপক আযম যদি তাঁর কোন কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের কাছে নিন্দিত বা গর্হিত হতেন অথবা জনগণের মধ্যে তাঁর কোন আবেদন না থাকতো তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে এত প্রচারণার প্রয়োজন হতো না (৯) সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেব করে দেখেছে যে, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও গ্রুপগুলো শাসন ক্ষমতায় গিয়ে যে চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন, সমাজতন্ত্রের নামে দেশের সম্পদ যেভাবে লুট করেছেন, দেশে যে সর্বগ্রাসী অবক্ষয় এবং অভিসম্পাত ডেকে এনেছেন তাতে নতুন. রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ অনিবার্য। এই বিকাশমান শক্তিকে প্রতিহত করতে হলে এর সম্ভাবনাময় নেতৃত্ব যারা দিতে পারেন তাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে হবে এটাই সমাজতন্ত্রী, কম্যুনিষ্ট, সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তির কৌশল। তাই সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক মহল খবর পরিবেশন থেকে শুরু করে সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় সর্বত্র মিথ্যা

www.bjilibrary.com

কাহিনী লিখে যাচ্ছে অধ্যাপক আযম ও জামায়াতের বিরুদ্ধে। এমন কি ভূয়া চিঠিপত্রও তারা জনগণের নাম দিয়ে সংবাদপত্রে ছেপে দেয় এটা দেখানোর জন্য, দেশের মানুষ অধ্যাপক গোলাম আযমকে চায়না, জামায়াতে ইসলামী একটি ঘাতক দল এবং শিবির সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। কিন্তু তাদের এ প্রচারণা পত্রিকার পাতায়, জনগণের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

ইসলামের বিরোধিতা করতে গিয়ে এই বিশেষ মহল এতটা অন্ধতার পরিচয় দিয়েছেন যে, জনগণ তাদের কথায় কর্ণপাত করে না। তাদের চেহারা এতটা কুৎসিত যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তা বুঝার কোন উপায় ছিল না। এদের চরিত্র আর জনগণের জানার বাকি নেই। ক্ষমতার রাজনীতিই এদের জীবনের শেষ কথা। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এরা সবকিছু করতে প্রস্তুত। ক্ষমতার লক্ষ্যে যেকোন অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে এরা সক্ষম।

উপরের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা এবং একটি চিহ্নিত মহলের হিংসা ও ক্ষোভের মূল কারণ কি? এই ক্ষোভ বা হিংসা ব্যক্তি অধ্যাপক আযমের বিরুদ্ধে নয়। বরং অধ্যাপক আযম যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছেন সেই আদর্শের বিরুদ্ধেই তাদের বিদ্বেষ। অধ্যাপক গোলাম আযম যেহেতু বাংলাদেশে একটি আদর্শের সংগ্রামের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং যেহেতু সে আদর্শ এদেশের গ্রাম-বাংলার জনগণের আদর্শ সেজন্য কম্যুনিষ্ট, নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের সহযোগীরা অধ্যাপক আযমের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। সরাসরি ইসলামের বিরোধিতা করলে যেহেতু তাদের দাউদ হায়দারের পরিণতি ভোগ করতে হবে সেহেতু যেসব ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ইসলামী আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করবে তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার চালিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার এদের উদ্দেশ্য। আশার কথা এটা যে, এদের চীৎকারে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে তবুও জনগণের সাড়া নেই। ভুক্তভোগী জনগণ এই স্বার্থান্বেষী মহলের প্রতারণা ধরতে পেরেছে। সুযোগ পেলেই জনগণ জবাব দেবে। কম্যুনিষ্ট, সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদীদের ষড়যন্ত্র বানচাল হতে বাধ্য।

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com